ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র ফেলো-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

আবু সাঈদ মো.জুয়েল মিয়া
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (প্রাক্তন)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ
মো. খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি(প্রাক্তন)*
জাফর সাদিক চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. আলী হোসেন, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
তাহসীনুর রহমান তালুকদার, রুবিনা আক্তার ও মো. লুৎফর রহমান (খণ্ডকালীন)

কৃতজ্ঞতা
গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত তথ্যদাতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যমকর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ফেলো মো. জুলকারনাইন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্সঃ +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইটঃ www.ti-bangladesh.org

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা - এই তিনটি ধারার অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ (প্রায় ৬১ শতাংশ) সাধারণ ধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৮২ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিদেনে ফুটে ওঠে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী ৪২.৯ শতাংশ খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে।

সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষা খাত টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা খাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ গভীরভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে

১. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা;
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা; এবং
৪. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

এই গবেষণায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাধারণ ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। গবেষণায় এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। মুখ্য তথ্যদাতার মধ্যে রয়েছেন মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীনস্ত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, এবং গণমাধ্যম কর্মী (মোট ৩২৫ জন)।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। গবেষণার প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট আইনিও নীতিগত সক্ষমতা

শিক্ষা প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০১০) বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা হলেও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হলো।

- নতুন শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা হবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে শিক্ষানীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর খসড়া শিক্ষা আইনটি নিয়ে কাজ করা হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় এটি এখনো কার্যকর হয়নি। নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানে যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি 'প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক' এর অফিস স্থাপন, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিতে'পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' গঠন, শিক্ষানীতির সময়োপযোগী ও প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সুপারিশ তৈরি করা এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরামর্শকারী সংস্থা হিসেবে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি 'স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা, শিক্ষকদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে।

- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে 'আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে বিশেষ ব্যবস্থায় তা দূর করা হবে বলা হলেও অদ্যাবধি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

- ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপণ করা ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ সম্পর্কে বলা হলেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ আত্মস্থ করতে পারছে কিনা তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় চ্যালেঞ্জের (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতে) ঝুঁকি রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ -এ উন্নীত করার কথা বলা হলেও অদ্যাবধি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নির্ধারিত অনুপাত প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। এতে শ্রেণিকক্ষে

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া যেমন সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ সালের তথ্যানুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫।

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে একটি খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতে পদায়ন করা হয় যা 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০০৬' নামে পরিচিত। তবে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরেও চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি। এতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা টাইম স্কেল, পেনশন সুবিধা ও পদোন্নতি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আর্থিক: শিক্ষা খাতে একটি দেশের মোট জিডিপির ছয় শতাংশ অথবা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। কিন্তু বাংলাদেশের বিগত দশ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় শতকরা হিসাবে এটি ১০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে জিডিপি'র সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম যা দুই শতাংশ থেকে প্রায় তিন শতাংশ। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষাখাতে জিডিপির প্রায় তিন শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিগত পাঁচ অর্থ-বছরের মোট বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়, এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতকরা হিসাবে এটি গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা: এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা সরকার প্রদত্ত মূল বেতনের শতভাগ বেতন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট, এবং অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা পেয়ে থাকে। তবে এসব আর্থিক সুবিধা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি। উৎসব ভাতা ২০০4 সাল থেকে দেওয়া শুরু হলেও দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর এটি বাড়ানো হয়নি।

অষ্টম বেতন কাঠামোতে (২০১৫ সালে) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট পাঁচ শতাংশ ও বৈশাখী ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ দেওয়া হলেও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা উক্ত সুবিধাটি থেকে বঞ্চিত ছিল। পরবর্তীতে শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জুলাই ২০১৮ থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এছাড়া অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর এককালীন অবসর ভাতা পেতেও বর্তমানে তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন হতে চাঁদা কর্তন ও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অনুদান দিলেও তা অবসর তহবিলের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়।

মানবসম্পদ: শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা। কিন্তু জনবল ঘাটতির কারণে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মাউশি অধিদপ্তরাধীন এবং এর সহযোগী সংস্থার অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে, যেমন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত পদের প্রায় ১২.০ শতাংশ পদ, প্রায় ৬৪.০ শতাংশ উপজেলায় সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, একাডেমিক সুপারভাইজারের প্রায় তিন শতাংশ পদ, প্রায় ৩৮.০ শতাংশ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ, এবং জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সহকারী পরিদর্শকের অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১১.০ শতাংশ পদ শূন্য। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়া, প্রকল্পাধীন নিয়োগ, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণ সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং-এ মনিটরিং কর্মকর্তা রয়েছে মাত্র দুইজন। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে শূন্যপদ রয়েছে প্রায় ৫৮.০ শতাংশ। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৩০ জনবল নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও এর জনবল বৃদ্ধি পায়নি।

২.৩ পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি

মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, পাঠদানে উৎসাহ হ্রাস পায়, মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেসরকারি এমপিওভুক্ত প্রভাষকদের চাকরিজীবনে প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্রভাষক পদে চাকরির আট বছর পূর্তিতে ৫:২ অনুপাতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকে। অনুপাত প্রথার কারণে একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রভাষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। পদোন্নতি-বঞ্চিত প্রভাষকগণের চাকরির অভিজ্ঞতা ও বেতন গ্রেড সুবিধাও সীমিত করা হয়েছে। গ্রেড প্রাপ্তিতে চাকরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল আট বছর। গ্রেডের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে নবম থেকে অষ্টম করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল নবম থেকে সপ্তম গ্রেডে। এছাড়া এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে 'সহকারী অধ্যাপক' পদটিকে পরিবর্তন করে 'জ্যেষ্ঠ প্রভাষক' পদ করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্যাডারে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি না হয়ে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়ায় ব্যাচ অনুযায়ী সকল শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত এবং সহকারী শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। তবে ইতোমধ্যে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যবর্তী 'সিনিয়র শিক্ষক' পদ সৃজন করা হয়েছে এবং ৫,৪৫২ জন শিক্ষককে সিনিয়র শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৪ প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। যেমন, বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে-কলমে শিখতে পারছে না। সহকারী শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক সিপিডি (continuous professional development) প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। জানা যায়, ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম (এমএমসি) না থাকায় এবং এমএমসি'র উপকরণ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির চর্চার ঘাটতিতে মানসম্পন্নভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে প্রশিক্ষণের সময় পর্যাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটির ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। তাছাড়া সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন হওয়া এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়ায় নিজেরা সঠিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঘাটতি রয়েছে। সর্বোপরি প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতারও অভাব রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

২.৫ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস অনেক পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকলের বসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশ শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার পৃথক স্থান নেই এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাবের মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, কী-বোর্ড ইত্যাদি নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা নেই।

৩. স্বচ্ছতা

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে মাউশি অধিদপ্তরের প্রায় সকল কার্যক্রম অনলাইনে হয়ে থাকে। তারপরও মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্যের ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। যেমন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা থাকে না বা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এতে শিক্ষক এমপিও'র ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ ও বিড়ম্বনা তৈরি হয়। শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও প্রক্রিয়াটি অনলাইন করা হলেও সফটওয়্যারটি সহজবোধ্য ও কার্যকর না হওয়ায় এর পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না শিক্ষকরা। যেমন, আবেদনের সময় শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসে না এবং আবেদনে

কোনো ভুল হলে নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এতে এমপিও'র ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে পরবর্তীতে আবেদনটি শিক্ষা কার্যালয় থেকে ফেরত পাঠানো হয় এবং পুনরায় আবেদন করতে হয়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ না লিখে 'আবেদন অসম্পূর্ণ' লিখা হয়। এতে পরবর্তীতে আবেদন করলে প্রতিটি তথ্য নতুন করে যাচাই করতে হয়। অনলাইন এমপিও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ে ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীকে আবেদন-পরবর্তী অবসর ভাতা পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানো হয় না। এতে আবেদনকারী আবেদন করেই বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ ও তদবিরের চেষ্টা করে থাকে। কলেজের শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) অনলাইনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরে জমাকৃত এসিআর 'হারিয়ে যাওয়ার' অভিযোগ রয়েছে এবং এতে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পর্কিত আপত্তি ও যাবতীয় তথ্য সকলের জানার সুযোগ থাকে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে শুধু ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য বিবরণী দিয়ে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও কোনো কোনো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে, যেমন জনবল, বাজেট, নিরীক্ষা, তদন্তাধীন মামলা ইত্যাদি।

৪. জবাবদিহিতা

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনবল স্বল্পতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে ১৫টি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে ১৫টি, এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণকে প্রতি মাসে ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ মাসে দুটি থেকে চারটি আবার কেউ ছয়টি থেকে সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণের ক্ষেত্রে এটি খুবই সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত করা হয় না।

পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান প্রধান/কমিটির কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও রাজনৈতিক প্রভাব/হেনস্তার কারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে মাঠ পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা পরিদর্শন প্রতিবেদন অনেকক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তরে পাঠান না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন বছর থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়নি।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতিতে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি লক্ষণীয়। যেমন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক কাজ করতে করতে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছে; তবে তাদের খসড়া নিয়োগবিধিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। অন্যদিকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষক পদ হতে পদায়ন দেওয়ায় তারা উক্ত কার্যালয় বিগত সময়ে কি ধরনের কাজ করেছে বা প্রশাসনিক বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে জানে না, অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। আবার নয়টি অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক পদটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে পদায়ন দেওয়া হয় এবং ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়িত। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকছে না।

এমপিও আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়ম বা ভুলের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহি কাঠামোর অনুপস্থিতি রয়েছে। নয়টি শিক্ষা অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদ সৃষ্টির দীর্ঘ প্রায় চার বছর পর (১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের পরিপত্র) শুধু কলেজের এমপিও নিষ্পত্তির ক্ষমতা পরিচালককে (কলেজ) প্রদান করা হয়। এ দুটি পদ শিক্ষকদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হলেও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে। আবার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারগণ সেসিপ প্রকল্পাধীন বিধায় অন্যত্র চাকরি হলে চলে যাচ্ছে এবং চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করে। এতে শিক্ষা কার্যালয়গুলোতে সমন্বয়হীনতায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে কোনো কোনো কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলে না। শিক্ষা কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা নেই। উপবৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়মের মাধ্যমে উপবৃত্তির তালিকা তৈরি করা হয়।

৫.অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ এমপিওভুক্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ২০১০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতেও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ছিল।

শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি: বর্তমানে শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রধান শিক্ষক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বরাবর আবেদন করে থাকে। পরবর্তীতে আবেদন গ্রহণ ও নথি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে জেলা শিক্ষা অফিসে এবং জেলা শিক্ষা অফিস থেকে উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ করে। উপ-পরিচালকের কার্যালয় হতে এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হওয়ার পরেও শিক্ষক ও কর্মচারীর ভোগান্তি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি পূর্বের মতোই বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে চারটি স্থানে 'হাদিয়া বা সম্মানী' দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়ার অভিযোগ।

অনেক ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক আবেদনকারী শিক্ষকের সাথে চুক্তি এবং এমপিও আবেদন অগ্রায়নে 'শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশের জন্য অর্থ লাগবে' বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবেদনকারীর নিকট হতে অর্থ আদায় করে থাকে। অর্থ না দিলে আবেদনে ক্রটি ধরা, অগ্রায়ন না করা, নথিগত সমস্যার কথা বলে সময়ক্ষেপণ করা হয়। এছাড়া প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে এমপিওভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণে একটি শিক্ষা অঞ্চলে পাইলটিং প্রকল্প চালু এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চলে এটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা করা হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হওয়ায় পাইলটিং প্রকল্পের ফলাফলের অপেক্ষা না করে সকল শিক্ষা অঞ্চলে এটি চালু করা হয়।

৫.২ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সহকারী গ্রন্থাগারিক, অফিস সহকারী ও এমএলএস নিয়োগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি। অন্যদিকে বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগে কর্তৃপক্ষ হলো শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসি)।

এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, 'প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে, অথবা পূর্বে এসএমসি/গভর্ণিং বডি কর্তৃক আপনাদের নিয়োগে অনেক টাকা দিতে হতো' -এটি বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত অর্থ আদায় করা হয়ে থাকে। শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার ও অন্যান্য একাডেমিক সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৩ শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলি

সরকারি চাকরিবিধিমালা অনুযায়ী তিন বছর পর পর বদলির বিধান থাকলেও তা নিয়মিত করা হয় না। অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আছে যারা দীর্ঘদিন একই স্থানে কর্মরত রয়েছে। কেউ ঢাকায় বা বিভাগীয় শহরে থাকার জন্য আবার কেউ প্রাইভেট বা কোচিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে ঢাকায় বা যেখানে এর সুবিধা রয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এটি ১০ থেকে ১২ বছর বা এর অধিক। তদ্বির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে বদলি বা পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের অভিযোগ রয়েছে।

৫.৪ পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি

পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে অনেক ক্ষেত্রে তদ্বির, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ ও জনসংখ্যার সনদ নেওয়া এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন নেওয়া হয়। বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে।

সকল শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা যেমন, আবেদন পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা, নতুবা পাঠদান অনুমোদনে বিলম্ব/পরিদর্শনে না আসা এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ/মধ্যস্বত্ত্বভোগী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদনের ব্যবস্থা করে থাকে যার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা, বিভাগ, বিষয় অনুমোদনে এবং শিক্ষকদের বিএড ও উচ্চতর স্কেল অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

৫.৫ ক্রয়

আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ এ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম (এমএমসি) দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এমএমসি'র (মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম) সকল উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের কথা বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হয় এবং উপকরণসমূহ প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগের অভিযোগ রয়েছে। সরাসরি ক্রয়ে বেশি টাকার ভাউচার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে। সরাসরি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি, পাঁচটি শিক্ষা অঞ্চলে শুধুমাত্র মডেম সরবরাহ করা হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি মাত্র আট শতাংশ।

উক্ত প্রকল্পে প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। প্রশিক্ষণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে দরপত্র আহবান করা হয়নি। কোটেশন ছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং প্রশিক্ষণ সনদ ছাপানো হয়েছে, ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর কোনো স্টক এন্ট্রি করা হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসামগ্রী ভেন্যু কর্তৃপক্ষ না পেলেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বাবদ ব্যয় করা হয়। প্রশিক্ষণ খাতে অগ্রিম অর্থ উত্তোলনে প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র ছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও সম্মানী নিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জানা যায়, সব ভেন্যুতে প্রকল্প পরিচালক 'প্রোগ্রাম পরিচালক' দেখিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাসে প্রায় ১৭ লাখ টাকা সম্মানী গ্রহণ করেছে। যদিও কোনো ভেন্যুতে সরেজমিন পরিদর্শন করার কোনো প্রমান ছিলনা। ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৬ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় জাল সনদ, নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতসহ নানান অনিয়ম পাওয়া যায়। জানা যায়, অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কখনো কখনো প্রভাব খাটানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথির বিভিন্ন দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ে যেমন চাপ প্রয়োগ করা হয়, নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতায় পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করা হয়। নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এক/দুই মাসের এমপিও'র অর্থ দাবি ও আদায় করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক "পরিদর্শনে অডিটর আসছে"বলে শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের নিকট হতে অর্থ আদায় করে। কখনো কখনো এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান আত্মসাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া উপ-পরিচালকগণ পরিদর্শনে যাওয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে টীমে না পাঠিয়ে একা পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির করে। পরিদর্শনে সংগৃহীত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বেশিরভাগ অংশ নিজের কাছে রাখার জন্য এই তদবির করা হয়। এক্ষেত্রে

পরিচালককে নানা ধরনের উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষায় অধিক পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই দপ্তরে কর্মকর্তাদের অবস্থান করারও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৭ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নে কাজের মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়নি। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব হচ্ছে, যে কারণে অনেক শিক্ষককে অবসরে যেতে হচ্ছে সরকারি সুবিধা ছাড়াই। আবার শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতোই টিউশন ফি দিতে হচ্ছে। জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে।

৫.৮ অন্যান্য: কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে যেমন, মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজ্জে গমন ইত্যাদি কারণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ খরচের মাধ্যমে সিরিয়াল ভঙ্গ করে এর যে কোনো একটি ক্যাটাগরিতে ফেলে দ্রুত অবসর সুবিধা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বিদেশ প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের না পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। যেমন, টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্পের শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমলার সংখ্যা বেশি ছিল বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সভাপতি মনোনীত করা হয়। এতে অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না যা শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত লোক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে করে শিক্ষকদের সাথে কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সারণি ১: এক নজরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ	৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০	স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/গভর্নিং বডি/এসএমসি
এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান	৫০,০০০-২,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ	২,০০,০০০-৩,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
শিক্ষক এমপিওভুক্তি	৫,০০০-১,০০,০০০	মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা	পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০)	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পাঠদান অনুমোদন	১,০০,০০০-৫,০০,০০০	মধ্যসত্ত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
স্বীকৃতি নবায়ন	৫,০০০-৩০,০০০	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষক বদলি	১,০০,০০০-২,০০,০০০	মধ্যস্বত্ত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

৫.৯ কোভিড-১৯ অতিমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় ২০২০ সালের মার্চে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়। তবে কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে এটি সফল হয়নি। এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, মাধ্যমিকের প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সংসদ টিভির মাধ্যমে ক্লাশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে বঞ্চিতদের ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। উক্ত প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বশরীরে ক্লাশ বন্ধ থাকায় অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা হলেও এই ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ
সার্বিকভাবে বলা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে। তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয় এবং জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে এটি গড়ে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে; এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

৬.২ সুপারিশ
গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে।
৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৪. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।
৮. বেসরকারি সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশিক্ষণ

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১২. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে।
১৪. সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৫. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

১৭. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

১৮. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

১৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।

২০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি (প্রাক্তন)

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (প্রাক্তন)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ
মো. খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
জাফর সাদিক চৌধুরী, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
মো. আলী হোসেন, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)*
তাহসীনুর রহমান তালুকদার, রুবিনা আক্তার ও মো. লুৎফর রহমান (খণ্ডকালীন)

কৃতজ্ঞতা
গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মতামত দিয়ে সহায়তা করার জন্য সম্মানিত তথ্যদাতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, গণমাধ্যমকর্মী ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ যারা বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণায় বিশেষ সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ফেলো মো. জুলকারনাইন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

সূচি

মুখবন্ধ	৪
অধ্যায় এক: ভূমিকা	
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট	৫
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৬
১.৪ গবেষণা পরিধি ও বিশ্লেষণ কাঠামো	৭
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি	৭
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	৮
অধ্যায় দুই: আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	
২.১ ভূমিকা	৯
২.২ শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	৯
২.৩ আইন ও নীতিগত সক্ষমতা	১০
২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও এর কার্যাবলী	১২
২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	
২.৫.১ আর্থিক	১৮
২.৫.২ জনবল	২১
২.৫.৩ নিয়োগ/পদায়ন	২৩
২.৫.৪ পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি	২৪
২.৫.৫ প্রশিক্ষণ	২৬
২.৫.৬ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস	২৭
অধ্যায় তিন: স্বচ্ছতার ঘাটতি	
৩.১ ভূমিকা	২৯
৩.২ তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও প্রবেশগম্যতা	৩০
অধ্যায় চার: জবাবদিহিতার ঘাটতি	৩১
অধ্যায় পাঁচ: অনিয়ম ও দুর্নীতি	৩৮
কোভিড-১৯ অতিমারিতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ	৫৫
অধ্যায় সাত: উপসংহার ও সুপারিশ	
৭.১ উপসংহার	৫৭
৭.২ সুপারিশ	৫৭
সহায়ক তথ্যসূত্র	৫৯

মুখবন্ধ

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নির্দেশনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সফল বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪-এর আওতায় গুণগত শিক্ষা অর্জনে বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত তৈরি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন, শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অনলাইনে উপবৃত্তি প্রদান, এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারের নানা কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির নানা চিত্র উঠে আসে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতি এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষা খাত টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমে অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে টিআইবি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষাখাত নিয়ে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন ও নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে অধিপরামর্শ কার্যক্রম করার অভিপ্রায়ে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি এখনো প্রণীত হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও এটি গড়ে জাতীয় বাজেটের প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতির ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে, এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা প্রতিবেদন প্রনয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র সাবেক গবেষক তাসলিমা আক্তার। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন টিআইবির সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সাবেক সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ তাদের মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও নীতি-নির্ধারকগণ এই খাতের সমস্যা দূর করে এর সার্বিক মানোন্নয়নে সচেষ্ট হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা এই তিনটি প্রধান ধাপে বিভক্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই স্তরের শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত তৈরি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি তিনটি উপধাপে বিভক্ত যা তিন বছর মেয়াদী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি), দুই বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম ও ১০ম শ্রেণি) এবং দুই বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)।[১] মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি তিনটি ধারায় পরিচালিত। প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত সকল ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে।[২] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্ত মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮২ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৯৮ শতাংশ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।[৩]

সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এ দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি কার্যকর প্রশাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসনের ওপর এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, গতিশীল, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং ফলপ্রসু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।[৪] শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক, অবকাঠামো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫]

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে (লক্ষ্যমাত্রা ৪.১) এবং সকল শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে (লক্ষ্যমাত্রা ৪.৭) তা অঙ্গীকার করা হয়েছে। অভীষ্ট ১৬ এর আওতায় অন্যান্য সকল খাতের পাশাপাশি শিক্ষাখাতে সুশাসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫) করা, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশে (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬) সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ।[৬]

বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫/২০১৬-২০১৯/২০২০) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবকাঠামোগত, আইসিটি এবং সরঞ্জাম যোগান, শিক্ষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা ও বৃত্তি এবং প্রশাসনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ব্যবস্থার সংস্কার, এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ, কর্মকর্তা এবং প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র চালুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।[৭]

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার (২০১৮) -এ শিক্ষাখাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, শিক্ষক কর্মকর্তা

---

[১] প্রাগুক্ত, সর্বশেষ হালনাগাদ ২৩ মার্চ ২০১৭, বিস্তারিত, https://shed.portal.gov.bd/site/page/568b71f6-2811-4463-bf2c-f3d71db59cef/ (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)

[২] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট, সর্বশেষ হালনাগাদ, ২৬ আগস্ট ২০১৯, বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/page/fe33307e-b51f-41b0-8586-02d86c1b9086/ (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)

[৩] মাছুম বিল্লাহ, দৈনিক বার্তা, ৬ আগস্ট ২০২০, https://bonikbarta.net/home/news_description/237360/; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ আগস্ট ২০১৯, বিস্তারিত, https://shed.portal.gov.bd/site/page/7c43365e-8bb4-462b-b46c-9905cc8e85a0/ (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)

[৪] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ৬২, http://www.shed.gov.bd/site/page/fe33307e-b51f-41b0-8586-02d86c1b9086/

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২-১৪।

[৬] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ, বিস্তারিত, www.plancomm.gov.bd (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)

[৭] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/২০১৬-২০১৯/২০২০, পৃষ্ঠা ৪৯৩, বিস্তারিত, http://www.plancomm.gov.bd/site/files/94c4e6b6-03f1-4dcc-bb2f-68e5438e361e/-(২০ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

ও কর্মচারীদের মেধা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ, শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ শিক্ষাখাতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বৈষম্য অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে পরবর্তী মেয়াদে তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা ইত্যাদি অন্যতম।[৮]

শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা, এমপিও কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেলে শতভাগ বেতন ভাতা এবং অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদান, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তিকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে অন-লাইন ড্যাশ বোর্ড চালু করা, শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাশ পরিচালনা, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার প্রসারে মাধ্যমিক স্তর হতে স্নাতক (সমমান) পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি, মেধা ও সাধারণ বৃত্তি প্রদান, নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন ভবন নির্মান ও সংস্কারসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে।[৯] কোভিড-১৯ দুর্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন নন-এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।[১০]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নানা কার্যক্রম ও ইতিবাচক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও গবেষণা প্রতিবেদন, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিদেনে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র সম্পর্কে জানা যায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ -এ ৪২.৯ শতাংশ খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়।[১১] এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের হস্তক্ষেপ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়, এমপিওভুক্তিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম, উপ-পরিচালক ও পরিচালকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ, শর্ত ভঙ্গ করে স্কুল ও কলেজ অনুমোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল তদারকি, আর্থিক নিরীক্ষায় ঘুষ আদায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১২] এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতেও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি এবং শিক্ষাখাত টিআইবি'র কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষা খাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম (সাধারণ ধারা) বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা।
৩. মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা।
৪. বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

---

[৮] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৯ ও ৫০ (২০ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] বাংলা ট্রিবিউন, ২২জুলাই ২০২০, বিস্তারিত, https://www.banglatribune.com/national/news/633821/

[১১] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেবা খাতে দুর্নীতি, জাতীয় খানা জরিপ-২০১৭, প্রকাশকাল ৩০ আগস্ট ২০১৮, বিস্তারিত, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/about-us/what-we-do/research-policy/research-knowledge/household-survey

[১২] বিস্তারিত, http://www.dainikshiksha.com/79318/; https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2017/07/22/210666.html; https://samakal.com/todays-print-edition/tp-editorial-comments/article/1610245188; https://www.dailynayadiganta.com/education/389423/; https://samakal.com/bangladesh/article/19126937/; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1577344/; https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2020/01/15/862629; https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2020/01/15/862629

১.৪ গবেষণার পরিধি ও বিশ্লেষণ কাঠামো

এই গবেষণায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সাধারণ ধারার মাধ্যমিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ সাধারণ ধারায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যা প্রায় ৬১ শতাংশ।[১৩] গবেষণায় সাধারণ ধারার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, অধিদপ্তরের অধীনস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহকে সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, জবাবদিহিতা) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সক্ষমতার মধ্যে রয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি এবং এর প্রয়োগ, মানব সম্পদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস। স্বচ্ছতার মধ্যে রয়েছে, তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা। জবাবদিহি কাঠামোর মধ্যে রয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন, নিরীক্ষা কার্যক্রম, প্রকল্পগুলোর তদারকি ব্যবস্থা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়, অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর বার্ষিক মূল্যায়ন ও বদলির ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণ, মাত্রা, কারণ ও এর প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ১:১: সুশাসনের নির্দেশকসমূহ ও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়

সুশাসনের নির্দেশক	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
সক্ষমতা	▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস)
স্বচ্ছতা	▪ তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা
জবাবদিহিতা	▪ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ▪ শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় ▪ আর্থিক পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা ▪ অভিযোগ দায়ের ও বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ, মাত্রা, কারণ ও এর প্রভাব

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১.৫.১ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সরকারি নথিপত্র, সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন, পরিপত্র, নীতিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৫.২ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গুণগত পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। কেন্দ্রীয়সহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাউশির ৯টি আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় দুটি করে জেলা নির্বাচন করা হয়। এভাবে ৯টি অঞ্চল থেকে মোট ১৮টি জেলা নির্বাচন করা

[১৩] সরকারি ও বেসরকারি নিয়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮৬৭৫টি, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯১৪১টি এবং মাউশি অধিদপ্তরাধীন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ২৫৩৭৫টি। বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/page/fe33307e-b51f-41b0-8586-02d86c1b9086/, http://www.tmed.gov.bd/site/page/b8f35ff7-c189-421b-84cf-17cc2bfbffa0/; https://www.prothomalo.com/education/কারিগরি শিক্ষায় ঝোঁক বাড়ছে, ৪ঠা অক্টোবর ২০১৯, http://emis.gov.bd/EMIS/IMS, (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

হয়। নির্বাচিত প্রতিটি জেলা থেকে একটি করে মোট ১৮টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। উপজেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভৌগলিক অবস্থান (পাহাড়ী অঞ্চল, উপকূল এলাকা, চর এলাকা, বিল এলাকা) ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে গবেষণার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হিসেবে যারা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন অথবা খুব কাছে থেকে এগুলো সম্পর্কে শুনেছেন বা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে ছিল, মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীনস্ত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যম কর্মী (মোট ৩২৫ জন)। ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো: প্রতিবেদনটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও এর সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সমস্যা, অনিয়ম-দুর্নীতির ধরণ, মাত্রা, কারণ ও এর প্রভাব এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার ও গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

অধ্যায় দুই
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.১ ভূমিকা

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে বিভিন্ন নীতি ও আইন। যেমন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন ২০০২, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০ ইত্যাদি। শিক্ষা আইন এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নিম্নে শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও এর সক্ষমতা তুলে ধরা হলো।

২.২ শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইনি কাঠামো

২.২.১ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০: একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদকে কো-চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (০৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে) গঠন করা হলে উক্ত কমিটি একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে জনগণের মতামত গ্রহণে ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য মাধ্যমে প্রচার, সেমিনার ও আলোচনা সভা করে মতামত গ্রহণ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিক, আলেম-ওলামা, পেশাজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতিকে আরও সংশোধন সংযোজন করে চূড়ান্ত আকারে প্রণয়ন করা হয় যা জাতীয় শিক্ষনীতি ২০১০ নামে অভিহিত। এটি জাতীয় সংসদে পাশ হয় সাত ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা, শিক্ষার্থী কল্যাণ ও নির্দেশনা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব, শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৪]

২.২.২ শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া): জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা আইন ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। জনমত যাচাইয়ে খসড়ার ওপর শিক্ষাবিদ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের এবং দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মতামত ও পরামর্শের জন্য খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং ১০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। খসড়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ও ধারাসমূহ, মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বিলুপ্তকরণ, নিবন্ধন ও স্বীকৃতি, শিক্ষার্থী ভর্তি, এবং পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং আর্থিক সুপারভিশন ও মনিটরিং, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি ও পদোন্নতি ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে।[১৫]

২.২.৩ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫: উক্ত আইনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক চাহিদা নিরূপন, শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ, শিক্ষক নির্বাচনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য পরীক্ষা ও সনদ ফি নির্ধারণ ও আদায়, শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান, উক্ত আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক যিনি পদাধিকার বলে নির্বাহী বোর্ডের একজন সদস্য।[১৬]

২.২.৪ বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন ২০০২: উক্ত আইনটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন। আইনে বোর্ডের তহবিল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীগণকে অবসরকালীন সুবিধা প্রদান, শিক্ষক ও কর্মচারী কর্তৃক চাঁদা প্রদান, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী

---

[১৪] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বিস্তারিত, https://moedu.gov.bd/site/page/318a22d2-b400-48a7-8222-303ab11cc205/-

[১৫] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া), বিস্তারিত, শিম/আইন সেল (শিক্ষা আইন)-১৬/২০০১(অংশ-২)/২০৯, তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০১৬।

[১৬] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ গেজেট, ১৮ মার্চ ২০০৯, বিস্তারিত, https://shed.portal.gov.bd/site/page/381687fc-a54d-4f00-bd13-db9507877c99

সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকারবলে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক পদাধিকারবলে ভাইস-চেয়ারম্যান।[১৭]

২.২.৫ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এর জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালায় শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতনের সরকারি অংশ প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ ও যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা, বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করণ, স্থগিত, কর্তন ও বাতিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলা, বিষয়, বিভাগ ও শিফট খোলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[১৮]

২.৩: আইনি ও নীতিগত সক্ষমতা: জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) -এ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নে বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণ করা হলেও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হলেও অদ্যাবধি এগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা, ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরা হলো।

২.৩.১ শিক্ষা কাঠামো: নতুন শিক্ষা কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস করা হবে বলা হলেও এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি।[১৯] নতুন শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের প্রস্তুতিতে চ্যালেঞ্জ থাকলেও কবে নাগাদ এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে সে বিষয়ে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়নি।

২.৩.২ শিক্ষা আইন: শিক্ষানীতি ২০১০ -এ শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে শিক্ষানীতির আলোকে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ২০১১ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা আইনের খসড়া নিয়ে কয়েকদফা (দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর) কাজ করা হলেও অদ্যাবধি তা কার্যকর হয়নি। নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত খসড়া শিক্ষা আইনে অনেক বিষয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার, নোট গাইড ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষিতে পরিমার্জন আনা হলেও তা এখনো আইনে প্রণীত হয়নি। খসড়া আইনে প্রাইভেট টিউশন, কোচিং, নোট গাইড নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যে কারণে নোট গাইড ব্যবসায়ী ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িতরা আমলাদের উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবির এবং নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা দিয়ে নিজেদের স্বার্থে আইনটি চূড়ান্তকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। জানা যায়, শিক্ষা প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা অবসরে গিয়ে নোট গাইড প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছে আবার নোট গাইড ব্যবসায়ীর আত্মীয়-স্বজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকুরি করার সুবাধে বিভিন্ন মহলে তাদের জানা-শুনা থাকায় প্রকাশনা কোম্পানীগুলোর পক্ষে লবিং করে আইনটি পাশে বাঁধা সৃষ্টি করে।

২.৩.৩. জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন: সময়ের প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষানীতির পরিমার্জন ও প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান রাখা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য উপাত্ত, তথ্য প্রযুক্তি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন -এর পরামর্শকারী সংস্থা হবে। বিভিন্ন স্তর ও ধারায় শিক্ষানীতির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন কিভাবে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা ও সুপারিশমালা প্রদান করা হবে এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।[২০] নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতিতে দীর্ঘ প্রায় ১১ বছরেও কমিশন গঠন করা হয়নি। এতে শিক্ষার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। ২০০৩ সালেও গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা খাতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় বের করার জন্য মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন কর্তৃক একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়।[২১] তবে

---

[১৭] বিস্তারিত, https://shed.portal.gov.bd/site/page/381687fc-a54d-4f00-bd13-db9507877c99 (২৫ ডিসেম্বর ২০২০)।

[১৮] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১২জুন ২০১৮, স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০৩০.০০১.২০১৭.২৪৫, http://www.shed.gov.bd/site/notices/d0b723d6-4c95-4515-a88e-e328f9d577c4/

[১৯] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ১২, বিস্তারিত, https://moedu.gov.bd/site/page/318a22d2-b400-48a7-8222-303ab11cc205/-

[২০] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ৬২, বিস্তারিত, https://moedu.gov.bd/site/page/318a22d2-b400-48a7-8222-303ab11cc205/-

[২১] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন ২০০৩, সর্বশেষ হালনাগাদ ৩০ আগস্ট ২০১৬, বিস্তারিত, https://moedu.gov.bd/site/page/c9b470c1-80b1-44dd-8bed-9cf074fa9f0c/- (৩০ ডিসেম্বর ২০২০)।

সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখের এক নোটিশের মাধ্যমে জানা যায়।[২২]

২.৩.৪ প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন: দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে সক্ষম কি-না এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ব্যয় যৌক্তিক কি-না সে সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন জরুরি। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক মান নির্ণয়পূর্বক প্রতিবছর এগুলোর র‍্যাংকিং করা এবং উন্নয়নে পরামর্শ প্রদানে যথাযথ ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক এর অফিস স্থাপন করার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি।[২৩]

প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক সংগৃহীত তথ্যাবলী ও এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত বাৎসরিক সমীক্ষার আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেমন, উচ্চমানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান, যথাযথ মানসম্পন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে মানোন্নয়নে সহায়তা করা এবং কাঙ্খিত মান অর্জনে ব্যর্থ এরূপ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা। প্রধান শিক্ষা পরিদর্শক দ্বারা প্রণীত প্রতিবেদনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এ প্রতিবেদন বিবেচনা করা হবে। প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন করা হলে বর্তমান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) পুনর্গঠন করা হবে।

২.৩.৫ পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে দুটি পৃথক অধিদপ্তর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা অধিদপ্তর গঠন করার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি।[২৪] বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদারকিসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে অল্প সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে পৃথকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (৯১৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (৮৬৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) গঠন করা হয়েছে।

২.৩.৬ শিক্ষক নিয়োগ: মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি কর্ম-কমিশনের অনুরূপ **'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন এবং** প্রতি বছর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে বলা হলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনে **বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ** নামক একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন করা হয়েছে। তবে **বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন** গঠন করা হলে **বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ** সংস্থাটি বিলুপ্ত করা হবে। বর্তমানে এসএমসি/গভর্ণিং বডি কর্তৃক প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানেও অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

২.৩.৭ শিক্ষক প্রশিক্ষণ: শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে বিশেষ ব্যবস্থায় তা দূর করার ব্যবস্থা করা হবে। অদ্যাবধি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ভীত তৈরি না হওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

২.৩.৮ শিক্ষক মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব: শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতিনিধিত্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করা, শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হবে বলা[২৫] হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বাংলাদেশের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অপেক্ষা অনেক আধুনিক।

---

[২২] https://www.dainikshiksha.com/ 213085/
[২৩] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ৬৪, https://moedu.gov.bd/site/page/318a22d2-b400-48a7-8222-303ab11cc205/-
[২৪] প্রাগুক্ত।
[২৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮ ও ৫৯।

২.৩.৯ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত: মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ -এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে।[২৬] শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নির্ধারিত অনুপাত অদ্যাবধি প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৮ সালের তথ্য পর্যালোচনায়, মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫ যা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১:৫১ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১:৪৪।[২৭] এতে শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া যেমন সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না।

২.৩.১০ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন: ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে সারা বছর ধরে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভিক্ষা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরি করবে।[২৮] অদ্যাবধি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখছে, আস্থার সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরি হচ্ছে না। সম্প্রতি শিক্ষার্থী মূল্যায়নে নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নে মাউশি অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত) চ্যালেঞ্জের ঝুঁকি রয়েছে।[২৯]

২.৩.১১ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা সেসিপ প্রকল্পের আওতায় উপবৃত্তি প্রকল্পে যোগদান করে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০০৬' নামে একটি খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে তাদের রাজস্বখাতে পদায়ন, নিয়মিতকরণ ও চাকুরি স্থায়ীকরণ করা হয়। অদ্যাবধি নিয়োগবিধিটি চূড়ান্ত অনুমোদন না হওয়ায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর টাইম স্কেল, পেনশন সুবিধা ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত রয়েছে। যে বেতনে প্রবেশ করছে তাই থাকছে, তবে সকল ধরনের বোনাস পাচ্ছে। এতে সরকারি চাকুরি করেও অবসরের পর খালি হাতে ফিরতে হয় যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগায়। আবার দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ত্বরান্বিত হয় না।

পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯১' সংশোধনের মাধ্যমে 'উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস' শিরোনামে নতুন তফসিল সংযোজনের প্রস্তাব দিয়ে বিধিমালাটি অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে পাঠানো হলে কমিটি ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বিধিমালাটির অনুমোদন দিলেও অদ্যাবধি চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি।[৩০]

২.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও এর কার্যাবলী

২.৪.১ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ: মাধ্যমিক স্তর হতে উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহ প্রাথমিক স্তর পরবর্তী স্বীকৃত সকল বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর পরবর্তী এ বিভাগের অধীন ২৫,২২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং ৪৫টি সরকারি ও ১০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু রয়েছে।[৩১]

মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সরকারি ও বেসরকারি দু'ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন সরকার বহন করে থাকে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাইভেট) এবং সরকারের অংশীদারিত্বে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নন প্রাইভেট) হিসেবে পরিচালিত হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব অর্থায়নে এবং প্রতিষ্ঠানের আয় উভয় হতে পরিচালিত হয়। সরকারের অংশীদারিত্বে

---

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩।

[২৭] ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যা ব্যুরো (ব্যানবেইস), বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/page/ac0efebf-f7de-4f34-845e-1f32969f269f/, https://www.dainikshiksha.com/বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার চালচিত্র/174147/ (ডিসেম্বর ২০২০)।

[২৮] https://gourbangla.com/2019/10/28/111497

[২৯] https://www.jagonews24.com/education/news/699060, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৩০] বেলাল হোসেন, আমার সংবাদ, https://www.amarsangbad.com/special/66977/, ১৭ জানুয়ারি ২০১৮, আপডেট জানুয়ারি ৪ ২০২০; এস.এম.আব্বাস, বাংলা ট্রিবিউন, ১৯ জানুয়ারি ২০১৮, https://www.banglatribune.com/284313/; https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDZfMjJfMTNfMV8xOF8xXzUwNTIx

[৩১] ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সর্বশেষ হালনাগাদ ২৬ আগস্ট ২০১৯, বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/page/fe33307e-b51f-41b0-8586-02d86c1b9086/

পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতার শতভাগ অনুদান সরকার প্রদান করে থাকে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারি অংশীদারিত্ব থাকলেও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব অনেক বেশি এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচ অভ্যন্তরীন উৎস, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের অনুদান হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

২.৪.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কাজ করছে। অধিদপ্তর পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালক দ্বারা যিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাঠ পর্যায় পর্যন্ত যাবতীয় বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তৎকালীন জনশিক্ষা দপ্তরকে পুণর্গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করা। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কার্যালয়সমূহ মাউশি অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সেগুলো হলো, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৩৩৫টি), সরকারি মহাবিদ্যালয় (২৭৪টি-ডিগ্রি কলেজ ৮৯টি, অনার্স কলেজ ১০০টি, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ ৯০টি এবং ৩৩টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ), বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৬১০৯টি), বেসরকারি মহাবিদ্যালয় (২৩৬৩টি), বেসরকারি মাদরাসা (৭৫৯৮টি), সরকারি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট (১৬টি), সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (১৪টি), সরকারি আলিয়া মাদরাসা (৪টি), উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (৫টি), বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (১টি), আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় (৯টি), জেলা শিক্ষা অফিস (৬৪টি), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (৪৮৮টি), থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (২৫টি-প্রকল্পাধীন)।[৩২] ইএমআইএস এর তথ্যানুযায়ী, মাউশি অধিদপ্তরাধীন স্কুল, কলেজ, স্কুল ও কলেজ রয়েছে ২২,০৭৪টি। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৫,৭৪৪টি এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক ২,৬৬,০২৬ জন।[৩৩]

অধিদপ্তরের কার্যাবলী: শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন করা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের সাধারণ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত নীতি প্রণয়নে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সাহায্য করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে তদারকি করা, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদারকি করা, সাধারণ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা, হিসাব সংরক্ষণ এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অধিদপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমন/প্রশিক্ষণের বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের পণ্য, সেবা ও পূর্তকাজের ক্রয় সম্পাদন করা, শিক্ষা সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মের সমন্বয় করা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা, অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, অবসর, বিভাগীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পাদন করা, বেসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীগণের বাজেট তৈরি এবং বেতন-ভাতাদি প্রদানের কার্য সম্পাদন, শিক্ষক ও কর্মচারীগণের পেনশন, আনুতোষিক ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ অনুমোদনের কার্যাদি সম্পন্ন করা, বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও খেলাধুলার আয়োজন, শারীরিক শিক্ষার কারিকুলাম উন্নয়নসহ এ শিক্ষা পরিচালনা করা, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন কোর্স/বিষয় প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সে লক্ষে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা।[৩৪]

কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো: মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীন কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি টিচার ট্রেনিং কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে কলেজ ও প্রশাসন, মাধ্যমিক শাখা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশান, ফিন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে একজন করে পরিচালক। নিম্নে এদের কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।[৩৫]

---

[৩২] ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সর্বশেষ হালনাগাদ ২১ মার্চ ২০১৭। বিস্তারিত, https://shed.portal.gov.bd/site/page/1fcffc09-dab9-427a-b704-98b536ca8948, সর্বশেষ হালনাগাদ ২১ মার্চ ২০১৭, (নভেম্বর ২০২০)।

[৩৩] ওয়েবসাইট ইএমআইএস, http://emis.gov.bd/EMIS/IMS

[৩৪] প্রাগুক্ত।

[৩৫] প্রাগুক্ত।

- **আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস:** মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নয়টি আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। এটি মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক পর্যায়ের তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবর্তিত সরকারি নীতিমালা আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা, মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও অনুমোদন দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সহকারী শিক্ষকদের বদলি, পদোন্নতি, বেতন, প্রশিক্ষণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সংযোগ স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা, বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা গ্রহণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি গঠনে সহায়তা এবং নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করা। প্রতিটি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে সেসিপ এর আওতায় রয়েছে, পরিচালক-কলেজ (১ জন), উপ-পরিচালক (কলেজ ১ জন), সহকারী পরিচালক (২ জন-মাধ্যমিক ও কলেজ), প্রোগ্রামার (১ জন), সহকারী প্রোগ্রামার (১ জন), গবেষণা কর্মকর্তা (৩ জন)।[৩৬]

  আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কার্যালয়ে রয়েছে উপ-পরিচালক (১ জন), প্রোগামার (১ জন), বিদ্যালয় পরিদর্শক (২ জন), সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (২ জন), হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (১ জন), হিসাব রক্ষক (১ জন), সাঁট লিপিকার (১ জন), সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক (২ জন), উচ্চমান সহকারী (১ জন), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিম্নমানসহকারী (৩ জন), হিসাব সহকারী (১ জন), বার্তা বাহক (১ জন), এমএলএসএস (৩ জন), সুইপার/ঝাড়ুদার (১ জন), নৈশ প্রহরী (২ জন), ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (১ জন), গাড়ী চালক (১ জন) যারা রাজস্ব খাতের আওতাভুক্ত।[৩৭]

- **জেলা শিক্ষা অফিস:** জেলা শিক্ষা অফিস প্রধানত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি, প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়ন, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শাখা খোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগে ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন, শিক্ষকদের বিএড, উচ্চতর স্কেল, টাইম স্কেল প্রদানের আবেদন অগ্রায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, তদন্ত কার্য পরিচালনা ও বিদ্যালয়গুলোতে যে কোনো ধরনের বিবাদ মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখা। প্রতিটি জেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্বে রয়েছে একজন জেলা শিক্ষা অফিসার (১ জন, ৫ম গ্রেড), একজন সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার (১ জন), উচ্চমান সহকারী (১ জন), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (১ জন), অফিস সহকারী (১ জন), অফিস সহকারী কাম স্টোর কিপার (১ জন), ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (১ জন), গাড়ি চালক (১ জন), অফিস সহায়ক (৩ জন) যারা রাজস্বখাতভুক্ত।[৩৮] সেসিপের আওতায় প্রতিটি জেলায় রয়েছে সহকারী পরিদর্শক (৪ জন, ৯ম গ্রেড), গবেষণা কর্মকর্তা (১ জন, ৯ম গ্রেড), সহকারী প্রোগ্রামার (১ জন), ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর (১ জন) সহ মোট সাত জন।[৩৯]

- **উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস:** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের প্রধান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। উক্ত অফিস উপজেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।[৪০] যেমন, উপবৃত্তি ও বই বিতরণ করা, একাডেমিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক তালিকা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা, তথ্য হালনাগাদ করা, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে সহায়তা করা, বিভিন্ন জরিপ/শুমারী, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম, তদন্ত, শিক্ষার মান উন্নয়নে যথার্থ মত বিনিময় করা এর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকে। ৪৮৮টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এবং ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (প্রকল্পভিত্তিক, ২০১৪ সালে স্থাপন) নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (১ জন, ৯ম গ্রেড), সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (১ জন, ১০ম গ্রেড) ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার (১ জন-সেসিপ এর আওতায়) রয়েছে। এছাড়াও আছে

---

[৩৬] http://www.dshe.gov.bd/sites/default/files/files/dshe.portal.gov.bd/annual_reports/d2ac9cb4_1ae7_451e_b9cf_146a081f6243/DSHE-AnnualReport-2018-2019.pdf

[৩৭] http://dde.mymensingh.gov.bd/site/page/488c095e-1ea0-11e7-8f57-286ed488c766/

[৩৮] জেলা শিক্ষা অফিসের ওয়েবসাইট, http://dshe.jessore.gov.bd/site/page/66da645c-754d-436d-8760-0e42fb4414de/

[৩৯] প্রাগুক্ত।

[৪০] প্রাগুক্ত।

হিসাব রক্ষক (১ জন, ১৪তম গ্রেড), অফিস সহকারি/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (১ জন, ১৬তম গ্রেড), অফিস সহায়ক/এমএলএসএস (১জন, ২০তম গ্রেড), নাইট গার্ড (১ জন, ২০তম গ্রেড)।[৪১]

পূর্বে শুধুমাত্র জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ছিল। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয় উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে যা ১৯৯৮ সালে সেসিপ প্রকল্পাধীন (পাঁচ বছরের জন্য)। বর্তমান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা পূর্বে উপবৃত্তি কর্মকর্তা পদে কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে মাউশি অধিদপ্তর থেকে তাদেরকে একাডেমিক সুপারভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং উক্ত পদটি 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার' পদে রূপান্তর করা হয় (২০০৫ সালে) এবং তখন থেকেই তারা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে আসছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে ২০০২-২০০৩ সালের দিকে মামলা করা হয় এবং মামলা তাদের পক্ষে যাওয়ায় সকল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রাজস্ব খাতে পদায়ন দেওয়া হয় এবং সকল স্টাফ রাজস্ব খাতভুক্ত করা হয়। তখন থেকে এই দপ্তরের নামকরণ করা হয় 'উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তরের ওপর ভিত্তি করে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একজন প্রধান শিক্ষক, তাঁর সাথে সহকারী প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষক এবং একজন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪২]

- **সরকারি টিচার ট্রেনিং কলেজ (টিটিসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (এইচএসটিটিআই):** মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতামূলক ডিগ্রী প্রদানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় কাজ করছে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে এইচএসটিটিআই গঠন এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- **কলেজ ও প্রশাসন:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অধীন কলেজ ও প্রশাসন বিভাগটি চারটি শাখায় বিভক্ত। ১) সাধারণ প্রশাসন; ২) সরকারি কলেজ; ৩) বেসরকারি কলেজ; এবং ৪) ইএমআইএসসেল। সাধারণ প্রশাসন উপ-বিভাগটি, প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের সাধারণ প্রশাসন এবং কর্মী প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত। এটি অধিদপ্তর, এর অধীনস্ত অফিস এবং সংস্থাগুলোর বাজেট ও অর্থের সাথে সম্পর্কিত। সরকারি কলেজ উপ-বিভাগটি, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদায়ন, বদলি এবং ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তথ্য, ড্যাটা এবং পরিসংখ্যান সরবরাহ করে থাকে। কখনও কখনও এটি মন্ত্রণালয়কে খসড়া নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। বেসরকারি কলেজ উপ-বিভাগটি, বেসরকারি কলেজসমূহের মাসিক বেতন অর্ডার (এমপিও) নিয়ে কাজ করে। এমপিওভুক্তিতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন, পদোন্নতি স্কেল ও টাইম স্কেল প্রদানে কাজ করে থাকে। এছাড়া কলেজ পরিচালনা কমিটি এবং কলেজ নিয়োগ কমিটিতে মহাপরিচালকের প্রতিনিধি নিয়োগে কাজ করে।

  মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরের ব্যবস্থাপনাগত তথ্য ইএমআইএসসেল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। ইএমআইএস সেলের বর্তমান কর্মকাণ্ড হলো, বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাসিক পেমেন্টের ব্যবস্থাপনা করা, ব্যবস্থাপনার জন্য পরিসংখ্যানের সরবরাহ করা, এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের মাসিক পেমেন্টের ব্যবস্থাপনা করা, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, কনফার্মেশন এবং বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের নিয়োগ, অধিদপ্তরের সহায়তা প্রকল্প এবং ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

- **মাধ্যমিক শাখা:** অঞ্চল এবং জেলায় অবস্থিত মাঠ কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত উইং। এই বিভাগটি তিনটি উপ-বিভাগে বিভক্ত। ১) মাধ্যমিক শাখা-১ যা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ২) মাধ্যমিক শাখা-২ যা বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ৩) বিশেষ শিক্ষা শাখা যা ধর্মীয় শিক্ষা; এবং ৪) শারীরিক শিক্ষা বিভাগ যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শারীরিক এবং সহপাঠ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং তদারকি করে থাকে।

[৪১] উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের ওয়েবসাইট, http://dshe.sharsha.jessore.gov.bd/site/page/ff8beaea-5d7a-4298-9fef-c6aefcb2372d/
[৪২] মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, http://www.dshe.gov.bd/site/page/b248fb28-7b6d-48b2-8695-fcc837e12125/

- **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন:** অধিদপ্তরের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য বিবরণী পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা, উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যাবলির অনুমোদন দেওয়া, মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকী এবং মূল্যায়ন দেওয়া, মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এটি দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তুত করে থাকে।

- **প্রশিক্ষণ:** এই বিভাগটি অধিদপ্তরাধীন শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের, সরকারি কলেজের, টিচার ট্রেনিং কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে) কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

- **মনিটরিং এণ্ড ইভালুয়েশান:** মানসম্পন্ন শিক্ষা নির্ভর করে যথাযথ এবং কঠোর তদারকি ও মূল্যায়নের ওপর। ইতোপূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোনো স্থায়ী তদারকি ও মূল্যায়ন অরগান ছিল না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ২০০৮ সালে মনিটরিং ও মূল্যায়ন উইং প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত উইংটি জিওবি এবং আইডিএ অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প যা 'Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP)' নামে পরিচিত। উক্ত প্রকল্পের অধীন শুধুমাত্র ১০৫টি উপজেলায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হতো। পরবর্তীতে এটি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে রাজস্ব খাতে আনা হয় যা মনিটরিং এণ্ড ইভালুয়েশান উইং নামে পরিচিত।

- **ফিন্যান্স এন্ড প্রকিউরমেন্ট:** মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অফিসগুলোর জন্য বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং বিতরণ করে থাকে। অধিদপ্তর এবং এর প্রকল্পসমূহে এবং প্রোগ্রামে যেমন, সেসিপ, সেকোয়েপ ইত্যাদিতে ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় (ইজিপি) বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য প্রকল্পের ক্রয় ইজিপি'র আওতায় আনয়নে কাজ করে থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ):** পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। সরকার ১ জানুয়ারী ১৯৮০ হতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ পে-স্কেল চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে সরকারের শিক্ষা ব্যয় হঠাৎ অনেকগুণ বেড়ে যায়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর শিক্ষক-কর্মচারীদের বিপরীতে বরাদ্দকৃত বিপুল অংকের টাকা সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করা হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সুষ্ঠু তদারকির জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ছিলনা। 'কাজী আনওয়ারুল হক কমিটি' বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য 'পরিদর্শন এবং নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর' নামে একটি পৃথক পরিদপ্তর সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১ অক্টোবর ১৯'৮০ তারিখ হতে 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর' নামে একটি পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।[৪৩] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন ধরনের অডিট হয়ে থাকে। একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক, অপর দুটি হলো, কোম্পানী অডিট ও অভ্যন্তরীণ অডিট।

- **শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রকার পূর্ত কার্য সম্পাদন এবং বিভিন্ন ভবনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এর প্রধান কাজ। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মান, পুণনির্মান, মেরামত ও সংস্কার করা, আসবাবপত্র সবরাহ, মন্ত্রণালয়ধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ ইত্যাদি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারি অনুদানে নির্মিতব্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনাদিও এই অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত হয়।[৪৪]

- **বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস):** বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রচারের একমাত্র সরকারি সংস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১৯৭৬-৭৭ অর্থ-বৎসরে সংস্থাটি কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা খাতে আইসিটি

[৪৩] পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, সর্বশেষ হালনাগাদ ১৭ আগস্ট ২০১৬, http://www.dia.gov.bd/site/page/e1cb5492-8573-43b9-bac6-f354f3b33c25/
[৪৪] শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, সর্বশেষ হালনাগাদ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১, http://www.eedmoe.gov.bd/site/page/f11de05f-2df1-4906-9374-f714a4b330ce/

প্রশিক্ষণ ও আইসিটি শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখছে। ড. মুহাম্মদ কুদরত ই খুদা শিক্ষা কমিশনের ১৯৭৪ সালে প্রণীত সুপারিশের প্রেক্ষিতে পৃথক একটি শিক্ষাতথ্য সংস্থা হিসেবে 'বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৫]

- **জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম):** বাংলাদেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক/কলেজ, মাদ্রাসা, পলিটেকনিকট ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান এই একাডেমির প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এছাড়াও বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। নায়েম ২৩ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে, বুনিয়াদি ও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, আইসিটি, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স ইত্যাদি।[৪৬] নায়েম এস.এস.সি.এম, এ.সি.ই.এম, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্স, আইসিটি, শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোর্স, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কোর্সের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রকাশ করে থাকে।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড:** শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নিজেই এর নির্বাহী সংস্থা। শিক্ষাবোর্ড (৯টি) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি নবায়ন করা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ পরিদর্শন করা, শিক্ষক এবং স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্ণিং বডির মধ্যে কোনো প্রকার বিবাদ দেখা দিলে তার মধ্যস্থতা করা অথবা মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও বিদ্যালয়/কলেজ পরিবর্তনের জন্য নীতিমালা নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদান, নবম ও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে নিবন্ধীকরণ, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র, সনদপত্র প্রদান, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মতামত/পরমর্শ প্রদান করে থাকে।

- **বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ-Non-Government Teachers Registration and Certification Authority):** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ প্রার্থী নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ২০০৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। এনটিআরসিএ পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বেসরকারি মাধ্যমিক ও ডিগ্রি, উচ্চতর ডিগ্রি পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষক নির্বাচন করে থাকে।[৪৭]

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড:** বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন এমপিওভুক্তি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম এই বোর্ডের আওতাভুক্ত। ২০০২ সালের শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইনের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড গঠন হয়। এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসরকালীন সময়ের সুবিধা প্রদানে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন হতে ছয় শতাংশ চাঁদা কর্তন ও সরকারের এককালীন অনুদানের মাধ্যমে উক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়।[৪৮]

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট:** ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল এবং শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন হতে কর্তনকৃত চাঁদার মাধ্যমে কল্যাণের টাকা প্রদান করা হয়। কল্যাণ সুবিধার টাকা সহজে পাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগীতায় এক্সেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের মাধ্যমে কল্যাণ ট্রাস্টকে ডিজিটালাইজড করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ অনলাইনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কম্পিউটারে আবেদন করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে বসে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য টাকা পেয়ে যায়।[৪৯]

---

[৪৫] http://www.banbeis.gov.bd/

[৪৬] বিস্তারিত, http://www.naem.gov.bd/site/page/f6e5ac38-1104-477f-84d4-68159b7f7225/-

[৪৭] ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, সর্বশেষ হালনাগাদ ৫ আগস্ট ২০১৯, বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/ (অক্টোবর ২০২০)।

[৪৮] ওয়েবসাইট, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, বিস্তারিত, http://www.terbb.gov.bd/ (অক্টোবর ২০২০)।

[৪৯] ওয়েবসাইট, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, বিস্তারিত, http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=422

চিত্র ১.১: মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন বাস্তবায়নকারী ও সহযোগী সংস্থা

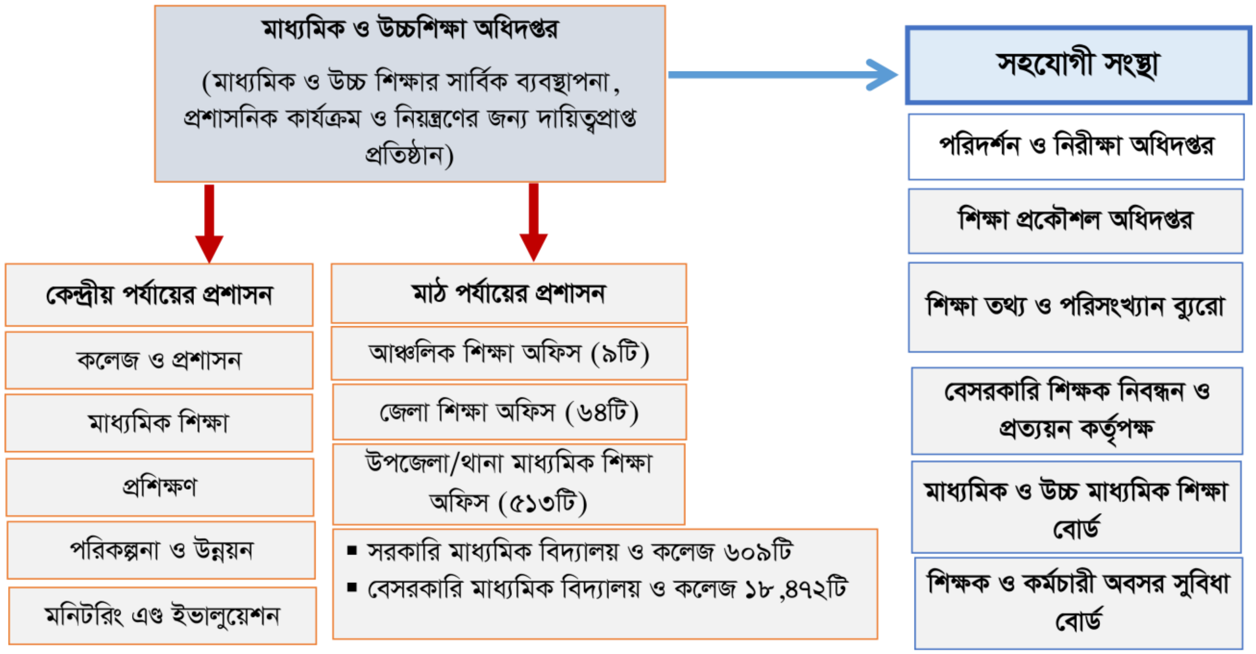

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)(২য় সংশোধিত)[৫০], তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প[৫১], ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন[৫২], শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প[৫৩], ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসএবিলিটি (এনএএএনডি)[৫৪], সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ[৫৫], সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন[৫৬], আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়) প্রকল্প[৫৭], ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন[৫৮], জেনারেশন ব্রেকথ্রো (পর্যায়-২)-কারিগরি সহায়তা প্রকল্প[৫৯]।

২.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.৫.১ আর্থিক

শিক্ষা খাতে সার্বিক বরাদ্দ: শিক্ষা খাতে একটি দেশের জিডিপির ছয় শতাংশ অথবা জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো।[৬০] আন্তর্জাতি মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে জিডিপি'র সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম যা দুই শতাংশ থেকে প্রায় তিন শতাংশ।[৬১] অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো (ভুটান, নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা) শিক্ষাখাতে জিডিপির প্রায় তিন শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে

[৫০] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এবং এর প্রাক্কলন ব্যয় ৩৮২৬৯২.৪৭ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/page/c162ca5f-3e6e-48b1-bab2-da504412ddba/
[৫১] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জুলাই ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং এর প্রাক্কলন ব্যয় ৫৫৪৭৭৪.৩০ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫২] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, ১ অক্টোবর ২০১৮ হতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ৪৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৩] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, আগস্ট ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ১৬৯০৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৪] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ৩৫০০৫.৭৭ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৫] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ২৫১১৫১.৩৪ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৬] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ৩২৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৭] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ১৩৫৩০০.০০ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৮] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলন ব্যয় ৬৭৩৪৬.৪৬ লক্ষ টাকা। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৫৯] প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। বিস্তারিত, প্রাগুক্ত।
[৬০] দৈনিক শিক্ষা, 'শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত মোট বাজেটের ২০ শতাংশ', ২০ জুন ২০১৯।
[৬১] ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এটি ২.৮২%, ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৩.০৪%, ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে ৩.০৩%, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ২.০৯%, ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে ২.০৮%, ব্যানবেইজ ওয়েবসাইট, অধ্যায়-৯।

থাকে।[৬২] বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বিগত দশ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। এটি জাতীয় বাজেটের ১০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ এর মধ্যে রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৭১ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের মাত্র ১১.৯২%। জাতীয় আয়ের (জিডিপি) হিসেবে তা ২.০৮ শতাংশ।[৬৩]

সারণি ২.১: শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেট (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	জাতীয় বাজেট	শিক্ষা বাজেট	জাতীয় বাজেটের (%)
২০২০-২০২১	৫৬৮,০০০	৬৬,৪০১	১১.৬৯
২০১৯-২০২০	৫০১,৫৭৭	৬১,১১৮	১১.৬৮
২০১৮-২০১৯	৪৬৪,৫৭৩	৫৩,৫৪৯	১১.৫৩
২০১৭-২০১৮	৪০০,২৬৬	৫০,৪৪০	১২.৬০
২০১৬-২০১৭	৩৪০,৬০৪	৪৯,০১৯	১৪.৩৯
২০১৫-২০১৬	২৯৫,১০০	৩১,৬১৮	১০.৭১
২০১৪-২০১৫	২৫০,৫০৬	২৯,২১৩	১১.৬৬
২০১৩-২০১৪	২২২,৪৯১	২৫,০৯৩	১১.২৮
২০১২-২০১৩	১৯১,৭৩৮	২১,৪০৮	১১.১৭
২০১১-২০১২	১৬৩,৫৮৯	১৯,৮০৬	১২.১১

উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বাজেটে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২৪ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (৩৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা) এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (৮ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা) নিয়ে মোট ৬৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যা জাতীয় বাজেটের ১১.৬৯ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের বাজেটে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (২৪ হাজার ৪০ কোটি টাকা), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় (২৯ হাজার ৬২৪ কেটি টাকা) এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে (৭ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা) নিয়ে মোট ৬১ হাজার ১১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যা জাতীয় বাজেটের ১১.৬৮ শতাংশ।[৬৪]

তবে বিগত দুই অর্থ-বছরে (২০২০-২০২১ ও ২০১৯-২০২০) শিক্ষাখাতের বাজেটে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করায় সার্বিকভাবে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ আপাতদৃষ্টিতে বৃদ্ধি পায়। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ) মিলিয়ে ৮৫,৭৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যা জাতীয় বাজেটের ১৫.১০ শতাংশ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি মিলিয়ে ৭৭ হাজার ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যা জাতীয় বাজেটের ১৪.৭২ শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ৮৫,৭৬০ কোটি টাকার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ১৭ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬৫]

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ: জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিগত পাঁচ অর্থ-বছরের বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, টাকার অঙ্কে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতকরা হিসেবে এটি গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দ্রুত অবসরভাতা প্রদান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

[৬২] ভুটান ৬.০৬% (২০১৮), নেপাল ৫.২% (২০১৮), আফগানিস্তান ৪.১% (২০১৭), মালদ্বীপ ৪.১% (২০১৬), ভারত ৩.০% (২০১৯), পাকিস্তান ২.৯% (২০১৭), শ্রীলংকা ২.৮% (২০১৭); বিস্তারিত, শা. ইরশাদ, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২৪ জুন ২০২০, https://www.banglanews24.com/education/news/bd/796108.details

[৬৩] কে এম এনামুল হক, বাংলা ট্রিবিউন, ৬ জুন ২০২১, https://www.banglatribune.com/684185/

[৬৪] বাংলা ট্রিবিউন, ১১ জুন ২০২০, https://www.banglatribune.com/627569/, https://www.banglatribune.com/627759/; https://bangla.bdnews24.com/economy/article1768732.bdnews; https://www.banglatribune.com/columns/opinion/627759/

[৬৫] প্রাগুক্ত।

সারণি ২.২: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ)

অর্থ-বছর	জাতীয় বাজেট	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট বরাদ্দ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)	জাতীয় বাজেটের (%)
২০১৭-২০১৮	৩৭১৪৯৫	২১৫২৫.৩৬৮০	৫.৭৯
২০১৮-২০১৯	৪৪২৫৪১	২৫৮৬৮.২২৮৭	৫.৮৫
২০১৯-২০২০	৫০১৫৭৭	২৮৪০১.২৭	৫.৬৬
২০২০-২০২১	৫৬৮০০০	৩৩১১৯.৭০	৫.৮৩
২০২১-২০২২	৬০৩৬৮১	৩৬৪৮৭.২৪	৬.৫০

সূত্র: ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সর্বশেষ হালনাগাদ ২২ আগস্ট ২০২১

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা: ১৯৮০ সালে সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ প্রদান করতো। বর্তমানে এমপিওভুক্ত একজন শিক্ষক ও কর্মচারী সরকার প্রদত্ত মূল বেতনের শতভাগ বেতন প্রদান (২০১৫ সালের অষ্টম বেতন কাঠামোতে), বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট, অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা পেয়ে থাকে।

- **সরকার প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়:** এমপিওভুক্ত একজন শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য সরকার প্রদত্ত বাড়ী ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে পদমর্যাদা এবং স্কেল অনুযায়ী বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা নির্ধারণ করা হয়নি। ঈদ বোনাস হিসেবে দুটি উৎসব ভাতা দেওয়া হয় যা শিক্ষকের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ এবং কর্মচারীর ক্ষেত্রে মূল বেতনের ৫০ শতাংশ। ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীরা উক্ত হারে সুবিধাটি পেয়ে থাকলেও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অদ্যাবধি তা আর বাড়ানো হয়নি। উৎসব ভাতা মূল বেতনের ২৫ শতাংশ যা চার হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকায় দাড়ায়। উক্ত টাকায় পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ভালোভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করা খুবই কঠিন। তাছাড়া বিগত ১৬ বছরে ঈদুল আযহায় কুরবানির পশুর দামও বৃদ্ধি পেয়েছে।

  এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা ২০১৫ সালের অষ্টম বেতন কাঠামো অনুযায়ী মূল বেতনের শতভাগ বেতন পেলেও ইনক্রিমেন্ট ও বৈশাখী ভাতা থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকার অষ্টম বেতন কাঠামোর আওতায় শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট ও বৈশাখী ভাতা (মূল বেতনের ২০ শতাংশ) চালু করে। বেসরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ তিন বছর পর ১ জুলাই ২০১৮ থেকে সরকার এমপিওভুক্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট (বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি) এবং ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা প্রদান করছে।[৬৬]

  অবসর ভাতা প্রদানে তহবিলের অপর্যাপ্ততা: এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর পরবর্তী দুই ধরনের আর্থিক সুবিধা পেয়ে থকে। একটি হলো, অবসর ভাতা এবং অন্যটি কল্যাণ ট্রাস্ট সুবিধা। অবসর ও কল্যাণ সুবিধা দেওয়া হয় শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে কর্তনকৃত চাঁদা এবং সরকার প্রদত্ত অনুদানের অর্থ থেকে। যেহেতু শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি কার্যক্রম শুরু হয় জুলাই ১৯৮৪ হতে, অবসর সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহিত হয় তখন থেকে। অবসর সুবিধা আইন ২০০২ সালে সংসদে পাশ হয় এবং ২০০৫ সালে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে অবসর সুবিধা প্রদানে শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন হতে চাঁদা কর্তন করা হবে। তাদের বেতন হতে ৬ শতাংশ চাঁদা (অবসর ৪% এবং কল্যাণ ২%) কর্তন করা হয় যা ২০১৯ সালের এপ্রিল/মে মাস হতে ১০ শতাংশ (অবসর ৬% এবং কল্যাণে ৪%) কর্তন করা হয়। অবসর সুবিধা প্রদানে সর্বপ্রথম সরকার কর্তৃক ২০০ কোটি টাকার সিড মানি দিয়ে একটি তহবিল গঠন করা হয়।

  পেনশন সুবিধা না থাকায় এতে তারা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় যেমন থাকে, তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় আবেদন পরবর্তী এককালীন অবসর ভাতা পেতে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় যা সকল সময়ে তাদেরকে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। এমপিওভুক্তদের সরকারি অনুদান থেকে একটি অংশ কেটে রাখা হলেও অবসর পরবর্তী তা পেতে দীর্ঘ সময় লাগছে। পূর্বে

[৬৬] https://www.dainikshiksha.com/153382/, ১৩ নভেম্বর ২০১৮।

একজন শিক্ষককে অবসর ভাতা পেতে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর, আবার কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। বর্তমানে আবেদন করার পর (১৮ জুন ২০১৯ তারিখে যদি কেউ অবসর ভাতার জন্য আবেদন করে) তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষক ২০১৩ সালে অবসরে গিয়েছে এবং তিনি টাকা পেয়েছেন ২০১৭ সালে। আবার যিনি ২০১৫ সালে অবসরে গিয়েছেন তিনি মার্চ, ২০১৯ সালে কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা পেয়েছেন, ভবিষ্যত তহবিলের টাকা অদ্যাবধি পাননি। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে যে শিক্ষক অবসরে গেছেন তিনি ২০১৮ এর ডিসেম্বর মাসে কল্যাণ তহবিলের টাকা পেয়েছেন, ভবিষ্যৎ তহবিলের টাকা অদ্যাবধি পাননি, ফিজিক্সের শিক্ষক ২০১৬ সালে অবসরে গেলেও ১৯ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত কোনো সুবিধাই পাননি।

শিক্ষক ও কর্মচারীর বেতন থেকে অতিরিক্ত চাঁদা কর্তনের পরও (এপ্রিল ২০১৯ থেকে) অবসর তহবিলের ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না। কারণ, সরকার প্রদত্ত ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট প্রদান এবং উক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘাটতি পুরণে যে সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল তা পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে ৭ম পে-স্কেল ঘোষণায় সকলের বেতন দ্বিগুণ হয়, ২০১৫ সালে ৮ম পে-স্কেল ঘোষণায় সকলের বেতন আবার দ্বিগুণ হওয়ায় অবসর সুবিধা তহবিলের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। একজন শিক্ষক ও কর্মচারীর অবসর সুবিধা দেওয়া হয় ইনক্রিমেন্ট স্কেলে সর্বশেষ বেতনের উপর। জানা যায়, প্রতি প্রতিবছর তহবিলের ঘাটতি ২৪০ কোটি টাকা।[৬৭]

মাল্টিমিডিয়াতে ক্লাশ পরিচালনায় সকল শিক্ষককে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এবং উক্ত প্রশিক্ষণটি পরবর্তীতে রিফ্রেশার ট্রেইনিং এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের নিয়ম থাকলেও এর জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ না থাকায় তা চালু রাখা সম্ভব হয় না। এতে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়নে ঘাটতি থেকে যায়।

২.৫.২ জনবল

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস: শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা। অবসর, মৃত্যু এবং পদত্যাগের কারণে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে শূন্য পদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ পদ প্রকল্পভুক্ত এবং ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়নে একদিকে যেমন বিভাগীয় কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে অন্যদিকে যথাযথ পরিদর্শনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। লোকবল ঘাটতিতে শিক্ষা অফিসগুলোতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো তথ্য চেয়ে পাঠালে তা সরবরাহে বিলম্ব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু তদারকি ও তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যাপ্ত পরিদর্শন ও তদারকি যথাযথভাবে করা হয় না।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে অনুমোদিত পদগুলোর সকলক্ষেত্রে কর্মরত জনবল নেই। কোনো ক্ষেত্রে একটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং একাডেমিক সুপারভাইজার দুটি পদই শূন্য রয়েছে। অনেক উপজেলাতে আবার হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী ও নৈশ প্রহরী তিনটি পদই শূন্য রয়েছে। সারা বাংলাদেশে ৪৮৮টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এবং সেসিপ এর আওতায় স্থাপিত ২৫টি থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসহ (ঢাকায় ১৬টি, চট্টগ্রামে পাঁচটি, খুলনায় দুটি, রাজশাহীতে দুটি) মোট ৫১৩টি শিক্ষা অফিস নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় শিক্ষা প্রশাসনের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৬১টি পদ এবং সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৩২৮টি পদ (মোট ৩৮৯টি পদের) শূন্য রয়েছে।[৬৮] উপজেলা একডেমিক সুপারভাইজারের অনুমোদিত ৫১৩টি পদের মধ্যে (ঢাকা মহানগরে ২৫ জন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৯ জন) শূন্য পদ রয়েছে ১৪টিতে।[৬৯] উক্ত পদটি ২০১২ সাল থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

জেলা শিক্ষা অফিস: ৬৪টি জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষক থেকে পদায়ন দেওয়া হয় এবং বাকী পদগুলো প্রকল্পভিত্তিক। এক তৃতীয়াংশের বেশি জেলায় (২৪টি জেলায়) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে শূন্যতা রয়েছে।[৭০] কোথাও কোথাও জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ খালি থাকায় সহকারী

৬৭ দৈনিক শিক্ষা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর তথ্যানুযায়ী।

[৬৮] মো. বজলুর রহমান আনছারী, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জুন ২০১৩, বিস্তারিত, https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDZfMjJfMTNfMV8xOF8xXzUwNTIx

[৬৯] প্রকল্প কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী, অক্টোবর ২০১৯।

[৭০] সাব্বির নেওয়াজ, সমকাল, ২১ নভেম্বর ২০২০, https://www.samakal.com/bangladesh/article/201144015/

প্রধান শিক্ষককে জেলা শিক্ষা অফিসারের চলতি দায়িত্ব প্রদান অথবা কোথাও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদে পদায়ন দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলার চিত্র একই রকম।

সারণি ২.৩: অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য জনবল

পদবী	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য (%)
উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৫১৩	৪৫২	৬১ (১২.০)
সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	৫১৩	১৮৫	৩২৮ (৬৪.০)
একাডেমিক সুপারভাইজার	৫১৩	৪৯৯	১৪ (৩.০)
সহকারী পরিদর্শক (জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	২৮৩	২৫৩	৩০ (১১.০)
সহকারী প্রোগ্রামার (জেলা ও পরিচালকের কার্যালয়-অঞ্চল সহ)	৭৪	৫৬	১৮ (২৪.০)
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	৬৪	৪০	২৪ (৩৮.০)
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর	১৩০	৫৫	৭৫ (৫৮.০)
অডিটরসহ শিক্ষা পরিদর্শক	২৮	২০	৮ (২৯.০)

জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ সহকারী পরিদর্শকের অনুমোদিত (২৮৩) পদের বিপরীতে শূন্য পদ ৩০টি। প্রতিটি জেলা শিক্ষা অফিসে সহকারী পরিদর্শক রয়েছে ৪ জন। হিসাব অনুযায়ী মোট ২৫৬ জন সহকারী পরিদর্শক রয়েছে। ৯টি শিক্ষা অঞ্চলে তিনটি করে সহকারী পরিদর্শকের পদ রয়েছে। হিসাব অনুযায়ী ৯টি অঞ্চলে মোট ২৭ জন সহকারী পরিদর্শক রয়েছে।

৯টি শিক্ষা অঞ্চলের উপ-পরিচালক পদটি ভারপ্রাপ্ত। জেলা শিক্ষা অফিসারদের উপ-পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য থাকায় পদায়নকৃত জেলা শিক্ষা অফিসারা এসকল পদে দায়িত্ব পালন করছে। অনেক জেলায় আবার পদায়নকৃত জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের মূল দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের জনবল: প্রতি বছর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করার কথা বলা হলেও উক্ত অধিদপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় এটি নিয়মিত করা হয় না। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে এবং ১৩০ জনবল নিয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে, পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি পেলেও এর জনবল বৃদ্ধি পায়নি। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবলের বিপরীতে অনেকগুলো পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে ১৩০ জনবলের বিপরীতে কর্মরত রয়েছে ৫৫টি পদে, শূন্যপদ রয়েছে ৭৫টি। সারা বাংলাদেশে পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা রয়েছে ৩৫ জন (এরমধ্যে শিক্ষা পরিদর্শক ১২ জন, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক ১২ জন, অডিটর চার জন, সিএজি'র উপ-পরিচালক চার জন, সহকারী পরিচালক একজন, যুগ্ম পরিচালক একজন এবং পরিচালক একজন)। অডিটরসহ শিক্ষা পরিদর্শক আছে ২৮ জন; যারমধ্যে শূন্য রয়েছে আট জন।[৭১]

মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশান উইং এর জনবল: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে বর্তমানে এই উইংয়ে কাজের পরিধি বেশি, কিন্তু এর বিপরীতে জনবল কম। উইংটি রাজস্ব খাতে আসায় সারা বাংলাদেশের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হচ্ছে। জনবল কম থাকায় উক্ত উইং এর কাজ দ্রুতগতিতে করা সম্ভব হয় না। মাত্র ছয় জন কর্মকর্তা নিয়ে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন উইং রাজস্বখাতে যাত্রা শুরু করে। এদের মধ্যে পরিচালক একজন, উপ-পরিচালক একজন, সহকারী পরিচালক দুইজন, মনিটরিং অফিসার দুইজন। ২৬০০০ প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং -এ মনিটরিং অফিসার রয়েছে মাত্র দুইজন।[৭২]

সারা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় তদারকি করা (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নৈতিক বাক্য পাঠ করা, কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিতি), সেমি-এনুয়াল প্রতিবেদন তৈরি করা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর তদারকি করা প্রভৃতি কাজগুলো করার মতো পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় উক্ত উইং এর পক্ষে সারা বাংলাদেশ তদারকি করা সম্ভব হয় না।

[৭১] পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তার ৪ঠা জুলাই ২০১৯ তারিখে দেওয়া তথ্যানুযায়ী।
[৭২] মনিটরিং এণ্ড ইভালুয়েশন উইং এর উর্ধতন কর্মকর্তার ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জনবল: মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ইউনিট প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা, প্রকল্পের কার্যাবলির অনুমোদন, মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি এবং মূল্যায়ন করে থাকে। মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং জনবলের সংকটের কারণে সকল প্রকল্পের তদারকি ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করতে পারে না।[৭৩]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনবল: নতুন জাতীয়করণ নিয়ে দেশে সরকারি হাইস্কুল ৬৭৪টি। এসকল প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের (গ্রেড ৬) ৭৬ শতাংশ পদ শূন্য। আর সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ১০ হাজার ৯০৪ জন, এরমধ্যে ২০ শতাংশের বেশি পদ শূন্য। ইতোমধ্যে সরকারি কর্ম-কমিশন (পিএসসি) প্রায় দুই হাজার ১৫৫ জনকে বাছাই করে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করেছে।[৭৪] কোথাও প্রধান শিক্ষক না থাকায় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সহকারী প্রধান শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২.৫.৩ নিয়োগ ও পদায়ন

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়ায়, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে পদায়ন দেওয়া যাচ্ছে না এবং শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মাধ্যমিকে উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক অফিসগুলোতে প্রকল্পাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন দেওয়া হয় এবং মাধ্যমিকের প্রায় ৯৫ শতাংশ কর্মকর্তা সেসিপ প্রকল্পাধীন।[৭৫] অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলোতে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও তদারকি কার্যক্রমে বিসিএস ক্যাডার হতে পদায়ন দেওয়া হয়।

- ২০০৬ সালের ৬ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-র ৯৩তম সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস স্থাপন ও তার জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরে ছয় জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সম্বলিত জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়। একই বছরের ২২ জুন নিকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নিকার শাখা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস স্থাপন ও তার জনবল রাস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদন করে এক আদেশ জারি করা হয়। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের 'গেজেটেড অফিসার ও নন গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা-২০০৬' নামে একটি খসড়া নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে। খসড়া নিয়োগবিধি করা হলেও রাজস্বখাতে স্থানান্তরে পদসমূহের স্কেল নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখে সম্পূর্ণ নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।[৭৬] অদ্যাবধি চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়ায় দীর্ঘদিন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বা সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ/পদায়ন দেওয়া যাচ্ছে না।

- সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে কর্মকর্তারা ২০১৮ সালে এ পদে পদোন্নতি পায় এবং উক্ত পদে চার বছরের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় তাদের পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছে না এবং শূন্যপদগুলো পূরণ হচ্ছে না। নিয়োগবিধি অনুসারে জেলা শিক্ষা অফিসার পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষার মাধ্যমে ২০ শতাংশ এবং সহকারী শিক্ষা অফিসারের মধ্য থেকে ৮০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। পিএসসির মাধ্যমে ২০ শতাংশ পদ পূরণ করা থাকলেও ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় সরাসরি পদোন্নতির মাধ্যমে ৮০ শতাংশ পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।

- সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকটের কারণ হলো, পাঠ্যসূচিতে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া। ২০১২ সাল থেকে কারিকুলাম পরিবর্তনে মাধ্যমিক স্তরে চারটি নতুন বিষয় (যেমন, তথ্য প্রযুক্তি-আইসিটি, কর্মমুখী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কলা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তিসহ নতুন চালু করা বিষয়ে শিক্ষকের পদ নেই। সরকার ২০১৩ সালে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক আইসিটি শিক্ষা চালু করে। সরকার কর্তৃক ঘোষণার পাঁচ বছর পর 'বেসরকারি (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮' তে বেসরকারি প্রতিটি কলেজে একজন করে আইসিটি (প্রভাষক) পদটি যুক্ত করা হয়। সংশোধিত এমপিও নীতিমালায় আইসিটি পদ সৃষ্টি করা হলেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি পদে অদ্যাবধি নিয়োগ দেওয়া কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।[৭৭] এখন পর্যন্ত মাত্র সাত শতাংশ (মোট ৪৬৫ জন) বেসরকারি কলেজে বিশেষায়িত

---

[৭৩] পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তার ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

[৭৪] মো. আহমেদ, 'নানামুখী ঘাটতিতে ভুগছে মাধ্যমিক শিক্ষা', দৈনিক প্রথম আলো, ১২ মার্চ ২০২১; দৈনিক শিক্ষা, 'লেখাপড়া বিঘ্নিত শিক্ষক সংকটে', ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত, https://www.dainikshiksha.com/১৭৭২৯২/

[৭৫] সেসিপ প্রকল্পের প্রকল্প কর্মরতার ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

[৭৬] বিস্তারিত, https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDZfMjJfMTNfMV8xOF8xXzUwNTIx; https://www.banglatribune.com/others/news/284313/, https://www.amarsangbad.com/special/66977/

[৭৭] মুসতাক আহমদ, 'লেখাপড়া বিঘ্নিত শিক্ষক সংকটে', ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯, বিস্তারিত, https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/258857/(ডিসেম্বর ২০২০)।

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারি কলেজে এ বিষয়ে পদ তৈরিতে ঘোষণা পরবর্তী প্রথম দু'বছর অতিবাহিত হয়।[৭৮] আইসিটি শিক্ষা চালু করা হলেও আইসিটি শিক্ষক না থাকায় অন্য বিষয়ের শিক্ষকরা কম্পিউটারের ওপর সাধারণ ধারণা নিয়ে পড়াচ্ছে। এতে পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের অভাবে যথাযথভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শেখার ক্ষেত্রে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- এছাড়া জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিও ঘোষণা হলে সরকারি নির্দেশনায় সকল নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষকরা অবসরে গেলেও শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ করে পুরাতন কলেজগুলোর ক্ষেত্রে। এতে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পাঠদান ব্যহত হচ্ছে। যেমন, একজন ফিজিক্স এর শিক্ষক যিনি প্রতিষ্ঠানের জিও ঘোষণার পর অবসরে যান। একইভাবে ইংরেজির দু'জন শিক্ষক, একাউন্টিং এর একজন সিনিয়র শিক্ষক, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস এর শিক্ষক জিও ঘোষণার পর অবসরে গেলে সেই পদে কোনো শিক্ষক নিয়োগ/পদায়ন করা যায়নি।

২.৫.৪ পদোন্নতি/উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তি

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি

এমপিওভুক্ত প্রভাষক: এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ (গ্রেড ৯) চাকুরি জীবনে একটি মাত্র পদে পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে যা প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে (গ্রেড ৬)। সংশোধিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/স্কুল অ্যান্ড কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে আট বছর সন্তোষজনক চাকুরি পূর্তিতে প্যাটার্ণভুক্ত প্রভাষক জ্যেষ্ঠ প্রভাষকের মোট পদের ৫০% নির্ধারিত বিভিন্ন সূচকে মোট ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে 'জ্যেষ্ঠ প্রভাষক' পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখা হয়েছে, এক্ষেত্রে 'সহকারী অধ্যাপক' পদটি আর থাকছে না।[৭৯]

এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ প্রভাষক পদে আট বছর পূর্তিতে ৫:২ অনুপাতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ৫:২ অনুপাতে একটি কলেজে একটি বিষয়ে সাত জন প্রভাষক থাকলে জ্যেষ্ঠ দু'জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। অনুপাতের কারণে একই যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রভাষকগণ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পদোন্নতি প্রাপ্ত দু'জন শিক্ষকের অবসরে না যাওয়া পর্যন্ত পদোন্নতি বঞ্চিতদের পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ নেই, প্রভাষক পদে থেকেই অবসর গ্রহণ করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন পদোন্নতি না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, পাঠদানে উৎসাহ হ্রাস পায়, মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পাঠদানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণের চাকুরির অভিজ্ঞতা ও বেতন গ্রেড সুবিধা সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন এবং জনবল কাঠামো ২০১০ নির্দেশিকা) পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণ চাকুরির অভিজ্ঞতা আট বছর পূর্তিতে একটি উচ্চতর গ্রেড পেতেন। জনবল কাঠামো ২০১৮ তে পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণের গ্রেড প্রাপ্তিতে চাকুরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে যা পূর্বের তুলনায় দুই বছর অধিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেতন গ্রেডের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে নবম থেকে সপ্তম গ্রেডের পরিবর্তে নবম থেকে অষ্টম গ্রেড করা হয়েছে।

এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষক: এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষকদের এমপিওপ্রাপ্তি থেকে জ্যেষ্ঠতা, একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল, ক্লাশে মোট উপস্থিতি, এমপিওভুক্তির পর থেকে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য/বিভাগীয় মামলা, ভার্চুয়াল ক্লাশ নেওয়ার দক্ষতা, উচ্চতর ডিগ্রি, গবেষণা কর্ম/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদশূন্যতার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুনভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক থেকে (গ্রেড ১১) সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে (গ্রেড ৮) এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ থেকে প্রধান শিক্ষক পদে (গ্রেড ৭) যেতে পারে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের গ্রেড ৮।

---

[৭৮] মি.উদ্দিন, দৈনিক প্রথম আলো, 'আইসিটি শিক্ষায় আছে শিক্ষক নেই', ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (৩০ জানুয়ারি ২০২০)।

[৭৯] ২৮ মার্চ ২০২১।
http://shed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/shed.portal.gov.bd/moedu_policy/8f54dab1_4744_42f0_8061_519551fee6eb/121.1_compressed.pdf (এপ্রিল ২০২১)।

সহকারী শিক্ষক থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ কম থাকা এবং দ্রুত পদ খালি না হওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষক পদোন্নতি বঞ্চিত থাকে এবং সহকারী শিক্ষক থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে।

সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক: সরকারী কলেজে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়া হয়, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান করা হয় না। বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি দেওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত পদ না থাকায় এবং বিদ্যমান পদ দ্রুত খালি না হওয়ায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাচ অনুযায়ী সকল শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ থাকে না। একই ব্যাচে যোগদান করে কেউ সহযোগী অধ্যাপক আবার কেউ সহকারী অধ্যাপক। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞান বিষয়ের পদ সংখ্যা কম থাকায় উক্ত বিষয়ে নিয়োগকৃত প্রভাষকের পদোন্নতি হয় ২০১৮ সালে, অথচ একই ব্যাচে বাংলা বিষয়ে নিয়োগকৃত প্রভাষকের পদোন্নতি হয় ২০১৫ সালে। এতে দেখা যায়, ২৫ বছর ধরে চাকুরি করছে অথচ সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

তাছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় তিন বছর ধরে সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে, সর্বশেষ পদোন্নতি প্রদান করা হয় অক্টোবর ২০১৮ তারিখে। পদোন্নতির দীর্ঘসূত্রতায় প্রায় ৭০০ সহযোগী অধ্যাপক পদোন্নতি না পেয়েই অবসরে গিয়েছে।[৮০] অন্যদিকে, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা পঞ্চম গ্রেড থেকে পদোন্নতি পেয়ে তৃতীয় গ্রেডে গেলেও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে চতুর্থ গ্রেডে যেতে পারে। যার কারণে শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতির গতি অত্যন্ত ধীর। সরকারি কলেজের প্রভাষক হতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিতে পাঁচ বছর, সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক পদে দুই বছর এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পদে তিন বছর চাকুরির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

বিসিএস নন-ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক: বিসিএস পরীক্ষায় যারা ক্যাডার পাচ্ছে না, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের একাংশকে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ কম থাকায় এবং দ্রুত পদ খালি না হওয়ায় সহকারী শিক্ষকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষক থেকে অবসরে যেতে হয়।[৮১] উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে (চাকুরির ২৫তম বছর) উক্ত পদেই শিক্ষকতা করছে। আবার, সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৮৪ সালে যোগদান করে পদোন্নতি পায় ২০১৭ সালে এবং অবসরে যায় ২০১৯ এর শুরুতে।

তবে ২০১৫ সালে সহকারী শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যবর্তী 'সিনিয়র সহকারী শিক্ষক' পদ সৃজন করা হলেও অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর পর ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫৪৫২ শিক্ষককে 'সহকারী শিক্ষক' (১০ম গ্রেড, দ্বিতীয় শ্রেণি) থেকে 'সিনিয়র সহকারী শিক্ষক' (৯ম গ্রেড, প্রথম শ্রেণি-নন ক্যাডার) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।[৮২] ২০১৩ সালে সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটভুক্ত করা হয়।

জেলা শিক্ষা অফিসারদের পদোন্নতি: জেলা শিক্ষা অফিসারদের মূলত সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা অফিসারদের উপ-পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়ন দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন স্থায়ী পদোন্নতি না থাকায় তাদের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় স্বতস্ফূর্ততা তৈরি হয় না।

২.৫.৫ প্রশিক্ষণ

শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ: শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে যা শিক্ষকদের দক্ষতা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ১২ দিনের আইসিটি বিষয়ে বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণ, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ওপর

[৮০] দৈনিক শিক্ষা, ১২ জুলাই ২০২০।

[৮১] ১৯৯১ সালের ২৫মে আগে যোগদান করা শিক্ষকরা নিয়োগের ২৭ বছর পর ৪২০ জন সহকারী জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্য হতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়; এদের মধ্যে ৩৭১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে এবং ৫২ জন সহকারী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; বিস্তারিত, https://www.jagonews24.com/national/news/451531, তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮।

[৮২] ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, http://www.shed.gov.bd/site/view/notices

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানকে ছয় দিনের আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং শ্রেণি শিক্ষককে ছয়দিনের ইন-হাউজ (আইসিটি কনটেন্ট ও মাল্টিমিটিয়া ক্লাশরুম পরিচালনা) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাশ পরিচালনায় ছয় দিনের আইসিটি প্রশিক্ষণে পাঠদান কনটেন্ট তৈরি করা, ফোল্ডার ও ফাইল তৈরি করা, এমএসপাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করা, স্লাইডে ভিডিও ক্লিপের ব্যবহার, ভিডিও সংগ্রহ, বাংলা টাইপ অনুশীলন, মডেম ইনস্টলেশন, ইন্টারনেট, ইমেইল ইত্যাদি শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণগুলো একদিকে যেমন শিক্ষকদের আইসিটির সাথে সম্পৃক্ততায় জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সাহায্য করবে তেমনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান পদ্ধতিও আনন্দদায়ক হবে।

জানা যায়, শিক্ষকদের ১২ দিনের বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণ (বিটিটি) দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছে ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণটি শিখতে পারছে না। প্রশিক্ষণের শেষ দিন শুধুমাত্র একজন বা দু'জন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে প্রশিক্ষণটি পুনরাবৃত্তি করানো হয়। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাশ পরিচালনায় আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব এবং দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। অনেক প্রধান শিক্ষক আছে যারা আইসিটি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও তা আয়ত্ত্ব করতে পারছে না, এতে প্রশিক্ষণ নিলেও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। বয়সে কম শিক্ষকদের শেখার আগ্রহ থাকলেও বয়স বেশি শিক্ষকদের শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহ কম, প্রকৃতপক্ষে তাদের বোঝার সামর্থ্যও কম। এছাড়া যে সকল শিক্ষকের কম্পিউটর সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান নেই, তারা আইসিটি প্রশিক্ষণ থেকে খুব ভালো শিখতে পারছেন না। একজন শিক্ষক নেতা জানায় 'যে ব্যক্তি কোনো দিন কম্পিউটারের মাউস ধরেনি, তার পক্ষে অল্পদিনে সব কিছু শিখা সম্ভব নয়, বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে এক সপ্তাহ পর সব ভুলে যায়।'

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সকল শিক্ষকের সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়টি শেয়ার করার কথা বলা হলেও সঠিকভাবে এটি প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। একজন শিক্ষক নেতা জানায়, 'আমার প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত তিনজন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ নিয়েছে, প্রশিক্ষণ নিয়ে সঠিকভাবে তা শেখাতে পারছে না, অন্যদিকে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যোগে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারা তত্ত্বাবধান করতে আসে না।'

সরকার কর্তৃক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম (এমএমসি) না থাকায় প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনা এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির চর্চার ঘাটতিতে মানসম্পন্নভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার প্রতিষ্ঠানের সবকটি ক্লাশ মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের আওতায় না আসায় এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমের ল্যাপটপ বা প্রজেক্টর অকার্যকর অবস্থায় পড়ে থাকায় শিক্ষার্থীরা যেমন মাল্টিমিডিয়া ক্লাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক মাল্টিমিডিয়া ক্লাশের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে আইসিটি খাতে বছরে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। অন্যদিকে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রজ্ঞাপন আছে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মাসিক আইসিটি বাবদ ২০ টাকা করে নেওয়ার, যেটি দিয়ে অনায়াসেই ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়াসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম পরিচালনা ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব।

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্পে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের **২১** দিনের প্রশাসনিক ও লিডারশীপ প্রশিক্ষণ, সহকারী শিক্ষকদের ১৪/১৫ দিনের আইসিটি বিষয়ক সিপিডি (Continuous Professional Development) প্রশিক্ষণ যেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠদানে আইসিটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা ও পরবর্তীতে পাঁচ দিনের সিপিডি ফলো-আপ প্রশিক্ষণ প্রদান, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, বি.এড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের তিন মাসব্যাপী এসটিসি প্রশিক্ষণ[৮৩] প্রদান করা হয়।

জানা যায়, সহকারী শিক্ষকদের সিপিডি প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ল্যাপটপ দুই থেকে তিন দিন দেখানো হয়, বাকি দিনগুলোতে মৌখিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে সঠিকভাবে শেখার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীতে এর কার্যকর প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাশ নেওয়ার কথা বলা হলেও অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাশ নেওয়ার ক্ষেত্রে উপকরণ ঘাটতি রয়েছে। যেমন, সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা না থাকা, আবার ল্যাপটপ বা প্রজেক্টর অকার্যকর অবস্থায় পড়ে থাকা ইত্যাদি। এতে শিক্ষকদের কারো কারো ইচ্ছা থাকলেও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ নেওয়া সম্ভব হয় না এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণটির সঠিক প্রয়োগও করা হয় না। কিছু ক্ষেত্রে নিয়মিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ নিশ্চিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, প্রিন্টার ইত্যাদি ক্রয় করে।

[৮৩] http://www.deo.jhalakathi.gov.bd/site/page/09aff138-17a7-11e7-9461-286ed488c766/

প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোকে আরও গভীরভাবে এবং বিস্তৃত পরিসরে জানতে আইসিটি বিষয়ক ১৪ দিনের প্রশিক্ষণটি পর্যাপ্ত নয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলো বিদেশী মডিউল অনুযায়ী দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণগুলো ভালো হয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানালেও বিদেশী মডিউল অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো এবং সক্ষমতা তৈরি না হওয়ায় প্রশিক্ষণগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। বিশেষ করে গ্রামে সে ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা গড়ে উঠেনি। প্রশিক্ষণে শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৪০ জন শিক্ষার্থী এবং একটি ক্লাশের পাঠদান সময় এক ঘণ্টা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে একটি শ্রেণিতে এরচেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে এবং প্রতিটি ক্লাশ ৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। অনেক দেশে পাঠদানে বছরে এক হাজার থেকে ১২শ' ঘন্টা পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ থাকে, বাংলাদেশে এ সময় ৪০০ ঘন্টার মতো।[৮৪] তাছাড়া প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা না থাকায় প্রশিক্ষণগুলোর কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি বিদ্যমান।

সেসিপ প্রকল্প থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের তিন দিনের/ছয়দিনের সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের সিকিউ প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষকের ডায়েরি ও শিক্ষকের ডায়েরি, বিজ্ঞান শিক্ষকদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ, শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা বিষয়ে ছয়দিনের টিচার্স কারিকুলাম গাইড (টিসিজি) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর মেয়াদ তিন থেকে ছয় দিনের।

জানা যায়, বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে প্রশিক্ষণের সময়টি পর্যাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটির ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না এবং নিজেরা ঠিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারছে না। তাছাড়া সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন হওয়া এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়ায় উক্ত প্রশিক্ষণটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ তদারকি প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী (২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের ৯ হাজার ৯৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় তদারক), প্রায় ৪৫ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনও ঠিকভাবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে পারছে না।[৮৫] মাউশির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানায়, 'রাজনৈতিক ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা ততটা মেধাবী নয়, তাদের ধোয়া মুচা করে যতটা পারা যায় চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিজ্ঞান শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে হাতে কলমে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকরা প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণ ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শিক্ষকরা বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে আসলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে ক্লাশ নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতিতে পাঠ পদ্ধতিকে আনন্দদায়ক করতে পারছে না। যেমন, চুম্বক, এসিড, লিটমাস পেপার, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, ফরমালিন ইত্যাদি।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ: বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন যেমন, কি কি শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, কি ধরনের কাজ করতে হবে এবং কোনগুলো করা যাবে না ইত্যাদি শেখানো হয়। সরকারি চাকুরিতে যোগদান পরবর্তী চার মাসের মধ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণের জন্য বলা হলেও মেধাক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণটি প্রদানে বিলম্ব হয়। এতে প্রশাসনিক বিষয়সমূহ জানতে ও বুঝতে অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) চাকুরিতে যোগদান করে ২০১২ সালে, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পায় ২০১৫ সালে, আরেকজন প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) চাকুরিতে যোগদান করে নভেম্বর ২০০৮ তারিখে, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পায় ২০১০ সালে। প্রায় ২১০০ শিক্ষকের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাকী রয়েছে। যদিও প্রশিক্ষণটি তিন বছরের মধ্যে দেওয়া হবে।

২.৫.৬ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

অবকাঠামো: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলো পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত। ব্যানবেইজের নির্মানাধীন নতুন ১২৫টি ভবনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হলেও অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কার্যক্রম উপজেলা নির্বাহী অফিসের (ইউএনও) দুটি কক্ষে পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকলের বসার যথাযথ ব্যবস্থা

[৮৪] বিস্তারিত, http://www.dainikshiksha.com

[৮৫] মোশতাক আহমেদ, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০২০, https://www.prothomalo.com/education/সৃজনশীলে-খাপ-খাওয়াতে পারছেন না শিক্ষকেরাই (ডিসেম্বর ২০২০)।

নেই। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের দু'জন কর্মকর্তাকে ছোট্ট একটি কক্ষ শেয়ার করতে হচ্ছে আবার একই কক্ষ অফিস সহকারী/হিসাব রক্ষক এবং একাডেমিক সুপারভাইজারকে শেয়ার করতে হচ্ছে।

লজিস্টিকস: অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার জন্য পৃথক স্থান নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সরবরাহকৃত বই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। আবার, অস্থায়ী গোডাউনে এক লক্ষ বই রাখার সক্ষমতা থাকলেও বই আসে প্রায় ছয় লক্ষ। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের ফার্নিচারগুলো অনেক পুরাতন, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা যায় না। ১৯৯৪ সাল থেকে যে পুরাতন ফার্নিচার ছিল, তাই অদ্যাবধি ব্যবহৃত হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একজন পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়) জানায়, 'আমাকে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদ হতে প্রেষণে আনা হয়েছে, কিন্তু আমার বসার জন্য যে কক্ষটি দেওয়া হয়েছে সেটিতে এসি নেই, অতিথিদের বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ার নেই।'

দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিসটিকস্ নেই। বরিশাল একটি দ্বীপ অঞ্চল, এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়, নদী পথে যাতায়ত করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ। উপ-পরিচালকদের জন্য গাড়ি দেওয়া হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন মডেলের গাড়ি হওয়ায় যত্রতত্র সমস্যা দেখা দেয় এবং মোটর সাইকেল কিছু ক্ষেত্রে খুবই পুরাতন হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। সরবরাহকৃত যানবাহনের সমস্যার কারণে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

প্রকল্প থেকে দেওয়া মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের মনিটর, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, কী-বোর্ড ইত্যাদি নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা নেই। একটি যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে তা ঠিক করতে ঢাকা পাঠাতে হয়। যে কারণে *আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)* মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পর্যায়ের একটি হাই স্কুলের মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষটি ছিল খুবই আধুনিক, দেড় বছরের মধ্যে কম্পিউটারগুলো নষ্ট হলে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এগুলো ঐভাবে পড়ে রয়েছে, শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে আসছে না। আবার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রজেক্টর নষ্ট হয়ে গেলে তা প্রায় একমাস পর ঠিক করে দিলে পরবর্তীতে তা আবার নষ্ট হয়ে যায়।

অন্যদিকে, *তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নে নির্বাচিত এমপিওভুক্ত কলেজসমূহের* উন্নয়ন প্রকল্পেও কোনো সরঞ্জাম নষ্ট হলে দ্রুত তা মেরামতের ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঢাকার প্রকল্প অফিসকে জানালে প্রকল্প অফিস থেকে কোম্পানিকে জানানো হয় এবং পরবর্তীতে কোম্পানী ঢাকা থেকে যেয়ে ঠিক করে থাকে যা সময়সাপেক্ষ। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ঠিক করানোই হয় না, অকার্যকর অবস্থায় পড়ে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন কাজে কর্মকর্তাদের জন্য সেসিপ প্রকল্পের অধীন ২০১৬ সালে ৬৪০টি মোটর সাইকেল কেন্দ্রিয়ভাবে ক্রয় করা হয়। মাথা অনুযায়ী মোটরসাইকেল ক্রয় করা হলেও নারী ও পুরুষ বিবেচনায় আনা হয়নি। পরিদর্শন কাজের যাতায়াতের জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য একই ধরনের মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয়। নারী কর্মকর্তাদের ব্যবহার উপযোগী মোটরসাইকেল না দেওয়ায় প্রদত্ত মোটরসাইকেল ব্যবহার করে পরিদর্শন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার অনেকে মোটর সাইকেল ব্যবহারে আগ্রহী না হওয়ায় ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোটর সাইকেলের র‌্যাপিং -ই খোলা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, একটি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে তিনজন নারীকর্মী হওয়ায় উক্ত মোটর সাইকেল যেমন ব্যবহার করতে পারছে না, তেমনি দূরের স্কুল পরিদর্শনও তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আরেকটি উপজেলায় চারটি নতুন মোটর সাইকেল ব্যবহার করা হয়নি।

অধ্যায় তিন
স্বচ্ছতার ঘাটতি

৩.১ ভূমিকা: সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমানে মাউশি অধিদপ্তরের প্রায় সকল তথ্য আদান প্রদান অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তারপরও মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্যের ব্যবস্থাপনার ঘাটতির সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র নিম্নে তুলো ধরা হলো।

৩.২ তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা

৩.২.১ প্রজ্ঞাপন ও নীতিমালা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য জানা/প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি: এমপিও প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের এমপিও'র হালনাগাদ নীতিমালা, অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন সম্পর্কে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জানা থাকে না অথবা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এতে শিক্ষক এমপিও'র ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ ও বিড়ম্বনা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এনটিআরসিএ'কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষকের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। এতে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের এমপিও'র সুযোগ থাকে না। আবার, বিদ্যালয়ভিত্তিক কাম্য এমপিও শিক্ষক সম্পর্কে জানতে কখনও কখনও জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ফোন করে জানতে হয়। এডহক কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এমপিও আবেদন বাতিল করা হয়, যদিও এডহক কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবে না এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়[৮৬] শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২ এপ্রিল ২০১১ তারিখে যা এমপিও'র জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নিয়োগের পর।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে বিদ্যালয়ভিত্তিক কাম্য এমপিওভুক্ত জনবল কাঠামো নীতিমালা ওয়েবসাইটে আপলোড করা রয়েছে এবং এটি সহজলভ্য। তবে নোটিশ বোর্ডে এডহক কমিটি কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি, ওয়েবসাইটে নোটিশ আর্কাইভটি ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত হালনাগাদ রয়েছে।

এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদনে আঞ্চলিক কার্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব স্কুল (আইএস) কর্তৃক যাচাই-বাছাই ও মন্তব্যের ভিত্তিতে উপ-পরিচালক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি আইএস পদে পদায়ন দেওয়া হয়। তিনি যেহেতু সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসনিক বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন আদেশ, প্রজ্ঞাপন, স্থগিতকরণ, সংশোধন ইত্যাদি) যখন আইএস পদে পদায়ন দেওয়া হয়, এমপিও'র নথিপত্র যাচাইয়ে ভুল করে থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকের এমপিও আবেদন বাতিল হয়। এতে পুনরায় আবেদন করলে তা গৃহীত হয়। এতে শিক্ষক কয়েক মাসের বেতন থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.২.২ এমপিও নিষ্পত্তিতে তথ্যের ব্যপ্তিতে ঘাটতি

শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও প্রক্রিয়াটি অনলাইন করা হয় ৬ এপ্রিল ২০১৫ হতে। অনলাইন করা হলেও সফটওয়্যারটি সহজবোধ্য না হওয়ায় এর পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না শিক্ষকরা। একটি আধুনিক সফটওয়ারে কিছু সাধারণ তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে। যেমন, আবেদনকারীর নিবন্ধন নাম্বার/প্রতিষ্ঠানের ইআইএন এন্ট্রি দিলেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের নাম, ঠিকানা, বিষয়ভিত্তিক পদের কোড, গ্রেড ইত্যাদি তথ্য স্বয়ংক্রিয় চলে আসার কথা, কিন্তু উক্ত সফটওয়ারে এ ব্যবস্থাটি নেই। আবেদনকালীন কোনো ভুল হলে নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এতে এমপিও'র ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে পরবর্তীতে আবেদনটি শিক্ষা কার্যালয় থেকে ফেরত পাঠানো হয় এবং পুণরায় আবেদন করতে হয় যা সময়ক্ষেপণ তৈরি করে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেদন বাতিলের সুনির্দিষ্ট কারণ না লিখে লিখা হয় 'আবেদন অসম্পূর্ণ'। পরবর্তীতে আবেদন করলে প্রতিটি তথ্য শিক্ষা অফিসকে নতুন করে যাচাই করতে হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রাপ্ত ১৩৭৮৭ জন শিক্ষক ও ২১১৩ জন কর্মচারী এবং কলেজ পর্যায়ের ৫২৪১ জন শিক্ষক ও ৪৬৪ জন কর্মচারীকে এমপিও প্রদান করা হয়।[৮৭] তবে উক্ত অর্থ-বছরে কতটি আবেদন গৃহিত হয়নি এবং কি কারণে এ তথ্যটি সম্পর্কে জানা যায়নি। প্রতিটি আবেদন অনলাইনে দেখার জন্য মাত্র ১০ মিনিট সময় ধরা থাকে। এর মধ্যে দেখতে না পারলে লগ আউট হয়ে যায়, আবার নতুন করে লগ ইন করতে হয়।

---

[৮৬] বিডিনিউজ২৪.কম, ১৭ এপ্রিল ২০১১, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article495971.bdnews (৯ আগস্ট ২০২১)।

[৮৭] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা পাঁচ, বিস্তারিত, http://www.dshe.gov.bd/sites/default/files/files/dshe.portal.gov.bd/annual_reports/d2ac9cb4_1ae7_451e_b9cf_146a081f6243/DSHE-AnnualReport-2018-2019.pdf

শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে উপ-পরিচালক কার্যালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সফটওয়্যারে/অনলাইনে আবেদনকারীর বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

এমপিও'র পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্নকরণে এক অফিস হতে অন্য অফিসে নথিপত্র অগ্রায়নে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও নথিপত্র সংশোধনে সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে না দেওয়ায় আবেদনে ত্রুটি সংশোধনে অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় লাগছে অথবা ভুল থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন অগ্রায়ন করা হচ্ছে। প্রতি দুই মাস অন্তর শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়। এমপিও'র আবেদন এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে আবেদন করে থাকে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ১১ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে আবেদন যাচাই-বাছাই করে মতামতসহ জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠায়, জেলা শিক্ষা অফিস ২১ তারিখে থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে যাছাই-বাছাই করে উপ-পরিচালকের কার্যালয় বরাবর পাঠায়, উপ-পরিচালকের কার্যালয় তা পরবর্তী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইএমআইএস সেলে প্রেরণ করে।

অবসর ও কল্যাণ ভাতা প্রাপ্তিতে সুনির্দিষ্ট সময় জানানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি: এমপিওভুক্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী আবেদন পরবর্তী কতদিনের মধ্যে অবসর সুবিধা পাবে এর সুনির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আবেদনের সাথে সাথে জানানোর ব্যবস্থা নেই। যার প্রেক্ষিতে আবেদনকারী আবেদন করেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা বা তদ্বির করে বা ঢাকার অবসর সুবিধা বোর্ড বা কল্যাণ ট্রাস্ট কার্যালয়ে এসে যোগাযোগ করে থাকে।

৩.২.৩ তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাইজেশনের ঘাটতি

শিক্ষকদের এসিআর সংরক্ষণে: শিক্ষকদের প্রতি বছর বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের এসিআর হার্ডকপিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা দিতে হয়। প্রতি বছরের এসিআর মাউশিতে জমা দেওয়া হলেও তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই এবং এসিআর এর কপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাউশি অধিদপ্তর থেকে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে শিক্ষকদের পদোন্নতির সময় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

নিরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণে: পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পর্কিত আপত্তি ও যাবতীয় তথ্য সকলের জানার সুযোগ থাকে না। বর্তমানে ম্যানুয়ালি জেলাভিত্তিক ইনডেক্স/বই তৈরি করা আছে যাতে পরিদর্শনের তারিখ লেখা থাকে এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের কাজটি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

৩.২.৪ প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ঘাটতি

মাউশি অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিগত দুই অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯ ও ২০১৭-২০১৮) পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে সম্পাদিত কর্মের তথ্য বিবরণী দিয়ে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও কোনো কোনো বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে। যেমন, মাউশি অধিদপ্তর অধীনস্থ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং মাঠ পর্যায়ের উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস ও আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসগুলোতে অনুমোদিত পদের বিপরীতে কর্মরত এবং শূন্য জনবল সংখ্যা, শিক্ষার স্তর অনুযায়ী বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষ প্রতিষ্ঠান, এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর সর্বমোট সংখ্যা, বরাদ্দকৃত বাজেট ইত্যাদি। মাউশি অধিদপ্তরের সেসিপ প্রকল্পাধীন জনবলের বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি।

প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদনে: মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন উইং কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি ও দুর্বলতা চিহ্নিতসহ সার্বিক বিষয়ে বিশ্লেষণে ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবেদনে সংখ্যাগত বিশ্লেষণ দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় না।

অধ্যায় চার
জবাবদিহিতার ঘাটতি

৪.১ ভূমিকা: মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির চর্চা দীর্ঘদিন অব্যাহত রয়েছে, প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়, অনিয়ম ও দুর্নীতিতে কিছু ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের রদবদল ও ওএসডি'র করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে যা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৪.২ একাডেমিক ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সেসিপ (সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম) প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা পরিদর্শক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার পদ সৃষ্টি ও পদায়ন দেওয়া হয়। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পদটি উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্বখাতে পদায় দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত এ সকল কর্মকর্তাগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ও প্রশাসনিক সুপারভিশন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পরিদর্শনে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবহার, প্রশ্নের যাচাই, রেজাল্ট শীট তৈরি করা, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, শিক্ষক-কর্মচারীর ছুটি, বদলি, পদোন্নতি, এসিআর ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখে থাকে। মাউশি অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যাণ্ড ইভালুয়েশন মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমের সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং ঢাকা শহরে অবস্থিত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে।[৮৮] পরিদর্শন কখনও আকস্মিক আবার কখনও পূর্বে অবহিত করে করা হয়।

৪.২.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন: মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোড়ালো নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন যথাযথভাবে না হলেও এর জন্য জবাবদিহিতায় ঘাটতি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণকে প্রতি মাসে সাতটি করে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতটি করে বেসরকারি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে আটটি করে বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আটটি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে পাঁচটি করে বেসরকারি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দশটি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে।[৮৯]

প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ততা ও জনবল স্বল্পতায় শিক্ষা কর্মকর্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারে না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ মাসে দুটি থেকে চারটি, কেউ ছয়টি থেকে সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এবং আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণের ক্ষেত্রে এটি খুবই সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত করা হয় না। উপজেলা পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাডেমিক সুপারভাইজারগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরে এক থেকে দু'বার পরিদর্শন করে থাকে।

তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন নিয়মিত না হওয়ার কারণসমূহের বর্ণনা

- **অফিসিয়াল বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা:** প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ততায় পৃথকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না বলে পরিদর্শন কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা জানায়। শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আপডেট করা, এমপিও, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিভিন্ন মিটিং -এ অংশগ্রহণ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব (উপজেলার বিভিন্ন নির্বাচন, ভিজিডি-ভিজিএফ মনিটরিং, ৪০ দিনের কর্মসূচি ইত্যাদি) বাস্তবায়ন, তথ্য আদান-প্রদানসহ নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাউশি কর্তৃক জানুয়ারি ২০২০ -এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি করে একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যেখানে দেখা যায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (১৮ হাজার ৫৯৮টি) ৫৩.৩৯ শতাংশ (৯,৯৩০টি) তদারক করা হয়।[৯০]

---

[৮৮] বিস্তারিত, স্মারক নং-মাউশি/কওপ্র/বিবিধ/০৪/২০১৪/১৯৩(৬), তারিখ: ১৫/১২/২০১৪।

[৮৯] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শাখা-৪ (সমন্বয়), নং-শিম/শাঃ ১০/৪(২)/২০০৭/৯৮২, তারিখ ২৬/০৮/২০০৮।

[৯০] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০২০।

- **জনবল স্বল্পতা:** শিক্ষা অফিসে কর্মচারী স্বল্পতায় ড্রাফটিং, টাইপিংসহ তথ্য সংগ্রহের নিত্য নতুন কাজ কর্মকর্তাদের করতে হয় যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া কোনো কোনো উপজেলা অনেক বড় হওয়ায় যথাযথ পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি উপজেলায় ৩০টি হাই স্কুল, মাদ্রাসা ১১টি, কলেজ ৪টি এবং ৬টি নতুন বেসরকারি স্কুলসহ মোট ৫১টি স্কুল রয়েছে। আরেকটি উপজেলায় একটি সরকারি কলেজ, তিনটি বেসরকারি কলেজ (২টি ডিগ্রি এবং ১টি উচ্চ মাধ্যমিক), মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৬টি এবং মাদ্রাসা ১৮টিসহ মোট ৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একজন জেলা শিক্ষা অফিসারের আওতায় প্রায় ২০০ থেকে ৪০০/৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে জেলা শিক্ষা অফিসে অনুমোদিত জনবল রয়েছে তিন থেকে চার জন। নিয়মিত পরিদর্শন করতে হলে এই চারজনকে সারা বছর মাঠে থাকতে হবে। আবার একটি বিদ্যালয় ভালোভাবে পরিদর্শনে পুরো একদিন সময়ের প্রয়োজন। তাছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসে ড্রাইভারের স্বল্পতা রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। ড্রাইভার না থাকায় নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে, বিভিন্ন মিটিং -এ (ডিসিঅফিস, সিএসঅফিস, বিভাগীয় অফিস) অংশগ্রহণে কর্মকর্তাদের সমস্যা হয় ।

৪.৩ পরিদর্শনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করে শিক্ষকদের পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা প্রেরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে কোনো সমস্যা পেলে (শিক্ষকদের সময়মত এবং নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না আসা, শিক্ষক ও কর্মচারীর অনুপস্থিতি, প্রশিক্ষণ অনুযায়ী যথাযথ পাঠদান না হওয়া, কর্মচারী নিজের মতো আসে যায়, কথা শুনে না ইত্যাদি) সে দিকগুলো উন্নয়নে সুপারিশ বা মৌখিকভাবে অনুরোধ করে থাকে এবং পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকদের তা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এরপরও সমাধান না হলে কমিটিকে জানানো হয়। পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা সংশোধনের জন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক প্রভাব/হেনস্তার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বা জেলা শিক্ষা অফিসারের নেওয়া সিদ্ধান্ত (এমপিও বন্ধের সুপারিশ) চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। কারণ, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি থাকে স্থানীয়ভাবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, এমপি অথবা তার প্রতিনিধি। একটি স্কুল পরিদর্শনে যদি নেতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদন দেওয়া হয় তবে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ মাউশি অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পূর্বে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তার ক্ষমতা খাটিয়ে উক্ত কর্মকর্তাকে বদলী করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানায়, 'স্থানীয় রাজনীতির কাছে আমরা জিম্মি। এসএমসি জানে আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই তাদের ওপর, এসএমসি'র সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই, বরং ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা চাইলে বদলির চিঠি ধরিয়ে দিবে, তখন আমার বদলী নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, এসকল বাস্তবতা মেনে আমাদের কাজ করতে হয়।'

পরিদর্শনে প্রাপ্ত সমস্যা বা অনিয়মের প্রেক্ষিতে এসএমসিকে অবহিত করলে যেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, উর্ধ্বতন পর্যায়ে অবহিত করলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা রয়েছে। এমপিওভুক্তিকেন্দ্রিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে এমন ৬০০ শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।[৯১] মনিটরিং এণ্ড ইভালুয়েশন উইং এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানায়, '৭০% প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা পাওয়া যায়।'

৪.৪ অবকাঠামো কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যে বলা আছে (ধারা ঞ), সরকারি অর্থায়নে নির্মিত ভবন ও উন্নয়ন কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং উন্নয়ন কাজের আর্থিক চূড়ান্ত বিল প্রদানের পূর্বে বিলে প্রতিস্বাক্ষর করা। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান, মাঠ ভরাট ও ভবনের সংস্কার কাজ নিম্নমানের, নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহার, নিম্নমানের আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি নিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা রয়েছে। ঠিকাদার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হওয়ায় অভিযোগ উত্থাপিত হলেও কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে কেউ সাহস দেখায় না।

৪.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদন মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ: পরিদর্শন প্রতিবেদনের ছক পূরণ করে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরসহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর পাঠানো হলে ডিও থেকে পরিদর্শন প্রতিবেদন মেইলের মাধ্যমে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন উইং -এ পাঠিয়ে থাকে আবার কখনো ডাকে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠানো হয় না। মাঠ পর্যায়ের ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য আসে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি তাৎক্ষণিক ভিজিট হতে হবে, এভাবে মাসে মোট ৪টি ভিজিট করার জন্য বলা হলেও তারা তা নিয়মিত করে না। বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে পরিদর্শনকৃত প্রতিবেদন মাউশি কার্যালয়ে প্রেরণ করে না।

[৯১] মাউশি অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

পরিদর্শনকৃত প্রতিবেদন যাচাই না করে মাউশি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং পরিদর্শনকৃত তথ্যের ছকটি কখনও কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী দ্বরা পূরণ করা হয়। এতে ঠিকমতো যেমন তথ্য সরবরাহ করা হয় না, আবার যিনি পরিদর্শনে যান তিনিও পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাই না করে পাঠিয়ে থাকে। মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন উইং থেকে কিছুক্ষেত্রে প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন ক্রস-চেক করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিদ্যালয়ে ফোনের মাধ্যমে ক্রস চেক করা হলে দেখা যায় উপজেলা পর্যায়ে ৬০০০ শিক্ষার্থীর তথ্য দেওয়া হয়েছে যা কিনা সঠিক নয়। যদিও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্টরা ক্ষমা চেয়ে সংশোধিত তথ্য পাঠান।

৪.৬ মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়

সমন্বিত জনবল কাঠামো: মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি রয়েছে। সেসিপ প্রকল্পাধীন ২০১৬ সালের মার্চ মাসে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে পরিচালক (কলেজ) পদ সৃষ্টি করা হয়। পরিচালক (কলেজ) পদটিতে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপক বা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হয়। অন্যদিকে উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের উপ-পরিচালক পদটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাধান শিক্ষক থেকে পদায়ন দেওয়া হয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতভুক্ত আবার সেসিপ প্রকল্পাধীন মেট্রোপলিটন এলাকায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস স্থাপন করা হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক কাজ করতে করতে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের শিক্ষক পদ হতে পদায়ন দেওয়ায় তারা উক্ত কার্যালয়ের বিগত সময়ের প্রশাসনিক কাজ বা নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানা না থাকায় দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি রয়েছে। আবার উপ-পরিচালক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক পদটি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পদায়নকৃত। মাউশি অধিদপ্তরের সাথে জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না। সেসিপ প্রকল্পাধীন একাডেমিক সুপারভাইজারদের চাকুরির অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে যোগ্য হয়ে উঠলেও প্রকল্পের কর্মী হওয়ায় অন্যত্র চাকুরি হওয়ায় চলে যাচ্ছে। একাডেমিক সুপারভাইজারগনের চাকুরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করে। যে কারণে একাডেমিক সুপারভাইজাগণ বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতে চায় না। আবার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের চাকুরির খসড়া নিয়োগবিধিটি চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। এতে তাদের মধ্যেও হতাশা কাজ করছে। যে কারণে এতে প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতায় মাঠ পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকছে না এবং পরিদর্শন বা তদারকি কোনো কাজই শক্তিশালী হচ্ছে না।

আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক পদের দায়িত্ব বন্টণে দুর্বলতা: আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হলেও পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। উপ-পরিচালক কার্যালয় হতে মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ও কলেজের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় যা ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এক পরিপত্রের মাধ্যমে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে পরিচালক (কলেজ) পদ সৃষ্টি করা হলেও তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ও কলেজের এমপিও কার্যক্রমগুলো উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে করা হলেও পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়ের এমপিও করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এ দুটি পদ শিক্ষকদের মধ্য হতে পদায়ন দেওয়া হলেও তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ রয়েছে। এতে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে সমন্বয় থাকছে না। নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই সমস্যাটি বিরাজমান রয়েছে যা জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাছাড়া পরিচালক (কলেজ) পদটি প্রকল্পাধীন ইত্যাদির প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালকের ন্যায় পরিচালকদের সম-মর্যাদায় মূল্যায়ন করা হয় না বলে কর্মকর্তারা মনে করে। তবে **১১** ডিসেম্বর **২০১৯** তারিখে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ের এমপিও উপ-পরিচালকগণ কর্তৃক এবং কলেজ পর্যায়ের এমপিও কার্যক্রম পরিচালক (কলেজ) সম্পন্ন করবেন বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে নোটিশ জারি করা হয়।[৯২] অথচ পরিচালকরা মাউশি ও মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বিভিন্ন তদন্ত কাজ করছেন।

৪.৭ মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার কাঠামো: শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও আবেদন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বা ভুলের প্রেক্ষিতে শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে কাউকে দায়বদ্ধ করার বা জবাবদিহিতার কাঠামো নেই। **১৯** আগস্ট ২০০৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ক নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার কাঠামোর বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে।

---

[৯২] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/site/view/notices, https://www.bd-journal.com/education/46869/

জানা যায়, মার্চ ২০১৯ তারিখে একটি আঞ্চলিক উপ-পরিচালক কার্যালয়ে এমপিও'র ১৭০টি আবেদন আসে। যার মধ্যে ১২টিতে সমস্যা ছিল, আবার এরমধ্যে দুটো আবেদন কিছুটা পরিবর্তন করলেও বাকি ১০টি আবেদন নীতিমালার লঙ্ঘনে কোনোভাবে অগ্রায়ন করা যায় না। যদিও এই ১০টি আবেদন উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ওপর প্রেসার ছিল কিংবা ব্যক্তিগত লাভালাভের বিষয় জড়িত ছিল বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা জানায়।[৯৩]

৪.৮ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের তদারকি: বিভিন্ন প্রকল্প থেকে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক, প্রশাসনিক দক্ষতা, আইসিটি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসলেও প্রশিক্ষণগুলো শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা তদারকিতে পর্যাপ্ত দুর্বলতা রয়েছে। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে সঠিক উপায়ে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা অনেক ক্ষেত্রে যেমন যাচাই করা যায় না আবার প্রশিক্ষণটি পুরোপুরি শিক্ষকরা আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা তা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন মূল্যায়নে ঘাটতি রয়েছে। জানা যায়, ব্যক্তি অনিহার কারণে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে আসলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে পড়াচ্ছে, অথবা যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারছে না বা প্রয়োগ করছে না। উপজেলা/থানায় একজন একাডেমিক সুপারভাইজারের পক্ষে একটি এলাকার সব বিদ্যালয় পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন উইং -এ চার থেকে পাঁচজন কর্মকর্তা আছে, তাদের পক্ষেও সারা দেশ তদারকি করা সম্ভব হয় না।

৪.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

নিয়মিত নিরীক্ষা: প্রতি বছর পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা নিয়মিত করা হয় না। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিদপ্তর কর্তৃক তিন বছর থেকে ১৩ বছর বা এরও বেশি সময় পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, একটি বেসরকারি বিদ্যালয় ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয় ২০১৬ সালে। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয় এর আরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও মন্ত্রণালয়ের অডিট হয়নি, এমনও উদাহরণ রয়েছে। যদিও পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি পাঁচ থেকে ছয় বছর পর অর্থাৎ সর্বশেষ ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে যে সকল প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৯-২০২০ সালে পরিদর্শনের কাজ করা হচ্ছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, শরীর চর্চা শিক্ষা সনদ, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, জমির কাগজ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা, এমপিও ভুয়া কিনা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে থাকে।

কর্মকর্তাদের একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন পদায়ন থাকা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ অধিক পরিমাণে আদায়ের সুযোগ থাকায় সরকারি কলেজের শিক্ষকরা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে বদলি নেওয়ার জন্য যেমন তদ্বির করে থাকে, উক্ত অধিদপ্তরে পদায়নকৃত কর্মকর্তারা বদলি না হওয়ার জন্য উর্ধ্বতর পর্যায় থেকে প্রভাব খাটিয়ে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন কর্মকর্তা প্রায় আট থেকে ১০ বছর ধরে কর্মরত রয়েছে।[৯৪] জাতীয় পর্যায়ের একজন গণমাধ্যমকর্মী জানায়, 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী, অনিয়মের অভিযোগে অনেককে বদলি করতে পারলেও উক্ত দপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে বদলি করা যায়নি। মন্ত্রণালয়ের এক আলোচনায় সভায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানায়, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা আমার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে, তাকে সরাতে গেলে মন্ত্রী, সচিব নানান জায়গা থেকে ফোন আসে।'

নিরীক্ষায় আপত্তি বিষয়ে জবাবদিহিতা: নিরীক্ষা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষায় আপত্তি (জাল সনদ, নিয়োগ সংক্রান্ত) পেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর জবাব চাওয়া হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান অডিট আপত্তির জবাব দেয় না। নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপন করা হয়। এসকল বিষয়ে তদারকি কম এবং দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে।

৪.১০ এমপিওভুক্তদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা: এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের মূল্যায়নে বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ -তে প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষকের কাজের মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বার্ষিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবে এবং এ বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলা হলেও তা করা হয়নি।

---

[৯৩] আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী।
[৯৪] গণমাধ্যম কর্মীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

৪.১১ এমপিওভুক্তদের বদলির ব্যবস্থা: এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা নেই। এতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুযোগ নেই। একটি বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর থাকলে কোচিংসহ নানান অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। পরিদর্শনে যদি কোনো বিদ্যালয়কে রেজিস্টার রক্ষা করতে বলা হয় এবং সেটি যদি না করে, তাহলে পরিদর্শন কর্মকর্তা কেবল পরামর্শ দিয়ে থাকে, বলবার পরও না করার কারণে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। এছাড়া একাডেমিক সুপারভাইজার কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শনেও কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে সেটি সম্পর্কে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ করার ক্ষমতা তার নেই। একাডেমিক সুপারভাইজার শুধু পরামর্শ দিয়ে থাকে, পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য লিখে যেতে পারে।

৪.১২ কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি: মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা অফিস শুরু ও শেষ হওয়ার সময় মেনে চলে না কখনো কখনো। যেমন, যথসময়ে অফিসে উপস্থিতি হয় না, অফিস শুরুর অনেক পরে অফিসে প্রবেশ করছে, অফিস সময় শেষ হওয়ার অনেক আগেই অফিস ত্যাগ করছে, আবার সপ্তাহে দুই/তিনদিন অফিস করছে। এতে শিক্ষা অফিসে আসা শিক্ষকদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে, কয়েকবার শিক্ষা অফিসে যেতে হয়, অতিরিক্ত যাতায়াত ব্যয়, সময়ক্ষেপণ এবং হয়রানি হচ্ছে। একটি উপজেলায় এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতন উত্তোলনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মকর্তা সপ্তাহে দুই/তিনদিন অফিস করায় অনেক সময় তাকে না পেয়ে শিক্ষককে ফিরে যেতে হচেছ, যেখানে উপজেলা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব প্রায় ১৫/২০ কি.মি.। শিক্ষা অফিসের হাজিরা খাতায় স্টাফদের স্বাক্ষর করা থাকলেও আগমন এবং প্রস্থানের সময় লেখা নেই। যদিও এর জন্যে সুনির্দিষ্ট ঘর রাখা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, একাডেমিক সুপারভাইজার ও অন্যান্য কর্মকর্তা কখন মাঠ পরিদর্শনে থাকছে, কখন মিটিং এ থাকছেন, কখন অফিসে আসবে এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য অফিসের অন্য কারো কাছে থাকে না যা জবাবদিহিতাহীনতার পরিবেশ তৈরি করছে।

৪.১৩ অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থায় ঘাটতি: শিক্ষা কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক (অভিযোগ বাক্স বা হটলাইন নাম্বার, গণশুনানী) ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও প্রমানের অভাবে কেউ লিখিত অভিযোগ দেয় না। আবার, এমপিওভুক্তির আবেদন কেনো বাতিল করা হলো তা আবেদনকারীর জিজ্ঞাসা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা বা সাহস নেই।

৪.১৪ প্রকল্পের তদারকি: প্রকল্পগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মাউশির মহাপরিচালকের এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং এর পরিচালকের। প্রকল্পগুলোর তদারকি, জবাবদিহিতা এবং সমন্বয়ের দায়িত্ব মাউশির মহাপরিচালক এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের হলেও প্রকল্পগুলো শিক্ষা ক্যাডার এবং অ্যাডমিন ক্যাডার কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক মর্যাদার। অনেক প্রকল্প পরিচালক এডমিন ক্যাডারের, আবার অনেক প্রকল্প পরিচালক শিক্ষা ক্যাডারের। এডমিন ক্যাডারের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব, উপসচিব, অতিরিক্ত সচিব) শিক্ষা ক্যাডারের প্রকল্প পরিচালক বা অফিসারদের গুরুত্ব দেন না, আবার প্রকল্প পরিচালক যিনি অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার তিনি মাউশির মহাপরিচালক এর সমপর্যায়ের। তিনি মাউশির কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দেয় না। এতে প্রকল্পের কাজের জবাবদিহিতা তৈরি হয় না। প্রকল্প শেষে এর যাবতীয় কার্যক্রম বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটে।

উদাহরণ (১) মাউশি অধিদপ্তরাধীন টিকিউআই, সেকায়েপ, এসইডিপি ইত্যাদি প্রকল্পগুলোর মেয়াদ শেষে প্রকল্পের যাবতীয় দ্রব্যাদি যেমন, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, গাড়ি, মোবাইল ইত্যাদি মাউশিকে বুঝিয়ে দেওয়ার নিয়ম থাকলেও প্রকল্প পরিচালকরা তা দেয়নি। সেকোয়েপ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আইফোন প্রকল্প শেষে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যদিও পরবর্তীকে পিডিকে ওএসডি করে অন্যত্র বদলি করা হয়। একজন গণমাধ্যম কর্মী জানায়, 'একটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করে অন্যত্র বদলি করা হয়, ঐ প্রকল্প পরিচালককে প্রশ্ন করা হয়, আপনারাতো প্রকল্পের জিনিসপত্র জমা না দিয়ে বাসায় নিয়ে যান, এতে তিনি পিডি বলে, আমি নেইনি, আমার এক অফিসার একটি ল্যাপটপ নিয়েছে।'

উদাহরণ (২) টিকিউআই প্রকল্পে Recognition of Prior Learning এর উপর একটি নীতিমালা তৈরি ও তা প্রয়োগ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট এর। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আরপিএল প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের যে সকল শিক্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদেরকে গ্রেডিং দিয়ে বিএড সার্টিফিকেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন, ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ করলে

একটি নির্দিষ্ট সময়, ২১ দিনের প্রশিক্ষণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়, এভাবে প্রশিক্ষণ এর সুবাদে ১০ মাসের সমান হয়ে গেলে, বাকী দুমাসের একটা প্রশিক্ষণ করে নিলে এক বছরের বিএড সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

৪.১৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং এগুলো বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা নেই। এতে প্রকল্পের লক্ষ অর্জন ব্যহত হয়। মাউশি অধিদপ্তরাধীন ১৪টি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি মূল্যায়নে মাউশি কর্তৃক এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, অন্য প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগ ১০০ নাম্বারের মধ্যে ৮০ নাম্বরের ওপরে পেলেও অটিস্টিক একাডেমিক নির্মাণ প্রকল্প পেয়েছে মাত্র ২১.০৭ নাম্বর এবং আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রকল্প পেয়েছে ১৮.৮৪ নাম্বার।[৯৫]

- ***ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিস-এবিলিটিস (এনএএএনডি) প্রকল্পের*** কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১৪ সালে শুরু হলেও সেপ্টেম্বর ২০১৯ নাগাদ প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য একাডেমিক ভবনের কার্যক্রম শুরু হয়নি। উক্ত প্রকল্পটি মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। একাডেমিক ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত দুই একর জায়গা পর্যাপ্ত না হওয়ায় (যেখানে প্রয়োজন ছিল ৪ একর জায়গা), বরাদ্দকৃত জমি নিয়ে রীট মামলা চলমান থাকা, একাডেমিক ভবনের কনসালট্যান্ট নিয়োগের অনিয়মে দরপত্র বাতিল হওয়া ও পরবর্তীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কনসালট্যান্ট কর্তৃক রীট মামলা চলমান থাকা (২০১৭ সালে), মামলায় দ্বিধাবিভক্ত রায় (৭ মার্চ ২০১৯) ইত্যাদি কারণে এর কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি।

জমি সংক্রান্ত জটিলতা এবং মামলার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি না হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাব একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একনেক থেকে অনুমোদন দেওয়া হয় অক্টোবর ২০১৮ তারিখে। কিন্তু প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতায় সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত এটির কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ডিপিপি ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

- ***আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচল (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প*** ২০২০ সালের জুনে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এর মেয়াদ একবছর বৃদ্ধি করলেও এখন পর্যন্ত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (আরডিপিপি) তৈরি হয়নি, যদিও ইতোমধ্যে বর্ধিত মেয়াদের ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র আট শতাংশ।[৯৬]

- **প্রকল্প পরিচালকের পদায়ন** -একটি চলমান প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালকের অবসর গ্রহণ, ওএসডি, পদোন্নতি এবং প্রকল্পে পদায়নে বিলম্বতায় প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত হয় না এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়। নতুন পিডির প্রকল্পের বিগত কাজ সম্পর্কে না জানা, অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সময়ক্ষেপন ইত্যাদির প্রেক্ষিতেও প্রকল্প কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। এতে বঞ্চিত হয় সাধার শিক্ষার্থীরা, আবার সরকারেরও টাকা অপচয় হয়। আইসিটি ফেস-২ প্রকল্পে, জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা ছিল। নিয়োগকৃত পিডিকে দুর্নীতির দায়ে ওএসডি করা হলে পরবর্তী পিডি নিয়োগে বিলম্ব করা হয়। উক্ত প্রকল্প জুলাই ২০১৬ হতে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও পিডি নিয়োগ দেওয়া হয় সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে, সহকারী পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় অক্টোবর ২০১৮ তারিখে।[৯৭] প্রকল্পের মেয়াদকালে (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রথম তিন বছরে দুর্নীতির দায়ে দুই জন পিডি ওএসডি হয়। প্রথম পিডি পদায়ন হয় সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এবং ওএসডি হয় ৭ জুন ২০১৮ তারিখে, দ্বিতীয় পিডি পদায়ন দেওয়া হয় সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এবং ওএসডি হয় ২০১৯ -এ।[৯৮]

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি এমপিওভুক্ত কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে দীর্ঘ সময় প্রকল্প পরিচালক পদায়ন না থাকায় সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৮০৬টি কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়, বাকী কলেজগুলোর কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে এর মেয়াদ ১ বছরের জন্য বাড়ানো হয় যা ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। **প্রকল্পে** দুর্নীতির দায়ে দুই পিডি ওএসডি হয় এবং এক পিডি অবসরে যায়। ১৫০০ কলেজের প্রত্যেকটি ক্লাশরুমকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমে রূপান্তর এবং এরমধ্যে একটা

[৯৫] দৈনিক শিক্ষা, ৩ জুলাই ২০১৯।

[৯৬] এস.এম. আব্বাস, বাংলা ট্রিবিউন, ৫ জানুয়ারি ২০২১, https://www.banglatribune.com/660628/ (৩ জুলাই ২০২১)।

[৯৭] প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

[৯৮] প্রাগুক্ত।

ক্লাশরুমকে স্মার্টক্লাশরুম করা হবে। স্মার্ট ক্লাশরুম (ইন্টারেকটিভ স্মার্ট বোর্ড) এমপিওভুক্ত কলেজগুলোতে সফলভাবে কার্যকর করা যায় কিনা এজন্যে **১০**টি কলেজে পাইলট পর্যায়ে স্মার্টবোর্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনে যারা আছেন তারা স্মার্টবোর্ডগুলোর কার্যক্রম সফলভাবে হচ্ছে বলে মতামত দিলেও প্রকল্পের নির্দিষ্ট মেয়াদকালীন স্মাটবোর্ডের পরবর্তী কার্যক্রম অগ্রসর হয়নি। ***টিকিউআই-২ প্রকল্পে*** (২০১২-২০১৮ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালকদের পদোন্নতিতে মোট তিনজন পিডি পদায়ন দেওয়া হয়। তিনজনই যুগ্মসচিব পদমর্যাদার যারা পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে হয় অতিরিক্ত সচিব।

৪.১৫ উপবৃত্তিঃ গরীব শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানে উপবৃত্তি ফরম পূরণ করতে হয়। ফরমে শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি যেমন-শিক্ষার্থীর নাম, ঠিকানা, বসতভিটার পরিমাণ (নিজস্ব হলে), নিজস্ব কিনা, ভাড়া কিনা, আবাদি জমির পরিমাণ, ঘর কয়টি, টিন নাকি বঁশের, মোবাইল আছে কিনা, টিওবওয়েল ও টয়লেট আছে কিনা ইত্যাদি তথ্য দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুল তথ্য দিয়ে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তালিকাভুক্তরা উপবৃত্তি পাবার সকল শর্ত পূরণ করেছে কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। যে কারণে গরীব শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি না পেয়ে ধনী শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক মিথ্যা তথ্য দিয়ে তার মেয়ের উপবৃত্তি করিয়েছে।

৪.১৬ বই বিতরণের চাহিদাঃ বই বিতরণের ক্ষেত্রে চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয় না। বিদ্যালয়গুলোও চাহিদা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যতোটুকু প্রয়োজন তার চাইতে বেশি চাহিদা দেয়। বাস্তবতায় গত বছরের চাহিদার সাথে ৪০০ থেকে ৫০০ বই বাড়িয়ে দিয়ে চাহিদা দেওয়া হয়। বিতরণ করা হয়নি এমন বই পরে নিলামে বিক্রি করা হয়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাজারে বই বিক্রি করে থাকে। এতে প্রতি বছর সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে।

অধ্যায় পাঁচ
অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ ভূমিকা: মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘঠিত হচ্ছে। নিম্নে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ, ক্ষেত্র ও এর মাত্রা আলোচনা করা হলো।

৫.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

৫.২.১ অবকাঠামো উন্নয়নে: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে নতুন ভবন নির্মান, মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যের চাহিদাপত্র (ডিও লেটার) অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদবিরের মাধ্যমে অর্থাৎ রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এতে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবনের প্রয়োজন নেই সেখানে হচ্ছে, আবার যেখানে প্রয়োজন সেখানে হচ্ছে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

একটি ভবন তৈরিতে রড কেমন হবে, রডের মাপ এবং খোয়া, বালু ও সিমেন্টের অনুপাত কেমন হবে তা ম্যানুয়ালে উল্লেখ করা থাকে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর একটি হলো, নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প যা ৩০০০ স্কুল প্রজেক্ট নামে পরিচিত যেটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৪২%। অপর দুটি প্রকল্পের একটি হলো, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ যেটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের উপর ভিত্তি করে ৩২৫০টি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব গড় অগ্রগতি ৬৫ শতাংশ। অপরটি হলো, তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫০০ বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প যার মেয়াদ জুলাই ২০১২-ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে ৫১০টি কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৪৭৫টি কলেজের কাজ চলমান রয়েছে, এবং ৪৫০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।[৯৯]

গবেষণায় কিছু ক্ষেত্রে কাজের মান ভালো হয়েছে বলে জানালেও অনেক ক্ষেত্রে কাজের মান ভালো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ভবন তৈরিতে বালু ও সিমেন্ট অনুপাতিক হারে দেওয়া হয়নি এবং ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ও অন্যান্য ফিটিংস নিম্নমানের সরবরাহ করা হয়। কখনো কখনো ভবনের নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে এবং আসবাবপত্র সরবরাহেও দীর্ঘ সময় লেগে যায়। জানা যায়, যে কাঠের বেঞ্চ দেওয়ার কথা তা না দিয়ে অন্য কাঠের দেওয়া হয়, জানালার গ্লাস বেলজিয়ামের দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয় দেশি, ইট ভালো দেওয়া হয়নি, প্লাস্টারে সিমেন্ট কম দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। এক প্রতিবেদনে মাধ্যমিক শিক্ষার (৬ষ্ঠ-১০ম) ৫টি শ্রেণির জন্য ১৮ কক্ষ বিশিষ্ট তিনতলা ইমারত নির্মানে কিছু ক্ষেত্রে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের (ইট, কাঠ ও এম এস এঙ্গেলস) কথা বলা হয়েছে।[১০০] আবার, কিছু কিছু বিদ্যালয়ের নির্মান কাজ সঠিকভাবে না হওয়ার কারণে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং ছাদ দিয়ে পানি পড়ছে, নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত রডের টেস্ট করানো হয়নি এবং বালির ব্যবহার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি।[১০১] যে ক্ষেত্রে কাজের মান ভালো হয়েছে এর কারণ হিসেবে ভবন নির্মাণকালীন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং শিক্ষকগণ তদারকি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরাও আন্তরিকতার সাথে কাজ তত্ত্বাবধান করেছে।

৫.৩ ক্রয় প্রক্রিয়া

৫.৩.১ প্রকল্পের ক্রয়-প্রক্রিয়া: প্রকল্পগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে উম্মুক্ত দর পদ্ধতি-ওটিএম বা ইজিপি-ই-গভর্ণমেন্ট প্রক্রিউরমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় না করে সরাসরি-ডিপিএম এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ ছাড়া সরাসরি ক্রয় করা যাবে না বলা থাকলেও আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ -এ এই ধরনের কারণ না

---

[৯৯] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৭-৫০, http://www.shed.gov.bd/, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৫-৬, http://www.eedmoe.gov.bd/site/page/5929e04f-066b-4846-b80e-c957f7754d58/ (আগস্ট ২০২১)।

[১০০] পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ২০ নভেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা ৫।

[১০১] পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জুন ২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫, https://imed.gov.bd/site/page/f11c522e-0ddd-49ec-908b-53eee46ba659 (২৩ জুলাই ২০২১)।

থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগের অভিযোগ রয়েছে। এর অন্যতম কারণ, দরপত্র আহবান ছাড়া সরাসরি ক্রয়ে বেশি টাকার ভাউচার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ এবং আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে পছন্দনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকে। সরাসরি ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করা হয়। জানা যায়, প্রকল্প পরিচালক প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা তিনগুণ দামে মডেম ক্রয় করে। এমনকি সময়মতো ক্রয় করতে না পারায় প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত গেছে (২০১৮ সালে)।

আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ এর আওতায় ৩১ হাজার ৩৪০টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ (এমএমসি) দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৯টি শিক্ষা অঞ্চলের মধ্যে ৫টি অঞ্চলে শুধুমাত্র মডেম সরবরাহ করা হয়। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র আট শতাংশ। উক্ত প্রকল্পের আওতায় একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি।[১০২] এমএমসি'র সকল উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের জন্য বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে/পৃথক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হয়।

ক্রয়-প্রক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতবিরোধঃ আইসিটি ফেস-২ প্রকল্পে এক হাজার ৩৫৩ কোটি টাকার প্রকল্পে ৮শ থেকে ৯শ কোটি টাকার কেনাকাটা হবে, বাকি টাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তবে সরঞ্জাম ক্রয়-প্রক্রিয়া ডিপিএম না ওটিএম পদ্ধতি হবে তা নিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।[১০৩]

৫.৩.২ ক্রয়ে ডিপিপি অনুসরণ না করা এবং প্রশিক্ষণের অর্থ আত্মসাত

এমএমসি সরঞ্জাম ক্রয়েঃ আইসিটি ফেস-২ প্রকল্পে একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ করার জন্য চার ধরনের উপকরণ যেমন, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (স্কিনসহ), ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে। জানা যায়, এমএমসি'র উপকরণ ক্রয়ে ডিপিপিতে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়।

প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়েঃ আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প-২ এ প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠে। প্রশিক্ষণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে দরপত্র আহবান করা হয়নি। কোটেশন ছাড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং প্রশিক্ষণ সনদ ছাপানো হয়েছে। ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রীর কোনো স্টক এন্ট্রি করা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসামগ্রী ভেন্যু কর্তৃপক্ষ না পেলেও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।[১০৪] দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে প্রশিক্ষণ কোর্সের ম্যানুয়াল বাবদ, প্রশিক্ষণ ব্যাগ, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, এবং প্রশিক্ষণ সামগ্রী পৌঁছানোর পরিবহন খরচ বাবদ। এছাড়া প্রশিক্ষণ সনদ ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল বাবদ ব্যয় আলাদাভাবে দেখানোর কথা থাকলেও তা করা হয়নি। প্রকল্পের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন খাতের টাকা প্রশিক্ষণ খাতে একীভূত করে একত্রে ছাড় করানো হয় পিপিআর (পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট বিধিমালা) অনুসরন না করে।[১০৫]

প্রশিক্ষণ খাতে অগ্রীম অর্থ উত্তোলনে প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র ছাড়া বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও এর অতিরিক্ত উত্তোলন করা হয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে (মন্ত্রণালয়কে) অবহিত না করে। জানা যায়, ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বেসিক টিচার প্রশিক্ষণ (বিটিটি) ও প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রশিক্ষণে (এইচআইটি) ১১২১ ব্যাচের ভেন্যু চার্জ বাবদ এক কোটি ৮৮ লাখ ১৬ হাজার টাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে যা সরকারি অর্থের অপব্যবহার। কারণ, ভেন্যুগুলো সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এই অর্থ তাদের প্রাপ্য নয়।[১০৬]

একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও সম্মানী নিয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৪টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাঁচটি হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং একটি

[১০২] শ.আলম সুমন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি প্রকল্প: ৭৮ দিনে ১১২১টি প্রশিক্ষণে হাজিরা', ১৫ নভেম্বর ২০২০, https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/11/15/975885

[১০৩] একজন গণমাধ্যম কর্মীর দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

[১০৪] এস.এম.আব্বাস, 'আইসিটি প্রকল্পে ৯৬ কোটি টাকা দুর্নীতির ফের তদন্ত', ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.banglatribune.com/others/news/597594; শ.আলম সুমন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি প্রকল্প: ৭৮ দিনে ১১২১টি প্রশিক্ষণে হাজিরা', ১৫ নভেম্বর ২০২০, https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/11/15/975885

[১০৫] প্রাগুক্ত।

[১০৬] প্রাগুক্ত।

বাংলাদেশ মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট একই সময়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হলেও সব ভেন্যুতে প্রকল্প পরিচালক 'প্রোগ্রাম পরিচালক' দেখিয়ে মাত্র সাড়ে তিন মাসে ১৬ লাখ ৮১ হাজার ৫০০ টাকা সম্মানী গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনি কখনো প্রধান অতিথি, কখনো বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মানী নিয়েছে, যদিও কোনো ভেন্যুতে কোনো প্রোগ্রাম পরিচালনা/ভেন্যু সরেজমিন পরিদর্শন করার নথি ছিলনা। এই টাকা সরকারি কোষাকারে ফেরতের সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে আবার কোথাও আধাবেলা করে চার থেকে ছয় দিনে নামেমাত্র অনুষ্ঠিত হয়।[১০৭]

৫.৩.৩ সরবরাহকৃত দ্রব্যসামগ্রীর মান: আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (ফেস-১) প্রকল্পে (জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৫ পর্যন্ত) মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপনে ২৩ হাজার ৩৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'দোয়েল ল্যাপটপ' দেওয়া হয়েছিল যার মান ভালো ছিল না বলে অভিযোগ রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য উপকরণও নিম্নমানের ছিল। এতে দীর্ঘ সময় ধরে উপকরণ ব্যবহার করা যায়নি। যে কারণে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের পাঠদান কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

৫.৩.৪ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের দ্রব্যাদি সরবরাহে বিলম্ব: তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ১৫০০টি এমপিওভুক্ত কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুতল ভবন নির্মান, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহের (কাঠের তৈরি টেবিল ও বেঞ্চ) কথা বলা হয়। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হস্তান্তরকৃত ভবনের সবগুলোতে টেবিল ও বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়নি। প্রকল্প থেকে ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হলেও ঠিকাদার সময় মতো তা সরবরাহ করতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে থেকে কখনো সাত মাস বা আরও বেশি সময় লাগে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৪৫০টি কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে (৫১০টি কলেজের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে)।[১০৮]

৫.৩.৫ সরবরাহকৃত ডিভাইজ মানসম্পন্ন না হওয়া: সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ) এর আওতায় দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবন নির্মাণ, বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আইসিটি যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ৭১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইএলসি (আইসিটি লার্নিং সেন্টার) স্থাপন সেসিপ এর একটি অন্যতম কর্মসূচি। উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় দেশব্যাপী মোট ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার (আইএলসি) স্থাপন করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২১টি করে ল্যাপটপসহ সার্ভার, পাওয়ার এক্সটেনশন বোর্ড, লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, আইপিএস, ফোর জি মোডেম, ওয়্যারলেস রাউটার, এলইডি স্মার্ট টিভি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। আইসিটি লার্নিং সেন্টারসমূহে সেসিপ -এর আওতায় প্রস্তুতকৃত ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণ করছে।[১০৯]

২০১৬ সালে ৬৪০টি স্কুলের বিপরীতে ২১টি করে ল্যাপটপ অর্থাৎ প্রায় ১৪০০০ ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়। ক্রয়কৃত দ্রব্যগুলোর মান ভালো ছিল না। ২০১৮ সালে আইএলসি সেন্টার স্থাপনে আইসিটি ল্যাবের জন্য ক্রয়কৃত ডিভাইস মানসম্মত না হওয়ায় অনেক ইউপিএস ঠিকমতো ব্যাকআপ দিচ্ছে না বলে জানায় আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-পরিচালক। এক্ষেত্রে থার্ড পার্টি কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে ল্যাপটপগুলো ক্রয় করা হয়, ঠিকাদাররা ফাঁকফোকর খোজে খারাপ প্রোডাক্ট দিয়ে বেশি লাভ করার, তাই মানসম্পন্ন দ্রব্য পাওয়াটাই চালেঞ্জ বলে মনে করে সেসিপ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

৫.৩.৬ প্রকল্পের অর্থ অন্য খাতে খরচ: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজন করে যেমন, ইফতার পার্টি, আলোচনা সভা, শিক্ষা মেলা, উদ্ভাবনী মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের খরচ প্রকল্প থেকে বহন করা হয়। যদিও মন্ত্রণালয়ের এ বাবদ পৃথক বাজেট রয়েছে। সকল প্রকল্পের মধ্যে সেসিপ এসকল অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বেশি অর্থ দিয়ে থাকে। এই অর্থ প্রতি কর্মসূচিতে দিতে হয়। এভাবে যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রকল্প থেকে টাকা নেওয়া হয়। এই টাকা প্রদানের কোনো নথি থাকে না বিধায় প্রকল্পগুলো উক্ত খরচ 'অন্যান্য ব্যয়' (এসি মেরামত, কার্পেট পরিষ্কার ইত্যাদি) হিসেবে দেখিয়ে ডিজি মহোদয়ের স্বাক্ষর নিয়ে সমন্বয় করে থাকে।

৫.৪ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ

৫.৪.১ সংশ্লিষ্টদের বিদেশ প্রশিক্ষণের সুযোগ: মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বিদেশ প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। সবচেয়ে বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্প এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

[১০৭] প্রাগুক্ত।

[১০৮] শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৭-৫০, http://www.shed.gov.bd/.

[১০৯] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯।

(সেসিপ) থেকে। বিদেশ প্রশিক্ষণগুলোর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারিত হয়। প্রশিক্ষণে কারা যাবে তা নির্ধরিত হয় লবিং বা তদবিরের মাধ্যমে। এতে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত সকলের বিদেশ প্রশিক্ষণে যাওয়ার সুযোগ হয় না।

টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট (টিকিউআই-২) প্রকল্পটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প। উক্ত প্রকল্প থেকে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ শিক্ষক নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের জন্য বলা হলেও বেশিরভাগ গিয়েছে আমলা, যারা শিক্ষক নয়, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। এমনও হয়েছে ইংল্যাণ্ডে গণিতের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় মাউশির দুই সহকারী পরিচালককে, যাদের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, অন্যজন সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক। টিকিউআই-২ অর্থায়নে নিউজিল্যান্ড প্রশিক্ষণ নিতে যায় ১৬ জন কর্মকর্তা, এদেরমধ্যে আটজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ছয়জন সরকারি কলেজের শিক্ষক, এবং একজন মাত্র সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক; প্রশিক্ষণের পরিচয় পর্বে আটজনই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা থাকায় তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে নিউজিল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পরে বাধ্য হয়ে ওই আটজন নিউজিল্যান্ড ঘুরে বেড়িয়েছে বাকীরা প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেছে।[১১০] উক্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত নয় তারা গিয়েছে।[১১১]

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণে অন্য দফতরের কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। জানা যায়, কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ নিতে ১৯ জন কর্মকর্তা অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে এগারজন মন্ত্রণালয় ও মাউশির কর্মকর্তা, বাকী সবাই অন্যান্য দফতরের।[১১২] সম্প্রতি কোরিয়াতে আইসিটি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নিতে সরকারি ও বেসরকারি হাই স্কুলের ১৮ জন শিক্ষক যাদের একাডেমিক ফলাফল ভালো তাদের পাঠানো হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের সঙ্গে গাইড হিসেবে যান মাউশির দুইজন সহকারী পরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার-ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার।

আবার, কিছু ব্যক্তির একাধিকবার বিদেশ ভ্রমন, প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে পরদিনই অবসর গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।[১১৩] উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই সীমিত।

৫.৫ এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর অবসর ও কল্যাণ ভাতা

৫.৫.১ দ্রুত অবসর ভাতা ও কল্যাণ সুবিধা আদায়: এমপিওভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক অবসর সুবিধা পাওয়ার জন্য তিনি সর্বশেষ যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে অবসর সুবিধা বোর্ডে আবেদন দাখিল করতে হতো। ০৩ মে ২০১৮ তারিখ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর ভাতার আবেদন অন-লাইনভিত্তিক করা হয়েছে।[১১৪] আবেদন পরবর্তী অবসর সুবিধা বোর্ডের কম্পিউটারে একটি সিরিয়াল নাম্বার পড়ে, এরপর বোর্ডের সভা হয় এবং সিরিয়ার নাম্বার অনুযায়ী অবসর সুবিধা প্রেরণ করা হয়। অবসর ভাতার জন্য অবসর সুবিধা বোর্ডে এবং কল্যাণ ভাতার জন্য কল্যাণ ট্রাস্টে আবেদনের প্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক চেকে অর্থ প্রেরণ করা হয়। মাউশি অধিদপ্তর থেকে বেতনের চেক ছাড়করণের সময় শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও থেকে চাঁদার অংশ কেটে রাখা হয় এবং চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে উক্ত টাকা জমা করা হলে ব্যাংক থেকে চেক প্রেরণ করা হয় অবসর সুবিধা বোর্ডে।

শিক্ষক-কর্মচারীর বেতনের অংশের টাকা ব্যাংকে জমা হলেও, অনুদান তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় অবসর গ্রহণের সাথে সাথে উক্ত ভাতা পাওয়া যায় না, কখন সরকার অর্থ ছাড় করবে সেই অপেক্ষায় থাকতে হয়। কল্যাণ ট্যাস্টের অর্থ অবসর গ্রহণের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে পাওয়া যায় বিশেষ করে হজ্জপালন বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে অথবা তদবিরের মাধ্যমে আরও আগে পাওয়া যায়। যেমন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষক স্থানীয় সাংসদের কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা আগেই তুলতে পেরেছেন। আবার কেউ যদি দ্রুত অবসর ভাতা পেতে চান তবে তাকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ খরচ করতে হয়। মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজ্বে গমন এমন কিছু বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তেতে আবেদনের প্রেক্ষিতে সিরিয়াল ভঙ্গ করে দেওয়ার সুযোগ আছে বিধায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ খরচ করলে এর যে কোনো একটি ক্যাটাগরিতে ফেলে দ্রুত অবসর সুবিধা পাওয়া যায়।

৫.৬ এম.পি.ওভুক্তি

---

[১১০] শ. আলম সুমন, 'শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রকল্পে শিক্ষকরাই নেই', ০৪ নভেম্বর ২০১৬, বিস্তারিত, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2016/11/04/424774; (এপ্রিল ২০২০)।
[১১১] টিকিউআই-২ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী।
[১১২] দৈনিক যুগান্তর, 'প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণ', ১৯ জুলাই ২০১৭, https://www.jugantor.com/news-archive/online/national/2017/07/19/52541
[১১৩] বাংলাদেশ জার্নাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০, বিস্তারিত, https://android.bd-journal.com/education/108222/ (এপ্রিল ২০২০)।
[১১৪] বিস্তারিত, http://www.terbb.gov.bd/site/view/notices.

৫.৬.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি: দেশে এ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়েছে এমন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার আর এমপিওভুক্ত হয়নি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় সাত হাজার। ২০১৯ সালে দুই হাজার ৬২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্কুল -কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা রয়েছে। ২০১০ সালে একসাথে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়।[১১৫] এমপিওভুক্তির জন্য মন্ত্রনালয়ে আবেদন করতে হয়। মন্ত্রনালয়ের আবেদনের পর শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাদের (স্কুল পরিদর্শক) পরিদর্শের প্রতিবেদন সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করা হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এলাকার এমপি মহোদয়ের সুপারিশ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয় না। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে জনবল কাঠামো (শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা), ভৌগোলিক দূরত্বভিত্তিক প্রাপ্যতা, জনসংখ্যাভিত্তিক প্রাপ্যতা, কাম্য শিক্ষার্থী সংখ্যা, পরীক্ষার ফলাফল (পরীক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা ও পাশের ন্যূনতম হার), একাডেমিক স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠানের বয়স, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন, সাধারণ তহবিলে এবং এফডিআর -এ সরকার নির্ধারিত টাকা জমা রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে জমি, সক্রিয় এসএমসি, নারী শিক্ষকের কোটা পূরণ ইত্যাদি শর্ত পূরণ করতে হয়।

বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, জমি, এসএমসি, এফডিআর ও সাধারণ ফান্ডে সরকার নির্ধারিত টাকা, কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থী ও পাশের হার ইত্যাদি সন্তোষজনক হলে বোর্ড এমপিও'র জন্য সুপরিশ করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১১৬] ২০১৯ সালে ২৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। এমপিওভুক্তির নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে অর্থাৎ তথ্য গোপন করে, ভুয়া তথ্য দিয়ে, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান, ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হওয়ায় ১১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। যারমধ্যে ১৮টি স্কুল ও কলেজ (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নয়টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় চারটি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ একটি, এবং ডিগ্রি কলেজ চারটি) রয়েছে।[১১৭] ২০১০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতেও তদবির এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল। এলাকাভেদে এবং শর্তাবলী পূরণের ওপর নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

৫.৬.২ শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি: এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া: পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরাসরি শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও'র অনুমোদন দেওয়া হতো। বর্তমানে উপ-পরিচালক (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের মাধ্যমে এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। পূর্বে এমপিও'র নথিপত্রের হার্ডকপি জেলা শিক্ষা অফিসে জমা দিতে হতো, জেলা শিক্ষা অফিস থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠানো হতো। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে (৬ এপ্রিল ২০১৫ হতে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে আবেদন করতে হয়।[১১৮] উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন অগ্রায়ন, জেলা শিক্ষা অফিস হতে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উপ-পরিচালকের (অঞ্চল) কার্যালয়ে আবেদন অগ্রায়ন এবং উপ-পরিচালক, অঞ্চল হতে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

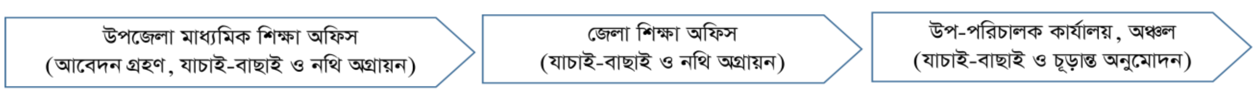

এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হওয়ার পরেও শিক্ষক ও কর্মচারীর ভোগান্তি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি কমেনি, বরং বেড়েছে। এমপিও বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে দুর্নীতিরও বিস্তৃতি হয়েছে। বর্তমানে চারটি ক্ষেত্রে *হাদিয়া বা সম্মানী* দিয়ে আবেদন অগ্রায়ন করাতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকের সাথে আর্থিক চুক্তির মাধ্যমে এমপিও'র আবেদন অগ্রায়ন করে থাকে। মাউশি অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার একজন কর্মকর্তা জানায়, 'জুলাই ২০১৫ তে এমপিও বিকেন্দ্রিকরণ হওয়ার পর বর্তমানে ৯৯ শতাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ জন, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে ২৫

---

[১১৫] https://www.dainikjamalpur.com/আবার-শুরু-হচ্ছে-দেশের-স্কুল-কলেজের-এমপিওভুক্তি/17140, ১৬ জুন ২০২১; https://www.jugantor.com/national/235610/, ২৩ অক্টোবর, ২০১৯।

[১১৬] পঞ্চগড়ে একটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ার খবরে রাতারাতি ঘর তোলা হচ্ছে, নরসিংদী সদরে মাত্র ৫০ গজের ভেতরে ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত দুটি কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে। বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/bangladesh/এমপিওভুক্তিতে-ভুল-তথ্য-দিয়ে-থাকলে-ব্যবস্থা, ৫ নভেম্বর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/499203/, ১ মে ২০২০; https://www.bbc.com/bengali/news-50156953, ২৩ অক্টোবর ২০১৯ (জানুয়ারি ২০২০)।

[১১৭] এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচিত এক হাজার ৬৫১টি স্কুল ও কলেজের মধ্যে চূড়ান্তভাবে এক হাজার ৬৩৩টি স্কুল ও কলেজের তালিকা প্রকাশ করা হয় মন্ত্রণালয় থেকে। বিস্তারিত, https://www.dainikshiksha.com/দুর্নীতির-মাধ্যমে-এমপিওভুক্তি-হওয়া-১১৫-প্রতিষ্ঠান-অবশেষে-বাদ/188410/, ১ মে ২০২০; https://www.bhorerkagoj.com/2020/05/01/বাদ-পড়ল-বিতর্কিত-১১৫-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ১ মে ২০২০।

[১১৮] https://samakal.com/index.php/bangladesh/article/19126937/

থেকে ২৬ জন এবং উপ-পরিচালকদের মধ্যে দুই থেকে তিনজন কর্মকর্তা আছে যারা অবৈধ টাকা পয়সা নেয় না, বাকি সবাই অর্থের বিনিময়ে কাজ করে এবং মানুষকে নানান ভোগান্তি দেয়, এমনও হয়েছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে কিন্তু এমপিও হয়নি।'

প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এমপিও'র জন্য তদ্বির: শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিওভুক্তি করা হয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোর প্রাপ্যতার ভিত্তিতে। এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের সময় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনটিআরসিএ -কে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষকের চাহিদা দিয়েছে। পরবর্তীতে এমপিওর সময় দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নেই। জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে এমপিও'র জন্য তদবির করতে থাকে। এতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকের ভোগান্তি হচ্ছে, তারা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

এমপিওভুক্তির বিকেন্দ্রিকরণে পাইলটিং কার্যক্রম: এমপিও বিকেন্দ্রীকরণে একটি অঞ্চলে পাইলটিং এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে সারা দেশে চালু হওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি, বরং একটি এলাকায় মাত্র দুই থেকে তিন মাস চালু করে কোনো ফলাফল না দিয়ে সারা দেশে এর কার্যক্রম চালু করা হয়। দ্রুত বিকেন্দ্রিকরণ করার পেছনে টাকার লেনদেন ছিল। যে পদ্ধতিতে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের আর্থিক দুর্নীতি করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই ঐ পদ্ধতিতেই বিকেন্দ্রীকরণে প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার প্রত্যেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছিল। এই বিপুল পরিমাণ টাকা তারা মাউশি অধিদপ্তরে দিয়েছিল বিকেন্দ্রীকরণ কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য।[১১৯] সেসিপ প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা জানায়, 'সারা দেশে অনলাইনের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে এমপিও'র ফাইল অগ্রায়ন করা হয়, একটা অঞ্চলে পাইলটিং করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সরকার বলছে যেহেতু সফটওয়ার ঠিক আছে সেহেতু একসাথে সকল অঞ্চলে শুরু করা হউক।'

এমপিও প্রদানে রাজনৈতিক প্রভাব: এমপিও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের কখনো কখনো রাজনৈতিক প্রভাবের মুখোমুখি হতে হয়। অনেকের ধারণা বিদ্যালয় এমপিও হলে সব শিক্ষক এমপিওভুক্ত হবে। প্রাপ্যতা না থাকলেও এমপিও প্রদানে রাজনৈতিকভাবে প্রভাব খাটানো হয়। যাদের ক্ষমতাবান আত্মীয়-স্বজন আছে, ফোন দিয়ে এমপিও পাইয়ে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আবেদন করবেন বলা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কাজটি তারা করে না। পার্বত্য এলাকায় নেট দূর্বল, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারে দক্ষ শিক্ষক না থাকায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কম্পিউটারের দোকান থেকে এমপিও আবেদন করা হয়। এতে দোকানগুলোতে যারা কাজ করেন তাদের লক্ষ্য থাকে কতো দ্রুত কাজ করা যায়। ফলে আবেদনের ক্ষেত্রে যতোটুকু যত্নশীল হওয়া উচিত অনেক ক্ষেত্রেই তার ঘাটতি থেকে যায়। যার প্রতিফলন ঘটে প্রয়োজনীয় সনদসহ পর্যাপ্ত নথিপত্র আপলোড না করা। এক্ষেত্রে প্রতি আবেদনে দুই হাজার হতে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে থাকে।

এমপিওভুক্তিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম থাকলেও এক্ষেত্রে আবেদনের পাশাপাশি তদবির এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আর্থিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট করা না হলে এমপিও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত হয়। এমপিওভুক্ততে নিয়ম-বর্হিভুত অর্থ আদায় সকল সময়ে বিরাজমান রয়েছে। সকলের কাছ হতে একই পরিমানে অর্থ আদায় করা হয় না। এটি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সম্পর্ক এবং আবেদনকারী শিক্ষকের সাথে প্রধান শিক্ষকের সম্পর্কের ওপর।

সাধারণত, নথিগত সমস্যার জন্য বাধ্য হয়ে অর্থ প্রদান করা, সমস্যা না থাকলেও অর্থ না দিলে ফাইল অগ্রায়ন না হওয়ায় বাধ্য হয়ে অর্থ প্রদান করা, জমা দেওয়া কাগজপত্রের নানা ধরনের ক্রুটি ধরার চেষ্টা করা এবং সময়ক্ষেপন করা হয়। অনেক সময় 'শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশের জন্য টাকা লাগবে' -এটি বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান এমপিও'র জন্য আবেদনকারীর নিকট হতে অর্থ আদায় করে এবং চুক্তিতে কাজটি করিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় আবেদনকারী দালালের সহযোগীতা নিয়ে থাকে, এক্ষেত্রে কর্মচারীর সাথে অফিস কম্পাউন্ডের বাইরে যোগাযোগ করে বা আর্থিক লেনদেন করে থাকে। দেখা গেল, অফিসের পিয়নকে বলে কাজটা করে দাও, এত টাকা দেব, কিন্তু তারতো সে ক্ষমতা নেই, এমনিই হয়ত হতো, মাঝখান থেকে সে কিছু আয় করে।' পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়) জানায়, 'এমপিওভুক্তিতে উপজেলাতে ২০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ, জেলায় ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ এবং আঞ্চলিক অফিসে ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে এখনও দুর্নীতি হয়ে থাকে।'

[১১৯] এডুকেশন রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এরাব) এর একজন অংশীজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

নিম্নে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের ধরণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

- **নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে ত্রুটিযুক্ত নথি অগ্রায়ন:** এমপিও'র জন্য অনলাইনে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রধান শিক্ষক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বরাবর আবেদন করে, আবার শিক্ষকগণ সরাসরি আবেদন করে থাকে। আবেদনে উপজেলা কার্যালয় হতে নথি সংশোধন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে তা করা হয় না। এতে অগ্রায়নকৃত আবেদন জেলা বা উপ-পরিচালকের কার্যালয় হতে বাতিল করা হয় এবং আবেদনকারীকে নতুন করে কাগজ সংযুক্ত বা তথ্য সংশোধন করে উপজেলা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে আবেদন জমা দিতে হয়। যদিও এক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নথিতে ২টি পত্রিকার (একটি জাতীয় এবং একটি স্থানীয়) বিজ্ঞপ্তি জমা দেওয়ার কথা থাকলেও জমা দিয়েছে একটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন, এসএমসি/গভার্নিং বডির নিয়োগের রেজুলেশন সংযুক্ত করা হয়নি, রেজুলেশন সংযুক্ত আছে কিন্তু সভাপতির স্বাক্ষর নেই, যে বিষয়ের শিক্ষক সেই বিষয়ের নবায়নের কাগজ নেই, প্রতিষ্ঠানের এসএমসি/গভর্নিং বডির মেয়াদ নেই, জন্ম তারিখ বা যোগদানের তারিখ সঠিকভাবে লেখা নেই, সংশ্লিষ্ট কাগজের অনুপস্থিতি, অস্পষ্ট নাম, পিতার নাম সম্পূর্ণ না লিখা, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের কোটা কোড ভুল লিখা ইত্যাদি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পর জেলা শিক্ষা অফিসে নথি অগ্রায়ন করা হয়। শিক্ষক কোড নাম্বার ১১ এর স্থলে ১০ লিখায় এপ্রিলের এমপিওর আবেদন উপ-পরিচালকের কার্যালয় হতে বাতিল করা হয় এবং পুনরায় জুনে আবেদন করা হয়।

এমপিও'র আবেদনে নথিপত্র স্ক্যানিং এর প্রয়োজন হয়। যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্ক্যানিং যন্ত্র নেই অনেকক্ষেত্রে, আবার অনেক এলাকাতে ইন্টারনেটের ধীর গতি -এ বিষয়টিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীরা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের স্ক্যানার যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে তাদের মাধ্যমে আবেদন অগ্রায়ন করিয়ে থাকে। যদিও এমপিও'র আবেদন ফরম পূরণের সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের লোকজন যখন সহায়তা করে থাকে তখন তারা নথির বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

- **নথি অগ্রায়ন ত্বরান্বিতকরণে আবেদনকারীর শিক্ষা কার্যালয়ে হাজিরা:** অন-লাইনভিত্তিক এমপিওভুক্তির কাজ হওয়ায় শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন না হলেও নথি অগ্রায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণে আবেদনকারী কখনো কখনো শিক্ষা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে নথি অগ্রায়ন করিয়ে থাকে। কখনো কখনো সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদনটি অগ্রায়ন করা হয় না। এক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার পরেই জেলা শিক্ষা অফিসে নথি অগ্রায়ন করানো হয়। উপ-পরিচালকগণ (আঞ্চলিক কার্যালয়) জানান, 'শিক্ষকদের মধ্যে ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ অনলাইনে আবেদন করার পরও উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাবে, কিছু টাকা দেবে, আবার আমাদের মাঝেও কিছু কর্মকর্তা আছে তারা নিজে থেকেই টাকা চেয়ে নেয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে সব সময় ছয় থেকে সাতজন শিক্ষক পাবেন, তারা উপজেলা কর্মকর্তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে, তাদের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক, প্রধান শিক্ষকরা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিষয়ে কখনও খারাপ মন্তব্য করবে না, তাদের সম্পর্ক খুবই ভাল।'

- **প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ কর্তৃক চুক্তির মাধ্যমে এমপিও নথি অগ্রায়ন:** এমপিওভুক্তির আবেদনে ত্রুটি থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে যাওয়ার পরই তা বাতিল হওয়ার কথা। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত আবেদনে এমপিও অগ্রায়ন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশের জন্য টাকা লাগবে বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান এমপিও'র জন্য আবেদনকারীর নিকট হতে অর্থ আদায় করে থাকে। এমপিও'র জন্য প্রধান শিক্ষককে বেশ কিছু রেজুলেশন লিখতে হয়, তাই তিনি নিজেই টাকাটা নিয়ে থাকে, পরবর্তীতে যেখানে যা খরচ তা করে বাকিটা প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়ে থাকে।

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এমপিও আবেদন অগ্রায়ন না করা: এমপিওভু**ক্তির জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে রাজি না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষা অফিস কর্তৃক আবেদন অগ্রায়ন করা হয় না, সময়ক্ষেপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভুক্তভোগী সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) যোগদান করে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে। যোগদান পরবর্তী এমপিওভুক্তির আবেদনের জন্য প্রধান শিক্ষক ৩০ হাজার টাকা দাবী করে। প্রধান শিক্ষকের কথা হল, এমপিওর আবেদন করতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসেও কিছু অর্থ দিতে হবে। দিতে রাজি হয়নি বিধায় এমপিও'র আবেদন অগ্রায়ন করা হয়নি, একই সাথে অন্য আরেকজন শিক্ষক যিনি ৩০ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছে তার আবেদনটি অগ্রায়ন করা হয়।

- **নথি সঠিক থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পর আবেদন অগ্রায়ন:** এমপিও'র আবেদনে সকল নথিপত্র ঠিক থাকলেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। নথিতে যদি কোনো সমস্যা না থাকে তবে খরচ কম হয়, আর যদি সমস্যা থাকে তবে খরচ

অনেক বেশি হয়। এই টাকা তারা বাধ্য হয়ে দেন। কারণ, কোনো কারণ ছাড়াই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস হতে ফাইল বাতিল করে দিতে পারে। সকল তথ্য সঠিক থাকলেও শুধু একটি কমেন্ট করে ফাইল বাতিল করে দিতে পারেন এই বলে যে, অনলাইনে তথ্য দেখা যাচ্ছে না, ফাইল আবার পাঠান। একজন প্রধান শিক্ষক জানায়, 'একটি উপজেলা কার্যালয় থেকে জানানো হয়, আপনাদের নিয়োগে তো কোনো টাকা পয়সা লাগে নাই, আপনারা একটু খরচ করবেন না তাই কি হয়।'

বিভিন্ন অজুহাতে এমপিওভুক্তিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের চিত্র-১

তিনজন শিক্ষকের প্রথম ধাপের আবেদন উপ-পরিচালক কার্যালয় থেকে ফেরত পাঠানো হয়। সেখানে শুধু একটি কমেন্ট লেখা ছিল, 'প্রবলেম', কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি কী সমস্যা। আবার, একজন শিক্ষকের এমপিওভুক্তির আবেদন ছয়বার ফেরত দেওয়া পাঠানো হয়। যেখানে মন্তব্য লেখা হয়েছে, এনটিআরসিএ'র নিবন্ধন সনদে সমস্যা, বিএ সনদের সমস্যা, অথচ সনদে কোনো সমস্যা নেই। তার বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে আবার বলেছে এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা সনদ যাচাই করিয়ে আনতে। এই যাচাই করিয়ে আনতে দীর্ঘ সময় ও অর্থ খরচ করতে হয়েছে। মূলত এই সমস্ত কারণেই মানুষ বাধ্য হয় ঘুষের টাকা দিতে। এই টাকা দিলে তখন কোনো সমস্যাই আর সমস্যা থাকে না।

- **বিদ্যমান এমপিও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ট্রান্সফার করাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়:** এমপিওভুক্ত ইনডেক্সধারী একজন শিক্ষক এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলে যোগদানকৃত প্রতিষ্ঠানের নামে এমপিও ট্রান্সফার করাতে হয়। চলমান এমপিও'তে এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বেতন করানোর জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। এক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এই টাকা জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে দিতে হয়। জেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে নথিতে ভুল আছে, শিক্ষকের ব্যাংকের স্লীপের লেখা ঠিক নেই, এই মাসের এমপিও'তে তাহার বেতন করানো যাবে না, আগামী পর্বে আবার আবেদন করতে হবে ইত্যাদি বলে অর্থ আদায় করা হয়। প্রধান শিক্ষক জানায়, 'যে শিক্ষক বেতন পেতো তার বেতন করাতে যদি এত ঝামেলা হয় তাহলে নতুন শিক্ষকের ক্ষেত্রে কত ঝামেলা এটা আপনি অনুভব করুন, শিক্ষা বিভাগে টাকা ছাড়া কোনো কাজ ঠিকভাবে হয় না, টাকা দিলে ভুল কাগজ ঠিক হয়ে যায়।'

বিভিন্ন অজুহাতে এমপিওভুক্তিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের চিত্র-২

অক্টোবর ২০১৭ তে একসাথে ১০ জনের এমপিওর আবেদন করা হয়। উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের প্রোগ্রামার প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে ১০ জনের কাছে এক লক্ষ টাকা দাবী করা হয়। প্রত্যেকে ১০ হাজার টাকা করে এক লাখ টাকা দেওয়া হয় প্রোগ্রামারের কাছে। ১০ জনের মধ্যে পাঁচ জনের এমপিও হলেও বাকী পাঁচ জনের এমপিও হয়নি। কারণ, মাধ্যমিকের পাঠদানের অনুমোদনের কাগজ সংযুক্ত করা নেই। এ বিষয়ে প্রোগামারকে জানানো হলো, এটিতো আপলোড করার প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে তিনি জানান, আপনার সনদ এখনও যাচাই করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক বলেন, স্যার এসব তো আপনাদের কাজ, আমরা কেন সাফার করব? উনি বলেন, টাকা ফেলেন, না হলে কাজ হবে না। পরবর্তীতে বাকী পাঁচ জনের মধ্যে চার জনের হলো, এই চার জনের মধ্যে একজনকে আরও ১০ হাজার টাকা, দুইজনকে আরও তিন হাজার টাকা করে ছয় হাজার টাকা মোট ১৬ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। একজনের (এমএলএস) এমপিও না হওয়ার কারণ ছিল নিয়োগের সময় সর্বনিম্ন তিন জন প্রার্থী থাকার কথা থাকলেও ছিল দুই জন। সবাই চেষ্টা করে কাগজে কলমে সর্বনিম্ন তিনজন প্রার্থী দেখাতে, পূর্বের প্রধান শিক্ষক এসকল কাগজপত্র ঠিক করে রেখে যায়নি। এতে তিনি এমপিওভুক্তি থেকে বঞ্চিত হন, চাকরি পেতে টাকা দিল, এমপিও'র জন্যও টাকা খরচ করল, কিন্তু এমপিওটা হলো না।

৫.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ

৫.৭.১ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ: যে সকল উপজেলায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই, সে সকল উপজেলায় একটি কলেজ ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। পরিদর্শনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়স, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা, বার্ষিক ও পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থী ফলাফল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো (জমির পরিমান), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হলে আর্থিক ব্যয় ইত্যাদি দেখে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে সে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী জনবল কাঠামো (এমপিও) অনুযায়ী সরকার প্রদত্ত শুধুমাত্র বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে, জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী যারা এমপিওভুক্ত ছিল তাদের প্রথমে আত্তীকরণ করে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং আত্তীকরণের দুইবছর পর স্থায়ীকরণ করা হয়। তখন থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীগণ সরকারি সকল ধরনের আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং শিক্ষার্থীরা কম খরচে পড়তে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে প্রথমে অডিট করা হয় এবং অডিটের পর প্রতিষ্ঠানে জমি সরকারের নামে 'ডিড অব গিফট' করতে হয়, এরপর জিও/গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

গত তিন বছরে (২০১৭-২০১৯) ৩০৩টি কলেজ ও ৩৩২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ (সরকারি) করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও শিক্ষকদের আত্তীকরণে (সরকারি) বিলম্ব হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে না। যে কারণে অনেক শিক্ষককে অবসরে যেতে হচ্ছে সরকারি সুবিধা ছাড়াই। আবার শিক্ষক-কর্মচারীর চাকুরি সরকারি না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতোই টিউশন ফি দিতে হচ্ছে।[১২০] উদাহরণস্বরূপ, একটি কলেজের জিও ঘোষণা হয়েছিল ২০১২ সালে এবং কলেজটির সরকারিকরণের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ২০১৮ সালে। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীরা যখন সরকারি (আত্তীকরণ) হবে তখন থেকে সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু প্রক্রিয়াগত কারণে চাকুরি সরকারি হতে দেরি হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে সিদ্ধান্ত জানানো হয় যে, বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরি সরকারি হতে দেরি হলেও যেদিন থেকে প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের গেজেট হয়েছে সেদিন থেকেই তারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবে, এমনকি ঐ গেজেট জারির সময়ে যেসকল শিক্ষক-কর্মচারির বয়স ৫৯ বছরের মধ্যে ছিল (অবসরের বয়স) তারা পরে অবসরে গেলেও এই সুবিধা পাবে।[১২১]

৫.৭.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে পরিদর্শনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের লক্ষ্যে মাউশির মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শক টীম গঠন করা হয়। পরিদর্শন টীম কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতের মন্ত্রণালয়ের সভায় পর্যালোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকের সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিদর্শন টীম গঠন করা হয়। পরিদর্শন টীম পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সকল নথিপত্র প্রস্তুত রাখার জন্য অবহিত করে থাকে। পরিদর্শনে সকল নথিপত্র তারা তৎক্ষনাত পর্যালোচনা করে থাকে, আবার কখনো সকল নথিপত্র সাথে নিয়ে ঢাকায় ফিরে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে।

জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কোনো শিক্ষকের নিয়োগে রেজুলেশন করা নেই, রেজুলেশনে যাদের স্বাক্ষর থাকার কথা সকলের স্বাক্ষর করা নেই, কোনো নথিতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর নেই ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিদর্শন টীম নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকে। কখনো পরিদর্শন টীম কর্তৃক বলা হয়- তোমার চাকরি সরকারি হবে, তুমি টাকা খরচ করবা না, কখনো আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি কর্তৃক বলা হয়- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য তাদেরকে লবিং করতে হচ্ছে, টাকা দিতে হচ্ছে এই বলে শিক্ষকদের নিকট হতে অর্থ আদায় করে থাকে। শিক্ষকদের কাছ হতে উত্তোলিত এ অর্থ পরিদর্শন টীম, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও ও গভর্নিং বডি নিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্কুল অ্যাণ্ড কলেজের একজন সহকারী শিক্ষক জানায়, 'জাতীয়করণের পেছনে টাকা পয়সার বিষয় থাকার কথা না থাকলেও প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে শিক্ষকরা জিম্মী। প্রতিষ্ঠান প্রধান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ঢাকা দৌড়াচ্ছে, বলছে এখানে ফাইল আটকে আছে, ওখানে ফাইল আটকে আছে। সাধারণ শিক্ষকরা এসব বিষয়ে সব জানে না, আমাদের জিজ্ঞাসা করারও সুযোগ থাকে না।' একজন গণমাধ্যম কর্মী জানায়, 'জাতীয়করণের ক্ষেত্রে পরিদর্শনে ৯০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়া হয়, ১০ শতাংশ এর ক্ষেত্রে নিতে না পারার কারণ, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষামন্ত্রীর নিজের এলাকার বা মূখ্য সচিবের নিজের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, এক্ষেত্রে শিক্ষকদের থেকে টাকা তুললে হয়তো ঐ অধ্যক্ষের চাকরি থাকবে না।' প্রকাশিত এক প্রতিবেদনেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।[১২২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণে পরিদর্শনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের একটি নমুনা

একজন গণমাধ্যমকর্মী জানায়, ২০১৮ সালে তার এক সহকর্মীর বোন একটি জেলার এক কলেজের শিক্ষক পদে যোগদান করে। যোগদানের কিছুদিন পর শিক্ষক জানতে পারে কলেজটি জাতীয়করণ করা হবে। কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে তাই প্রিন্সিপাল সকল শিক্ষককে টাকা দিতে বলে। যারা ১০ বছরের বেশি পুরানো তাদের কাছে ১ লক্ষ টাকা, যারা ১০ বছরের কম পুরনো তাদের কাছে ১.৫ লক্ষ টাকা দাবি করা হয় এবং সবার কাছ হতে টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়নি। তিনি আরও জানান, জাতীয়করণের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা করে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানকে দিতে হয়, এই টাকা থেকে তিনি কিছু রেখে বাকি টাকা পরিদর্শন টীমকে দিয়ে থাকে।

৫.৮ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

[১২০] বার্ষিক প্রতিবেদন, মাউশি অধিদপ্তর, বিস্তারিত, http://www.dshe.gov.bd, https://www.dainikshiksha.com/জাতীয়করণ-হওয়া-কলেজ-ও-হাইস্কুল-নিয়ে-জনবল-আত্তীকরণে-তালগোল/1 7 5 8 3 6 /, ৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

[১২১] https://www.prothomalo.com/education/higher-education/জাতীয়করণের-দিন-থেকে-সুবিধা-পাবে-স্কুল-কলেজ-শিক্ষক-কর্মচারিরা।

[১২২] মা.বিল্লাহ, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা', ৩১ আগস্ট ২০২০, https://www.risingbd.com/opinion/news/206306 (সেপ্টেম্বর ২০২০)।

৫.৮.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরীক্ষা প্রতিবেদন: পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় জাল সনদ, নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতসহ নানান অনিয়ম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে প্রভাব খাটানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে হয়রানির শিকার হতে হয় পরিদর্শকদের। প্রথমে ঊর্ধ্বতন থেকে অনুরোধ করা হয়, না শুনলে শিক্ষা পরিদর্শকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা পরিদর্শক জানায়, 'একটি স্কুল এণ্ড কলেজে (নাম প্রকাশ না করার শর্তে) পরিদর্শনে ব্যয়ের খাতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পরে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়, কলেজের অধ্যক্ষের ভাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব হওয়ায় তিনি অভিযোগ তুলে নিতে বলে, চাকরি খাওয়ার হুমকি দেয়।' পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানায়, 'ঢাকার একটি স্কুল এন্ড কলেজে (নাম প্রকাশ না করার শর্তে) হাইকোর্ট এর নির্দেশে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয় ০১ এপ্রিল ২০১৭, ০২ এপ্রিল ২০১৭ এবং ০৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে যেখানে এক কোটি ১৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকা আত্মসাতের ঘটনা পাওয়া যায়, এ বিষয়ে তদবির এসেছে মন্ত্রী, সাংবাদিক, এবং সচিব হতে।'

৫.৮.২ টীমসহ পরিদর্শনে না পাঠানোর জন্য তদবির: উপ-পরিচালকগণ যখন পরিদর্শনে যায় অনেক ক্ষেত্রে টীমে না পাঠিয়ে একা পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির করা হয়। পরিদর্শনে সংগৃহীত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বেশিরভাগ অংশ নিজের কাছে রাখার জন্য এই তদবির করা হয়। এক্ষেত্রে পরিচালককে নানা ধরনের উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ করা হয়। ডিআইএ'র সহকারী পরিদর্শক থেকে উপ-পরিচালক পর্যন্ত কর্মকর্তারা পরিদর্শনে গিয়ে থাকে, যুগ্ম পরিচালক ও পরিচালক শুধুমাত্র সহকারী পরিদর্শক, উপ-পরিচালকদের পরিদর্শন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখতে মাঝে মধ্যে পরিদর্শনে যেয়ে থাকে।

৫.৮.৩ পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তির ধরণ: পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে উত্থাপিত আপত্তির ধরণসমূহের মধ্যে রয়েছে, ভ্যাট কম দেওয়া, ক্রয়ের নীতিমালা শতভাগ না মানা, ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাত, অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি মানা হয় না (নিয়োগের ক্ষেত্রে যাদের উপস্থিত থাকার কথা তাদের সকলের উপস্থিত নিশ্চিত করা হয় না, যোগ্যতা শিথিল করে নিয়োগ দেওয়া), জাল সনদ, বিএড ডিগ্রির সনদ কিনে সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়া, যোগদানের রেজুলেশন না থাকা, কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকা, এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়, মাসিক বেতন ও কোচিং ফিসহ অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্যাটার্ন (জনবল কাঠামো) এর অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, ভুয়া শাখা খুলে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ, উপবৃত্তি প্রদানে অনিয়ম ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফী ব্যাংকে জমা না করা, দূর্গম এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ (পিটি) না করা, জাতীয় সঙ্গীত নিয়মিত না হওয়া, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের উপকরণগুলো ঠিকমতো ব্যবহার না করা (বিজ্ঞানের নানান বিষয় পড়ানোর সময় উপকরণ ব্যবহার, ব্যাঙের শারীরিক নানান বিষয় পড়ানোর সময় ব্যাঙের ছবি দেখিয়ে পরিচিতি করানো) ইত্যাদি। ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, প্রায় ২৩ হাজার সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে ২১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা তছরুপ করা হয়।[১২৩]

মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক (০১ এপ্রিল ২০১৭-০৩ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত) ঢাকার একটি স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শনে যে সকল নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয় এর নমুনা তুলে ধরা হলো

দৈনিক জমা খরচ খাতা অনুসারে ০৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে এক কোটি ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬১০ টাকা নগদ থাকার কথা কিন্তু বাস্তবে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আছে মর্মে অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান। সুতরাং এক কোটি ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬১০ টাকা আত্মসাত করা হয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিলের টাকা জমা দেওয়ার উদেশ্যে প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব থেকে উত্তোলিত ১১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩০৫ টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাত করা হয়। ভাউচারবিহীন মোট খরচ পাওয়া যায় ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার দুই টাকা। আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণে কলামনার ক্যাশবহি ব্যবহার করা হয়নি। জানুয়ারি ২০১২ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির রেজুলেশন বহি পাওয়া যায়নি এবং পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে ব্যয় করা হয়। মডেল টেস্ট ও কোচিং বাবদ ৭২ হাজার টাকার আর্থিক অনিয়ম পাওয়া যায়। এছাড়া বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি, আয়-ব্যয়ের হিসাবের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করা হয়নি, ধারাবাহিকভাবে ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ করা হয়নি, আর্থিক বিধি অনুসরণ না করে ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৫৩ টাকার আসবাব মেরামত ও ক্রয় করা হয়। নির্মাণ ও মেরামত বাবদ ৫১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০১ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব হতে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে ২৪ লক্ষ টাকা হস্তান্তর করা হয়।

[১২৩] বাংলাদেশ প্রতিদিন, '১০ বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি', ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০, https://www.bd-pratidin.com/national/2020/09/02/562754, (অক্টোবর ২০২০)

৫.৮.৪ নিরীক্ষায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তির নিষ্পত্তিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন নথিপত্রে দুর্বলতা থাকে। পূর্বে যে নিয়োগগুলো হয়েছিল সেক্ষেত্রে নিয়োগের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিয়োগের সকল নথি (নিয়োগের রেজুলেশন, স্বনামধন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, নিয়োগের সময়কার গভর্নিং বডির স্বাক্ষরিত কাগজ ইত্যাদি) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি। এতে পরবর্তীতে অডিটর আসলে নিয়োগের সকল সমস্যা শিক্ষকের ওপর বর্তায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের হিসাবের নথিপত্র সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় না, কখনো কখনো ভাউচার বা চেকে লেখার ক্ষেত্রে কাটাকাটি বা ঘষামাজা থাকলেও সেখানে প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর থাকে না, ভাউচারে স্কুল কমিটি, প্রতিষ্ঠান প্রধান ও স্থানীয় অডিটর সকলের স্বাক্ষর থাকে না, শিক্ষকের ভুয়া সনদপত্র ইত্যাদি। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ঢাকার (আগস্ট, ২০১৯ তারিখে) ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন যেখানে একটি প্রতিষ্ঠানেও সঠিকভাবে ভাউচার সংরক্ষণ করা পাননি বলে জানায়।

অডিটরের পক্ষ থেকে এসকল দুর্বলতাগুলো ব্যবহার করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ে চাপ প্রয়োগ করা হয় আবার কখনো কখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতার জন্য পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করে থাকে। টাকা না দিলে অডিট আপত্তি বেশি থাকে, টাকা দিলে অডিট আপত্তি থাকে না। গবেষণায় তথ্যদাতারা জানায়, পরিদর্শকরা একাধিক ভুল ধরার চেষ্ঠা করে, ফলে নিয়মবর্হিভূত অর্থ দিতে বাধ্য হই, অডিটরকে খুশি রাখার চেষ্টা করি, যাতে কোনো সমস্যা না হয়, কোনো কারণে যাতে বিদ্যালয়টিতে নিয়োগ থেকে শুরু করে অন্য কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা না হয়। শিক্ষকের "সার্টিফিকেট সন্দেহজনক" এই মর্মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন দেওয়া হলে ছয় মাসের জন্য প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত হওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য শিক্ষকরা অর্থ দিয়ে থাকে।

পরিদর্শক/অডিটররা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকদের এক/দুই মাসের এমপিও'র অর্থ দাবি ও আদায় করে থাকে। এক্ষেত্রে তদবির করে যতটা কমানো যায়। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কম থাকলে সকল শিক্ষকের দুটি এমপিওর টাকা দিতে হয় আর বেশি শিক্ষক থাকলে একটি এমপিও'র টাকা দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কলেজ বা হাই স্কুলে যদি গড়ে ৩০ জন শিক্ষক থাকে এবং তারা যদি গড়ে ১৬ থেকে ২০ হাজার টাকা বেতন পায় তাহলে এ অর্থের পরিমাণ দাড়ায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিতে অডিটরের পক্ষ থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের একটি নমুনা

একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক জানায়, 'তিনি একটি এসইএসডিপি বিদ্যালয়ের কাগজপত্র গুছিয়ে দিয়ে এসেছিলেন নিজ হাতে, তারপর ঐ প্রতিষ্ঠানের কাছে নিরীক্ষক তিন লাখ টাকা দাবি করলে বলা হয় টাকা না দিলে প্রতিবেদন ভালো আসবে না। বিষয়টি নিয়ে তিনি সরাসরি অডিটরের সাথে কথা বলে তিনি তার পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে কেনো অযৌক্তিকভাবে এতো বেশি টাকা দাবী করা হচ্ছে তা জানতে চান অডিটরের কাছে, যদিও বিষয়টি পরবর্তীতে তাদের মধ্যে সুরাহা হয়নি। পরে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারফত জানতে পারে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত এক লাখ টাকায় সুরাহা হয়েছে।'

নিরীক্ষায় শিক্ষকদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের কারো কারো নথিপত্রে সমস্যা রয়েছে। এক প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, ৩০ মে ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ শিক্ষকের ভুয়া সনদ সনাক্ত করা হয়েছে এবং ১০ শতাংশ বিদ্যালয়ে কাগজপত্রে এখনো সমস্যা রয়েছে।[১২৪] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষনে আসা পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল শিক্ষকের নিকট হতে টাকা উঠিয়ে থাকে এবং আদায়কৃত অর্থের একটি অংশ রেখে বাকীটা পরিদর্শন ও নিরীক্ষনে আসা কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়। অডিটর আসছে -এই কথা বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় যা শিক্ষকরা জানায়। দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানে ৩০ জন শিক্ষকের মধ্যে আট থেকে ১০ জনের কাগজে সমস্যা আছে যা প্রতিষ্ঠান প্রধান জানে এবং তিনি বলেন তোমরা টাকা দাও আমি ম্যানেজ করি, পাঁচ লাখ টাকা উঠালে পরিদর্শককে তিন লাখ টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে বাকিটা তিনি রেখে দেন। এ প্রসঙ্গে মাউশি অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানায়, 'বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা অধিদপ্তরের লোকজনের সাথে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকে।'

কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে আপ্যায়ন ও যাতায়াত ভাতা হিসেবে ৫০০ টাকা থেকে এক হাজার/দুই হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

[১২৪] পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তথ্যানুযায়ী।

৫.৯ পাঠদান অনুমোদন ও স্বীকৃতি

৫.৯.১ পাঠদান অনুমোদন: একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে পাঠদান অনুমোদন নিতে হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম, ৯ম থেকে ১০ম এবং একাদশ ও দ্বাদশ এই তিন ভাগে পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রথম তিন বছরের জন্য পাঠদান ও একাডেমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন দেওয়া হয়। পাঠদান অনুমোদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কমপক্ষে ১৪টি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল (সাধারণ তহবিলে ৫০,০০০ এবং এফডিআর ৩০,০০০ টাকা), সেমি পাকা অবকাঠামো, পাকা টয়লেট, ভৌগলিক দূরত্ব সনদ, জনসংখ্যা সনদ, শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি (সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ০.৫০ একর, পৌর ও শিল্প এলাকায় ০.৭৫ একর এবং মফস্বল এলাকায় কমপক্ষে এক একর জমি), বার্ষিক আয়, কার্যকর পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি। তবে উপকূলে বা পাহাড়ে শর্ত শিথিল করে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, একটি মেয়ে দুই কিলোমিটার দূরে যেয়ে পড়ালেখা করতে পারবে না, শর্ত মেনে অনুমোদন দেওয়া হলে অশিক্ষিতের হার বেড়ে যাবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাসের হার, স্থায়ী অবকাঠামো ইত্যাদি বিবেচনায় একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অনেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকে না, আবার নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় ও অবকাঠামো তৈরি হওয়ায় অবকাঠামো ভালো থাকে না, ভৌগোলিক দূরত্বের কোটা থাকে না এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ এবং সংরক্ষিত তহবিলের ঘাটতি থাকে অনেকক্ষেত্রে। রাজনৈতিক সুপারিশ, ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদ্বির এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান পাঠদান অনুমোদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সদরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেটির পরীক্ষা পাশের ফলাফল ভালো, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণিতে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠানের তহবিলে ৬০ লক্ষ টাকা, অনুমোদন পাওয়ার সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রাপ্যতা না থাকার কারণে পাঠদান অনুমোদন পায়নি, অথচ এর চেয়েও দুর্বল চার থেকে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন পায়।[১২৫] প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ এবং জনসংখ্যার সনদ নেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন পর্যায়ে তদ্বিরের মাধ্যমে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব ও জনসংখ্যা সনদ এবং শর্ত শিথিল করে পাঠদান অনুমোদনের একটি নমুনা
প্রধান শিক্ষকের এক আত্মীয় গফরগাঁও উপজেলা আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত, তার সুপারিশে ইউএনও'এর কাছ থেকে দূরত্ব সনদ, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কাছ থেকে জনসংখ্যা সনদ তিনি সহজেই পেয়ে যান এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন পর্যায়ে এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় শর্ত শিথিল করে পাঠদান ও অস্থায়ী স্বীকৃতির অনুমোদন পান। দূরত্ব সনদ এবং জনসংখ্যা সনদ নেওয়ার পর পাঠদান অনুমোদনের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এর বিদ্যালয় পরিদর্শক বরাবর আবেদন করা হয়। শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তার বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর বিদ্যালয় বরাবর চিঠি দেওয়া হয় যে গফরগাঁও উপজেলাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওয়ার কোটা নেই, প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমোদন দেওয়া যাবে না। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতা নেন, তিনি যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার। মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা সচিব বরাবর দরখাস্ত করে শর্ত শিথিল করিয়ে পাঠদানের অনুমোদন ও অস্থায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উক্ত ব্যক্তি সুপারিশ করে দেওয়ার পর তার আর কোনো টাকা পয়সা লাগেনি। বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেও তিনি কোনো টাকা নেননি। তবে তাকে স্বাভাবিক নিয়মে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।

৫.৯.২ পাঠদান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা: পূর্বে পাঠদান অনুমোদন শিক্ষা বোর্ড থেকে দেওয়া হতো। বোর্ডের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের প্রেক্ষিতে পাঠদান ও স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বোর্ডের অধীনেই রাখা হয়। বর্তমান নিয়মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠদান অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ডকে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। শিক্ষা বোর্ড পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠালে মন্ত্রণালয় থেকে পাঠদান অনুমোদন বা একাডেমিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে অন্যূন্য চার (৪) মাস সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি নিতে হয়।

পাঠদান অনুমেদান প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনায় কখনো কখনো শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হলেও পাঠদান অনুমোদন নেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে মাধ্যমিকের ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠদানের জন্য আবেদন করা হলে বোর্ডের সহকারী পরিদর্শক পরিদর্শনে আসে নভেম্বর ২০১৭ তারিখে। যদিও মাধ্যমিকের পাঠদান আরও আগে শুরু করা হয়। আবার, মাধ্যমিকের ৯ম ও ১০ম শ্রেণির

[১২৫] বাংলাদেশ এডুকেশন রিপোর্টার্স ফোরামের (বিইআরএফ) একজন অংশীজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

পাঠদানের জন্য ২০১১ তে চেষ্টা করা হলে তাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ যা তিন থেকে চার লাখ টাকা দিতে না পারায় পরবর্তীতে পাঠদান অনুমোদন নেওয়া হয়নি। পাঠদান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনায় যেমন, ঘুষের টাকা যোগাড় করা, পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা নতুবা পরিদর্শনে আসে না ইত্যাদিতে পাঠদান অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব করা হয়। আবার কখনো কখনো মন্ত্রণালয়েও যোগাযোগ করতে হয়। অনুমোদনের সকল শর্ত পূরণ করেও বেশ দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।

পাঠদান অনুমোদন প্রক্রিয়ার বিড়ম্বনার একটি চিত্র

একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান জানায়, নবম-দশম শ্রেণির পাঠদান অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করা হয় ২০১০ সালে। বোর্ড পরিদর্শনে আসলে বোর্ডের কর্মকর্তা নিয়ম-বহির্ভূত টাকা নিলেও প্রতিবেদন ঠিক না দেওয়ায় অনুমোদন দেওয়া হলো না। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে আবার আবেদন করে মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার অফিসারের মাধ্যমে এক লাখ টাকায় চুক্তি করা হলে তারা যথাযথ নিয়ম মেনে শিক্ষা বোর্ডকে পরিদর্শনের নির্দেশ দেয়। পরিদর্শনের জন্য শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাকে নিয়ে আসা হয় এবং দ্রুত প্রতিবেদন প্রদানে আসা-যাওয়ার গাড়ি ভাড়া বাবদ ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়, এভাবে পাঠদান অনুমোদন পাওয়া যায়।

পরিদর্শন প্রতিবেদন যাচাই: পরিদর্শন প্রতিবেদন ভালো দেওয়ার জন্য পরিদর্শককে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করা হয়। তবে পরিদর্শন প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানায়, '৩০ শতাংশ পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকে, কিন্তু এ ত্রুটি সত্ত্বেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদন পাচ্ছে।'

পাঠদান অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: মাধ্যমিকে পাঠদান অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এই অর্থ বিভিন্ন জনের মাধ্যমে আদায় করা হয়। কখনও শিক্ষা বোর্ড পরিদর্শক, অফিস সহকারী, মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সেকশন অফিসার, কখনো রাজনৈতিক নেতার মাধ্যমে। তবে এ সকল তদবিরের কাজে মন্ত্রণালয়ের অন্য সেকশনের কর্মচারীও কোনো কোনো ক্ষেত্রে জড়িত থাকে। একজন এসএমসি'র সদস্য জানায়, 'পাঠদান অনুমোদনের সুপারিশের জন্য মন্ত্রণালয়ে যাবার পর এক দালাল এক লাখ টাকা চেয়েছিল পুরো কাজটি করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি টাকা দেননি।'

সরকার দলীয় রাজনৈতিক নেতারা পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতিতে স্কুল ও কলেজ থেকে টাকা নিয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবের কাছে তদবির করে কাজটি আদায় করে থাকে। সরকার দলীয় রাজনৈতিক নেতারা পাঠদান অনুমোদন পাইয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায় করে থাকে। এই টাকার অধিকাংশই নেয় রাজনৈতিক নেতারা, সংশ্লিষ্ট অফিসে অফিস সহকারীকে বখ্‌শিশ হিসেবে ঐ রাজনৈতিক নেতা অল্প কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে। শর্ত পূরণ হলে এক থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। যদি কিছু শর্ত পূরণ না হয়, সেক্ষেত্রে টাকার পরিমান বেড়ে যায়।

একাডেমিক স্বীকৃতিতেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে শর্ত ভেঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক কলেজ ভাড়াবাড়ি নিয়ে একাডেমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানায়, 'শর্ত ভেঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে এসব বিষয় নিয়ে কথা বললে চেয়ার থাকবে না।' বাংলাদেশ এডুকেশন রিপোর্টার্স ফোরামের (বিইআরএফ) একজন সদস্য জানায়, একাডেমিক স্বীকৃতিতে এলাকাভেদে রাজনৈতিক নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি অর্থ নিয়ে থাকে। তবে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমান ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়। পরিদর্শকের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকলে অর্থ লাগলেও সামান্য কিছু পরিমাণে আর সম্পর্ক না থাকলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতা, অথবা প্রধান শিক্ষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, এদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুনলে কেউ অতিরিক্ত টাকা নেন না।

৫.৯.৩ স্বীকৃতি নবায়ন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন ও অবকাঠামো, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি বিবেচনায় স্বীকৃতি নবায়ন বিদ্যালয় ভেদে তিন থেকে পাঁচ বছর হয়ে থাকে। প্রতি তিন/পাঁচ বছর পর পর স্বীকৃতি নবায়ন করাতে হয়। স্বীকৃতি নবায়ন শিক্ষা বোর্ড করে থাকে। স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে বোর্ডে নির্ধারিত ফি'র সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি (শিক্ষার্থী সংখ্যা, পাশের হার, কমিটি ও স্বীকৃতির কাগজপত্র, সংরক্ষিত ও সাধারণ তহবিলের অর্থ ইত্যাদি) জমা দিতে হয়। অতপর বোর্ড এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে স্বীকৃতি নবায়ন দেওয়া হয়। স্বীকৃতি নবায়ন করা না হলে এমপিও বিল দেওয়া হয় না। প্রতি মাসে এমপিও'র জন্য স্বীকৃতি নবায়নের কপি জমা দিতে হয়।

স্বীকৃতি নবায়নে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমান নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের ধরন, ব্যক্তি ইত্যাদির ওপর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি কাম্য শিক্ষার্থী না থাকে তবে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। কেননা স্বীকৃতি নবায়ন করা না হলে এমপিও বিল আটকে যাবে। আবার কোনো সমস্যা না থাকলেও কম-বেশি সবাইকে নিয়ম-বহির্ভূত

অর্থ দিতে হয়। ৬০ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত দিতে হয় বলে সংশ্লিষ্টর জানায়। এই অর্থ মূলত বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়ে থাকে। কখনও কখনও বোর্ডের অফিস সহকারীর মাধ্যমেও অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে। স্বীকৃতি নবায়নের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধান দুর্নীতির সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যানেজিং কমিটি জানে এই কাজটি করতে খরচ হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু প্রতিষ্ঠান প্রধান দেখিয়ে দিল খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা যেখান থেকে তিনি ১০ হাজার টাকা নিয়ে থাকে। ২০ থেকে ২৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি হয়ে থাকে বলে তথ্যদাতারা জানায়।

স্বীকৃতি নবায়নে পরিদর্শন না আসা: স্বীকৃতি নবায়নে বোর্ড থেকে পরিদর্শনে আসার কথা থাকলেও পরিদর্শন না করে স্বীকৃতি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক জানান, '১৫ থেকে ২০ শতাংশ এর ক্ষেত্রে পরিদর্শনে আসে না, কারণ এখানে একটা অপশন আছে প্রয়োজনে পরিদর্শন করবে, তবে স্বীকৃতি নবায়নে দুর্নীতি পূর্বের থেকে বেশ কমেছে।'

৫.১০ অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা/নতুন বিভাগ ও বিষয়ের অনুমোদন

৫.১০.১ অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার অনুমোদন: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগকৃত জনবলের বেতন ভাতাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিশোধ করার শর্তে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার অনুমতি প্রদানে মন্ত্রণালয় থেকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন নিতে হয় (২০১৭ সাল হতে)। এক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে অন-লাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করে মন্ত্রণালয়ে, মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দিয়ে ফাইল পুনরায় বোর্ডে পাঠানো হয় এবং বোর্ড থেকে অনুমোদনের চিঠি দেওয়া হয়। শ্রেণি শাখা খোলার ক্ষেত্রে, প্রতিটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি) একক শ্রেণি/শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫০। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ এর অধিক হলে পরবর্তী ৪০ জনের জন্য ২য় শাখা খোলা যাবে, তৃতীয়/পরবর্তী প্রতি শাখার জন্য পূর্ববর্তী শাখায় ৫০ জন পূর্ণ হতে হবে।

নতুন বিভাগ ও বিষয়ের জন্যও আবেদন করতে হয় সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা শাখার শিক্ষা সচিব বরাবর। বোর্ড এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় নতুন বিভাগ খোলার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে। অনুমোদনপত্র বোর্ডের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়। সোনালি সেবার মাধ্যমে সরকারি ফি জমা দিতে হয়। নবম ও একাদশ শ্রেণিতে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলার জন্য প্রতি বিভাগে ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হয় প্রতিটি বিভাগে চারটি বিষয় থাকবে, তবে ৫ম বা ততোধিক বিষয় খুলতে হলে ঐ বিষয়ে কমপক্ষে ২৫ জন শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ জন হতে হবে। আবেদনের সাথে কমিটির রেজুলেশন কপি, বিগত তিন বছরের জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল, সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট, শিক্ষক কর্মচারীর তালিকা ও শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পার্শ্ববর্তী চারটি বিদ্যায়লের স্ব-স্ব প্যাডে অনাপত্তি, পাঠদান অনুমোদন, অস্থায়ী স্বীকৃতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি, তহবিল ইত্যাদি নথিপত্র সংযুক্ত করতে হয়।

৫.১০.২ শ্রেণি শাখার অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা: অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা খোলার প্রয়োজন হলেও পরিদর্শনে বিড়ম্বনা যেমন নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়, সময়ক্ষেপণ, পূর্বের চেয়ে বেশি দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদি কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার জন্য আবেদন করে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে একটি শাখায় প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী, আরেকটি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে ৯০ এর অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। নিয়মানুযায়ী আরেকটি শ্রেণি শাখার প্রয়োজন হলেও প্রক্রিয়াগত বিড়ম্বনা এবং এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি জটিলতায় কমিটি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। ২০১৫ এবং ২০১৭ সালের দিকে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রেণি শাখা (যেমন, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির খ শাখা) খোলার জন্য ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন করলেও বোর্ড থেকে পরিদর্শনে আসেনি। এছাড়া শ্রেণি শাখা খোলা, নতুন বিভাগ ও বিষয়ের অনুমোদনে বোর্ড পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করতে হয়। এগুলোর অনুমোদনে রাজনৈতিক তদবির লাগে, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। টাকা না দিলে সময়ক্ষেপণ করা হয়।

৫.১১ বিএড ও উচ্চতর স্কেল: বিএড ও উচ্চতর স্কেলের জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই টাকা দিতে হয় জেলা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারিকে।

৫.১২ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

৫.১২.১ এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগ: মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/কর্মচারী (প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর) নিয়োগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস নিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে এবং সরকারি

প্রজ্ঞাপনের আলোকে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করে থাকে। প্রতিটি পদের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগ কমিটি কর্তৃক যাচাই/বাছাই সাপেক্ষে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি, ডিজির প্রতিনিধি (জেলা সদরের সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক), মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা) থাকেন। নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাউশির প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে পত্র দেন, পত্রের আলোকে জেলা শিক্ষা অফিসার জেলার যে কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে মাউশির প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, অধ্যক্ষ নিয়োগ কমিটিতে মাউশির প্রতিনিধি হিসেবে সংস্থাটির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, অভিভাবক প্রতিনিধি, পরিচালনা কমিটির সভাপতি থাকে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং শিক্ষা সনদের যোগ্যতা মিলিয়ে মোট নাম্বারের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

৫.১২.২ নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি: স্থানীয় পর্যায়ের নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদ্বির, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের নিয়োগে আগে থেকে পছন্দ প্রার্থী সম্পর্কে বোর্ডকে বলে দেওয়া থাকে, বোর্ড সেভাবেই নাম্বার দিয়ে থাকে। পছন্দনীয় প্রার্থী নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় কম নাম্বার পাওয়া ব্যক্তিকে মৌখিক পরীক্ষায় বেশি নাম্বার দিয়ে প্রথম করিয়ে দেওয়া হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো ও মেধাবী শিক্ষক হতে বঞ্চিত হয়। জানা যায়, নিয়োগ বোর্ডে ডিজির প্রতিনিধিকে (বিদ্যালয়ের শিক্ষক) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে রাজি না হওয়ায় প্রার্থীর সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানায়, 'স্থানীয়ভাবে নিয়োগে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক তদ্বির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে।'

প্রভাবশালী নেতাদের হস্তক্ষেপে নিয়োগ পরীক্ষায় ভালো করলেও অযোগ্যকে নির্বাচন করাসহ নানা কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে অনেক মামলা রয়েছে। এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলা রয়েছে ১২ হাজার, যারমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মামলা প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ নিয়োগকে কেন্দ্র করে। এর প্রেক্ষিতে প্রায় ছয় হাজার প্রতিষ্ঠান চলছে নিয়মিত প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ ছাড়া।[১২৬]

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে সাড়ে তিন লাখ টাকা থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। নিয়োগে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে শহুরে ও গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং ভালো ও নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান। সহকারী গ্রন্থাগারিক (নন-শিক্ষক কিন্তু সহকারী শিক্ষক মর্যাদার) নিয়োগে দুই লাখ টাকা হতে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। জানা যায়, এই টাকার ভাগ বোর্ড মেম্বাররা সবাই কম বেশি পেয়ে থাকে। আবার এমনও আছে এসএমসি/গভর্নিং বডির সভাপতি পুরো টাকা নিয়েছেন। এমপিওভুক্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী লাইব্রেরিয়ান জানায়, 'স্থানীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন, রাজনৈতিক তদবির এবং আত্মীয়করণ না হলে যেমন নিয়োগ পাওয়া যায় না, আবার টাকা দিয়েও আপনি নিয়োগ পাবেন এমন নিশ্চয়তাও নেই।' প্রকল্পের নিয়োগেও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।

৫.১২.৩ জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে নিবন্ধন পরীক্ষার আয়োজন শুরু হয় ২০০৫ সাল থেকে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) হতে নিবন্ধন সনদ নিতে হতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের পর নিবন্ধন সনদসহ প্রার্থীকে আবেদন করতে হতো। আবেদন পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হতো।
একটি গর্ভনিং বডি তাদের প্রতিষ্ঠানে ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে প্রায় এক কোটি টাকা অবৈধভাবে অর্জন করেছে বলে জানায় আঞ্চলিক কার্যালয়ের একজন উপ-পরিচালক।

নিবন্ধন সনদ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে প্রতিষ্ঠান তার পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ হয়ে থাকে। নিয়োগ পাওয়ার জন্য যার যোগ্যতা আছে তাকেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয় আবার যার যোগ্যতা কম তাকেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে নিয়োগ পেতে হয়। অযোগ্য ব্যক্তিদের টাকা দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ থাকায় যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির টাকা না দিয়ে উপায় থাকে না। ফলে একদিকে যেমন ভাল ও মেধাবী শিক্ষক হতে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয় অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ভালো লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়।

[১২৬] https://www.dainikshiksha.com/যোগ্য-প্রধান-শিক্ষক-অধ্যক্ষ/79318/, ২৭ মার্চ ২০১৭।

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় নিয়োগ প্রদান না করার একটি নমুনা

সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জানায়, 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগে পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় প্রথম হই। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগদানের জন্য চিঠি প্রেরণ করে। যোগদান করতে আসলে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় এত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করি। তারা কৌশলে আমার যোগদানপত্রটি নিয়ে নেয় এবং আমাকে আর যোগদান করায় নি। বিষয়টি জানিয়ে আমি ডিডি অফিসে (খুলনা) আবেদন করি। ডিডি অফিস বিষয়টি মন্ত্রনালয়ে জানায় এবং মন্ত্রনালয় এটার সত্যতা পায় এবং আমাকে নিয়োগ দিতে সুপারিশ করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে নিয়োগ দেয়নি। ফলে যে ছেলেটি আমার স্কুলে নিয়োগ পেয়েছিল তার এখনো বেতন বা এমপিওভুক্তি হয়নি। এটি ২০১৪ সালের ঘটনা যখন এনটিআরসিএ সনদ প্রদান করতো।'

এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ গ্রহণের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠলে ২০১৫ সাল থেকে এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক চাহিদা পাঠাবে এনটিআরসিএতে। এনটিআরসিএ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর পাঠাবে। সে তালিকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক নিয়োগ দিবে। এক্ষেত্রে এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিয়োগপত্র জারি করে থাকে। গবেষণায় জানা যায়, এনটিআরসিএ কর্তৃক সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হলেও কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক যোগদানে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি করা হয়। পূর্বে নিয়োগ হলে আপনাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিতে হতো, যেহেতু কোনো অর্থ লাগেনি, প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে, সিসি ক্যামেরা ক্রয়ে ইত্যাদি কথা বলে অর্থ আদায় করা হয়। উক্ত টাকা প্রধান শিক্ষক/সভাপতি/গভর্ণিং বডি নিয়ে থাকে। পরিচালক (আঞ্চলিক কার্যালয়) জানায়, 'এনটিআরসিএ কর্তৃক চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়ার পরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের যোগদান করাতে গরিমষি করছে, অভিযোগ পেলে আমরা মৌখিকভাবে সর্তক করছি।'

৫.১২.৪ নিবন্ধন সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ এবং এমপিও প্রদান: শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার সনদ, বিভিন্ন একাডেমিক, এবং শরীরচর্চা সনদ জাল থাকা সত্ত্বেও সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান এবং পরবর্তীতে এমপিওভুক্তি হওয়া। নিয়োগকালীন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কর্তৃপক্ষ এবং এমপিও প্রদানে মাউশি কর্তৃক সনদ যাচাই হওয়ার কথা থাকলেও দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে জাল সনদে নিয়োগ প্রদান এবং এমপিওভুক্ত করা হয়। জানা যায়, ২০১৩-২০১৯ (জুন) পর্যন্ত জাল সনদের নিষ্পত্তি হয় মোট ৮২৯টি; এরমধ্যে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ ৫৯৯টি, কম্পিউটার সনদ ২২১টি, অন্যান্য সনদ ৫৯টি। সরকারের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ২০১৩ হতে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদন্ত চালিয়ে ১৫৭৭ জন শিক্ষককে চিহ্নিত করেছে যাদের কেউ নিবন্ধন সনদ, কেউ বিভিন্ন স্তরের একাডেমিক, ডিপ্লোমা ও পেশাগত সনদ জাল করে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রায় চাকুরি নিয়েছে।[১২৭]

স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান (সহকারী গ্রন্থাগারিক/ক্যাটালগার) নিয়োগে নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। লাইব্রেরিয়ান পদটি নন-শিক্ষক (তৃতীয় শ্রেণির) কিন্তু সহকারী শিক্ষক মর্যাদার। একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সনদ থাকতে হবে। কিন্তু প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সনদ না থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আবার, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) নিয়োগে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটার বিষয়ে ন্যূনতম ছয় মাসের প্রশিক্ষণ সনদ থাকার কথা বলা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটে।

৫.১৩ সরকারি শিক্ষক ও কর্মকর্তার বদলি

৫.১৩.১ সরকারি চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী একজন চাকুরিজীবীকে তিন বছর পর পর বদলির বিধান রয়েছে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বদলি করে মাউশি অধিদপ্তরের কলেজ শাখা, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি করে মাধ্যমিক শাখা, আর মাউশি অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা বদলি করে উপজেলা ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সব পর্যায়ের কর্মচারীদের। ঢাকা শহরের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে বদলি করা হয় মন্ত্রণালয় থেকে।

অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা আছে যারা দীর্ঘদিন একই স্থানে কর্মরত রয়েছে। কেউ ঢাকায় বা বিভাগীয় শহরে থাকার জন্য আবার কেউ প্রাইভেট বা কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে ঢাকায় বা যেখানে এর সুবিধা রয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করছে।

[১২৭] মু. আহমদ, 'ভুয়া শিক্ষকদের পকেটে সাড়ে ২৬ কোটি টাকা', দৈনিক যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২১, বিস্তারিত, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/415130/

অধিদপ্তরকে ম্যানেজ করে নির্দিষ্ট পদের চেয়েও অনেক বেশি শিক্ষক বিভাগীয় শহরগুলোতে অবস্থান করছে। পার্বত্য এলাকায় অবস্থানরত শিক্ষক ও কর্মকর্তার যার লোক নেই তার বদলীর সুযোগ নেই, যার লোক আছে তিনি পদায়নের ছয় মাসের মধ্যে বদলী হয়ে চলে যায়। আবার অনেক শিক্ষক পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকুরী করতে এসে পাহাড়ে স্থায়ী হয়েছেন। তবে এর সংখ্যা খুবই কম।

সহকারী শিক্ষক, কর্মচারী, প্রভাষক, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী বদলিতে এবং কলেজ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে পদায়নে রাজনৈতিক তদবির, আমলা পরিচিতি, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে বদলি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। যে বিষয়ে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ বেশি যেমন অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকের বদলিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বেশি দিতে হয়। আবার এমনও অভিযোগ রয়েছে, যেসব শিক্ষকরা কোচিং -এ জড়িত তারা উপ-পরিচালক কার্যালয়ে প্রতিমাসে সম্মানী দিয়ে থাকে। একই স্থানে দীর্ঘদিন চাকুরি করার প্রেক্ষিতে কোচিং/প্রাইভেট বাণিজ্য, দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত, তদবির করে পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করায় অন্যেরা ভালো স্থানে চাকুরি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে প্রভাব বিস্তার বা অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে বা সুযোগ তৈরি হয়।

শিক্ষক: সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। এক পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, রাজধানীর ২৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৭ জন শিক্ষক টানা ২৭ বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে, বছরের পর বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে থেকে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের অভিযোগে রাজধানীর ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, কিছু সংখ্যক শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে বছরের পর বছর ঢাকার একই বিদ্যালয়ে অবস্থান করছে।[১২৮] গবেষণায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক (সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী অধ্যাপক) বদলিতে এক লাখ টাকা থেকে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

তদ্বিরের মাধ্যমে বদলির একটি নমুনা

সরকারি কলেজের প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান) জানায়, ‘২০১৪ সালে ধামরাই সরকারি কলেজে বদলি হয়ে আসি, এক্ষেত্রে বড় ভাই দুদকের মহাপরিচালক ছিলেন যিনি মাউশিতে কথা বলিয়ে বদলি নিয়ে দেন এবং বদলির ক্ষেত্রে যে যেভাবে ম্যানেজ করতে পারে, সেভাবে বদলি নিয়ে থাকে, কারো মাউশিতে পরিচিত আছে, কেউ রাজনেতিকভাবে তদ্বির করে, কারো পরিচিত না থাকলে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়ে বদলি নিয়ে থাকে।’

কর্মকর্তা ও কর্মচারী: উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের খুব কম ক্ষেত্রে বদলি হয়ে থাকে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কেউ হয়তো ২০ বছর হিলিতে, আবার কেউ ১২ বছর ধরে একই স্থানে কর্মরত রয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বদলিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। কর্মচারী বদলিতেও অর্থ আদায় করা হয়।[১২৯] কর্মচারী যদি আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ে বদলি নিতে চায় এই অর্থের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। কারণ, উক্ত অফিস হতে এমপিও'র কার্যক্রম ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া বিভাগীয় ও বড় শহরগুলোতে পদায়নের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ৮০ শতাংশ বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়, ২০ শতাংশের ক্ষেত্রে হয় না কারণ উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে বদলির জন্য সুপারিশ করা হলে এক্ষেত্রে টাকা লাগে না।

৫.১৪ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি

৫.১৪.১ ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডি গঠন: ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির অনুমোদন দেওয়া হয় বোর্ড কর্তৃক। ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি গঠনে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে মনোনীত করা হয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ভোটে অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হন। অভিভাবক সদস্যগণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত করে থাকে।

---

[১২৮] বিস্তারিত, https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/2018/05/28/280052.html, ২৮ মে ২০১৮।

[১২৯] কালের কণ্ঠ, ‘মাউশি ডিজির শেষ কার্যদিবসে ৭৭জনকে বদলি’,৮ জানুয়ারি ২০১৮, বিস্তারিত, http://www.educationbangla.com/মাউশি-ডিজির-শেষ-কার্যদিবেস-৭৭-জনকে-বদলী/607, https://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2018/01/08/587048

এসএমসি/গর্ভানিং বডি গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ: নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে স্থানীয় এমপি কোনো কমিটিতে সভাপতি থাকার সুযোগ নেই। কিন্তু এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে সভাপতি মনোনীত করা হয়। শুধু তাই নয়, কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচিত করার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না যা শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক অশিক্ষিত লোক কমিটিতে চলে আসে। এতে করে শিক্ষকদের সাথে কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

সারণি ৫.১: এক নজরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ	৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০	স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/গভর্নিং বডি/এসএমসি
এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান	৫০,০০০-২,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ	২,০০,০০০-৩,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্নিং বডি/এসএমসি
শিক্ষক এমপিওভুক্তি	৫,০০০-১,০০,০০০	মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা	পরিদর্শনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০)	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পাঠদান অনুমোদন	১,০০,০০০-৫,০০,০০০	মধ্যসত্ত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
স্বীকৃতি নবায়ন	৫,০০০-৩০,০০০	বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষক বদলি	১,০০,০০০-২,০০,০০০	মধ্যস্বত্ত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

৫.১৫ কোভিড-১৯ অতিমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ: কোভিড-১৯ অতিমারিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলের অংশ হিসেবে ২০২০ এর মার্চের শেষে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত চার কোটির বেশি শিক্ষার্থীর স্বশরীরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়।[১৩০] শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে মাধ্যমিক পর্যায়ে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্ট এর ব্যবস্থা করা হয়। তবে কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে এটি অনেকাংশেই সফল হয়নি। ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ছে। শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামীণ ও আদিবাসী শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে এবং শিক্ষার্থীদের শিখনে ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

পাঠ গ্রহণে সক্ষমতা: ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে মাধ্যমিকের ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরা শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাশ রেকর্ডিং করিয়ে সংসদ টিভির মাধ্যমে তা প্রচার করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের সকলে উক্ত পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়নি। এক তথ্য বলছে, টিভি দেখার সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিকের প্রায় ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী এই ক্লাশগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[১৩১] যারা উক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদেরকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও অদ্যাবধি তা মোকাবেলায় কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।[১৩২] শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা টেলিভিশনের প্রচারিত ক্লাশ না দেখলেও অনলাইনের ক্লাশের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠগ্রহণের ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পেলেও গ্রামের ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা এসকল সুবিধার বাইরে থেকে যাচ্ছে। অনলাইন ক্লাশের জন্য বেসরকারি অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ল্যাপটপ/স্মার্টফোন/ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় পাঠগ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া মফস্বলের শিক্ষকরা তথ্য প্রযুক্তিতে খুব একটা দক্ষ না হওয়ায় অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাশ নিতে পারেনি।

---

[১৩০] দৈনিক প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১২, https://www.prothomalo.com/education/স্কুল-কলেজ খোলার প্রস্তুতিতে গাইডলাইন প্রকাশ।
[১৩১] দৈনিক প্রথম আলো, ৬ মে ২০২০, https://www.prothomalo.com/educatio/করোনায় টিভিতে ক্লাশের সময় ও আওতা বাড়ছে।
[১৩২] বাংলা নিউজ ২৪, ২৭ জুন, ২০২০, বিস্তারিত, https://www.banglanews24.com/national/news/bd/796652.details

অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সরাসরি কথা বা আলোচনার মাধ্যমে পাঠ গ্রহণে সহায়ক হলেও সংসদ টিভিতে প্রচারিত ক্লাশের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। মুখোমুখি ক্লাশ বন্ধ থাকায় অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত করা হলেও শেখার ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ দেখা যায়নি যেখানে শিক্ষার্থীরা বর্তমান শ্রেণির পাঠ্যক্রমসহ পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে শিখতে পারে। যদিও সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন করাসহ মোট **১৯** দফা নির্দেশনাসহ গাইডলাইন প্রকাশ করা হয় এবং এ নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করতে সকল স্কুল ও কলেজকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অধ্যায় ছয়
উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ উপসংহার: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে এবং এসডিজি-৪ -এ সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি বিরাজমান রয়েছে যা এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনও গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড) বাংলাদেশের অবস্থানে থাকার সময় সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতো শিক্ষায়, তার সুফল তারা এখন পাচ্ছে।[১৩৩] এসকাপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০১৮ এর প্রতিবেদন হতে জানা যায়, বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় দুই শতাংশ ব্যয় করে থাকে যা ঐ দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।[১৩৪] জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ টাকার অঙ্কে ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শতকরা হিসাবে এটি গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে।

শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি রয়েছে। শিক্ষকদের বেতন ভাতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় আমাদের দেশে শিক্ষকতা পেশাকে চাকুরির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বাংলাদেশে একজন অধ্যাপকের বেতন ৬৪ হাজার টাকার ওপরে অথচ ভারতে এক লাখ ১০ হাজার টাকা, পাকিস্তানে দুই লাখ ৩৪ হাজার টাকা, শ্রীলংকায় এক লাখ ৮৬ হাজার টাকা।[১৩৫]

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি রয়েছে এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার হচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। যেমন, স্থানীয়ভাবে অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে, শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষায়, শিক্ষক ও কর্মচারীর বদলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

স্থানীয় এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে সভাপতি মনোনীত করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নির্বাচিত করার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে অনেকাংশে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না যা শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক অশিক্ষিত লোক কমিটিতে চলে আসে। যাতে শিক্ষকদের সাথে কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে।

৬.২ সুপারিশ: গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

৬.২.১ আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে।
৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শিখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬.২.২ আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৪. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে।

---

[১৩৩] রা. আহমেদ, 'শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ', ২৩ জুন ২০১৮, https://www.prothomalo.com/business/.
[১৩৪] প্রাগুক্ত।
[১৩৫] শ.আলম সুমন, কালের কণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2020/10/05/962367.

৬.২.৩ মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।

৮. বেসরকারি শিক্ষকদের সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. প্রকল্প শুরুর নির্দিষ্ট সময় হতে প্রকল্প পরিচালক পদায়ন দেওয়া এবং সৎ ব্যক্তিকে পদায়ন দিতে হবে।

৬.২.৪ প্রশিক্ষণ

১১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.২.৫ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১৩. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে।

১৫. সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৬. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৭. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

১৮. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৯. **সরকারি** কলেজের শিক্ষকদের বর্তমান বার্ষিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনলাইন করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি

২০. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে।

২১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।

২২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বিস্তারিত, https://moedu.gov.bd/site/page/318a22d2-b400-48a7-8222-303ab11cc205/-
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা আইন ২০১৬ (খসড়া), তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০১৬।
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/২০১৬-২০১৯/২০২০।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, বিস্তারিত, http://www.dshe.gov.bd/
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, ২০ নভেম্বর ২০১১।
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জুন ২০১৭।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন (২০০৯-২০১৮), বিস্তারিত, http://www.shed.gov.bd/
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন প্রতিবেদন ২০০৩।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শাখা-৪ (সমন্বয়), নং-শিম/শাঃ ১০/৪(২)/২০০৭/৯৮২, তারিখ ২৬/০৮/২০০৮।
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেবা খাতে দুর্নীতি, জাতীয় খানা জরিপ-২০১৭, প্রকাশকাল ৩০ আগস্ট ২০১৮।
- ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, http://www.shed.gov.bd/site/page/fe33307e-b51f-41b0-8586-02d86c1b9086/
- ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যা ব্যুরো (ব্যানবেইস), http://www.shed.gov.bd/site/page/ac0efebf-f7de-4f34-845e-1f32969f269f/
- ওয়েবসাইট, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, http://dshe.barisaldiv.gov.bd/site/page/06bcdd21-17a9-11e7-9461-286ed488c766
- ওয়েবসাইট, জেলা শিক্ষা অফিস, http://dshe.jessore.gov.bd/site/page/66da645c-754d-436d-8760-0e42fb4414de/
- ওয়েবসাইট, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, http://dshe.sharsha.jessore.gov.bd/site/page/ff8beaea-5d7a-4298-9fef-c6aefcb2372d/
- ওয়েবসাইট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, http://www.dshe.gov.bd/site/page/b248fb28-7b6d-48b2-8695-fcc837e12125/
- ওয়েবসাইট, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর http://www.dia.gov.bd/site/page/e1cb5492-8573-43b9-bac6-f354f3b33c25/-)
- ওয়েবসাইট, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.eedmoe.gov.bd/site/page/f11de05f-2df1-4906-9374-f714a4b330ce/-
- ওয়েবসাইট, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, বিস্তারিত, http://www.terbb.gov.bd/
- ওয়েবসাইট, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, বিস্তারিত, http://www.ngte-welfaretrust.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=422
- বাংলা ট্রিবিউন, ২২জুলাই ২০২০, বিস্তারিত, https://www.banglatribune.com/national/news/633821/
- মাছুম বিল্লাহ, ৬ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত, https://bonikbarta.net/home/news_description/237360/
- দৈনিক শিক্ষা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://www.dainikshiksha.com/170091/
- এস.এম.আব্বাস, বাংলা ট্রিবিউন, ১৮ অক্টোবর ২০১৯, বিস্তারিত, https://www.banglatribune.com/571053/
- মো. বজলুর রহমান আনছারী, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ জুন ২০১৩, বিস্তারিত, https://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDZfMjJfMTNfMV8xOF8xXzUwNTIx
- সাব্বির নেওয়াজ, দৈনিক সমকাল, ২১ নভেম্বর ২০২০, https://www.samakal.com/bangladesh/article/201144015/
- মোশতাক আহমেদ, দৈনিক প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০২০,
- শ.আলম সুমন, কালের কণ্ঠ, ৫ অক্টোবর ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2020/10/05/962367
- এস.এম. আব্বাস, বাংলা ট্রিবিউন, ৫ জানুয়ারি ২০২১, https://www.banglatribune.com/660628/
- এস.এম.আব্বাস, 'আইসিটি প্রকল্পে ৯৬ কেটি টাকা দুর্নীতির ফের তদন্ত', ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯।
- শ.আলম সুমন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি প্রকল্প: ৭৮ দিনে ১১২১টি প্রশিক্ষণে হাজিরা', ১৫ নভেম্বর ২০২০, https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/11/15/975885
- আলাউদ্দিন চৌধুরী, 'মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুমে নিম্নমানের উপকরণ', ০৪ নভেম্বর ২০১৮, বিস্তারিত, https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/11/04/310963.html

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা - এই তিনটি ধারায় পরিচালিত; প্রায় ৬১.০% প্রতিষ্ঠান সাধারণ ধারায় পরিচালিত
- মাউশি অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮২% মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাউশি অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত
- মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র গণমাধ্যমে ও গবেষণায় প্রকাশিত -
  - ৪২.৯% খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার (জাতীয় খানা জরিপ, টিআইবি ২০১৭)
  - শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত
- এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি
- শিক্ষা খাত টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত -
  - টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে
  - এছাড়া উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে
- শিক্ষা খাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত

মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও সহযোগী সংস্থা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

(মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান)

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসন

- কলেজ ও প্রশাসন
- মাধ্যমিক শিক্ষা
- প্রশিক্ষণ
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন

- আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (৯টি)
- জেলা শিক্ষা অফিস (৬৪টি)
- উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (৫১৩টি)

▪ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ৬০৯টি
▪ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ১৮,৪৭২টি

সহযোগী সংস্থা

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
- শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
- শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

প্রধান উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণার পরিধি

- সাধারণ ধারার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম

গবেষণা পদ্ধতি

- **এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে**
- কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ
- দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট ৩২৫ জন)	▪ মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী
পরোক্ষ তথ্য	তথ্য পর্যালোচনা	▪ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন

গবেষণার সময়ঃ ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ; পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

সুশাসনের নির্দেশক ও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়/ ক্ষেত্রেসমুহ
সক্ষমতা	▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো ▪ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস)
স্বচ্ছতা	▪ তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও প্রবেশগম্যতা
জবাবদিহিতা	▪ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ▪ আর্থিক পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা ▪ শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয় ▪ অভিযোগ দায়ের ও বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

বিষয়সমূহ	উদ্যোগসমূহ
নীতি	▪ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ
অবকাঠামো	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ, পুণঃনির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ
আইসিটি শিক্ষা	▪ ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা ▪ পাঠদান কার্যক্রম কার্যকর ও আনন্দময় করতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন (আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক)
এমপিওভুক্তি	▪ এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইনের মাধ্যমে এমপিও প্রক্রিয়া সহজীকরণ ▪ শিক্ষক-কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেলে শতভাগ বেতন ভাতা প্রদান এবং অবসরোত্তর সুবিধা প্রদান
শিক্ষক নিয়োগ	▪ বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন ▪ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা প্রদান
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	▪ শিক্ষকদের আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	▪ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন
বৃত্তি/উপবৃত্তি/মেধাবৃত্তি	▪ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার প্রসারে বৃত্তি প্রদান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে; কিন্তু এক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে

বিষয়	কৌশলসমূহ	বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ
শিক্ষা কাঠামো	মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস	▪ অদ্যাবধি কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি
শিক্ষা প্রশাসন	শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে শিক্ষানীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন	▪ দীর্ঘ প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় খসড়া শিক্ষা আইনটি এখনো প্রণীত হয়নি; নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত
	▪ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন ▪ পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন ▪ স্বায়ত্তশাসিত স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন	▪ অদ্যাবধি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি; এতে শিক্ষার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ▪ সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

বিষয়	কৌশলসমূহ	বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ
শিক্ষক-নিয়োগ	বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন	▪ 'শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন ▪ এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগে (প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক) অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ
শিক্ষক-মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব	▪ বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ▪ শিক্ষকদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন ▪ পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ	▪ শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগের ঘাটতি
শিক্ষক-প্রশিক্ষণ	▪ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা ও দুর্বলতা দূরীকরণে বিশেষ ব্যবস্থা	▪ অদ্যাবধি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি; শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ভীত তৈরি না হওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

বিষয়	কৌশলসমূহ	বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ উন্নীত করা	▪ নির্ধারিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি; এতে শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না ▪ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১:৫১ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১:৪৪
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপণ ও বাস্তবায়ন	▪ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ আত্মস্থ করতে পারছে কিনা তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরিতে বাধা ▪ সম্প্রতি নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়নে মাউশির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ	সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতে পদায়ন (খসড়া বিধিমালা-২০০৬)	▪ অদ্যাবধি চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি; টাইম স্কেল, পেনশন সুবিধা ও পদোন্নতি হতে বঞ্চিত

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষাখাতে একটি দেশের জিডিপির ন্যূনতম ৬% অথবা জাতীয় বাজেটের ২০% বরাদ্দ রাখা উচিত
    - বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে জিডিপি সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম যা ২% থেকে প্রায় ৩%; দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষাখাতে জিডিপির প্রায় ৩% থেকে ৬% পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে থাকে
    - বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়

জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার (%)

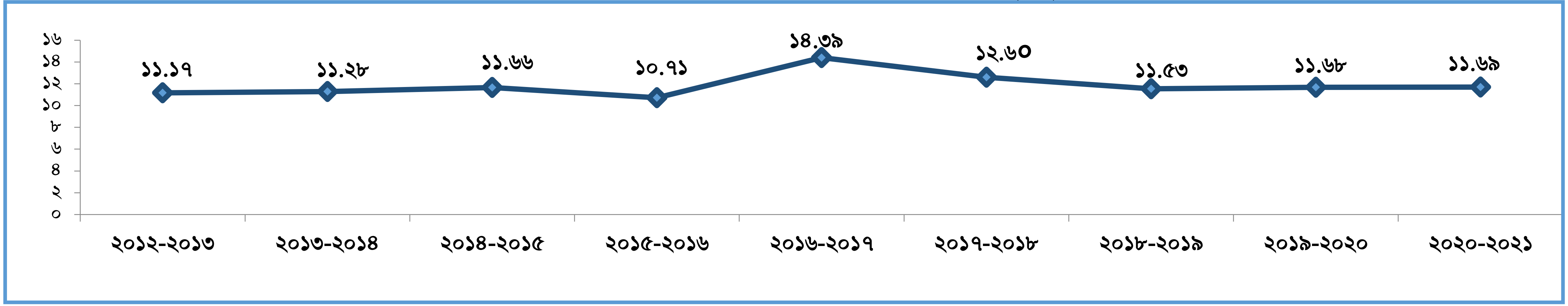

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)

- **জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে**
- মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দ্রুত অবসরভাতা প্রদান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট বরাদ্দ-জাতীয় বাজেটের (%)

অর্থ-বছর	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	জাতীয় বাজেটের শতকরা
২০২১-২০২২	৩৬,৪৮৭.২৪	৬.৫০
২০২০-২০২১	৩৩,১১৯.৭০	৫.৮৩
২০১৯-২০২০	২৮,৪০১.২৭	৫.৬৬
২০১৮-২০১৯	২৫,৮৬৮.২৩	৫.৮৫
২০১৭-২০১৮	২১,৫২৫.৩৭	৫.৭৯

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা

- **সরকার প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়**
  - শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা, উৎসব ভাতা শিক্ষকের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ২৫% এবং কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৫০%
  - পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি
  - ২০০৪ সাল থেকে উৎসব ভাতা দেওয়া হলেও প্রায় ১৭ বছর এটি বাড়ানো হয়নি

- **অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় আবেদন পরবর্তী অবসর ভাতা পেতে দীর্ঘ বিলম্ব;** বর্তমানে উক্ত ভাতা পেতে তিন-চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা
  - বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ অবসর ভাতা তহবিলের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়; প্রতি বছর তহবিলের ঘাটতি ২৪০ কোটি টাকা

- **অষ্টম বেতন কাঠামোতে (২০১৫ সালে) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট (৫%) ও বৈশাখী ভাতা (মূল বেতনের ২০%) দেওয়া হলেও বেসরকারি এমপিওভুক্তদের জন্য এটি ২০১৮ থেকে কার্যকর**

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (মানব সম্পদ)

- শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনতে নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনবল ঘাটতিতে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত

মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনে জনবল

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ১২.০% পদ শূন্য
- অধিকাংশ (৬৪.০%) উপজেলায় সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য
- এক তৃতীয়াংশের বেশি জেলায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদটি শূন্য (প্রায় ৩৮.০%)
- একাডেমিক সুপারভাইজারের ৩.০% পদ শূন্য
- জেলা ও অঞ্চল মিলিয়ে সহকারী পরিদর্শকের ১১.০% পদ শূন্য

- **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইং-এ মনিটরিং কর্মকর্তা মাত্র দুইজন**

- **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে ১৩০টি জনবলের বিপরীতে শূন্যপদ ৫৮.০%**

- **উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়া, প্রকল্পাধীন নিয়োগ, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় শূন্য পদসমূহ পূরণে বিলম্ব**

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (মানব সম্পদ)

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি

- এমপিওভুক্ত প্রভাষকদের প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ
- অনুপাত প্রথার (৫:২) কারণে অধিকাংশ প্রভাষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত এবং প্রভাষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ
- **পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণের বেতন গ্রেডের সুবিধা সীমিত**
  - গ্রেড প্রাপ্তিতে চাকুরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল আট বছর
  - গ্রেডের প্রাপ্যতায় নবম থেকে অষ্টম করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল নবম থেকে সপ্তম
- **সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম; এতে অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় সহকারী শিক্ষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ**

সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি

- **ব্যাচভিত্তিক না হয়ে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি হওয়ায় শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির সুযোগ সীমিত**
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম; এতে অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় সহকারী শিক্ষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ, যদিও ইতোমধ্যে সিনিয়র শিক্ষক পদ সৃজন করে ৫৪৫২ জন শিক্ষককে পদোন্নতি প্রদান

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (প্রশিক্ষণ)

- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি
  - বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণে দুর্বলতা
  - ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগে দুর্বলতা
  - সহকারী শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক সিপিডি (continuous professional development) প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ
  - সকল ক্ষেত্রে এমএমসি না থাকা এবং আইসিটি উপকরণ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনায় চর্চার ঘাটতি
  - **সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার ঘাটতি** - প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ত সময়, সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়া
  - দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণে বরাদ্দকৃত সময় পর্যাপ্ত না হওয়া (সৃজনশীল, আইসিটি)
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঘাটতি
  - প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা না থাকা
  - প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (অবকাঠামো ও লজিস্টিকস)

- অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস অনেক পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকলের বসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই
- অধিকাংশ শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার পৃথক স্থান নেই
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাবের মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার নষ্ট হলে দ্রুত মেরামতের ঘাটতি

স্বচ্ছতা

- তথ্য প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা
  - **কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা না থাকা বা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি-** শিক্ষক এমপিওভুক্তি সংখ্যা, প্যাটার্ন অতিরিক্ত শিক্ষকের চাহিদা প্রেরণ, এডহক কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি
  - **এমপিও অনলাইন সফটওয়্যার সহজবোধ্য না হওয়া**
    - শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে না আসা
    - এমপিও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ের অনলাইন ব্যবস্থা না রাখা
  - **আবেদন পরবর্তী অবসর ভাতা পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানোর ব্যবস্থা না থাকা** - বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ ও তদবির
  - অনলাইনে শিক্ষকদের এসিআর সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই; জমাকৃত এসিআর মাউশি অধিদপ্তর থেকে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এবং এতে পদোন্নতিতে বিড়ম্বনা সৃষ্টি
  - **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা না থাকা**
  - **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট বিগত সকল বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিত; শুধু ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯ প্রতিবেদন সংরক্ষিত;** প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি; যেমন, জনবল, বাজেট, নিরীক্ষা, তদন্তাধীন বিষয় ইত্যাদি

অনিয়ম ও দুর্নীতি

এমপিওভুক্তি

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি**
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া

- **শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি**

প্রতিষ্ঠান প্রধান (আবেদন) → উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও নথি অগ্রায়ন) → জেলা শিক্ষা অফিস (যাচাই-বাছাই ও নথি অগ্রায়ন) → উপ-পরিচালক কার্যালয়, অঞ্চল (যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন)

  - এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হলেও চারটি স্থানে 'হাদিয়া' বা 'সম্মানী' দিয়ে নথি অগ্রায়ন
  - 'শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশে অর্থ লাগবে' বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকের সাথে চুক্তি ও আবেদন অগ্রায়ন
  - নথিগত সমস্যায় বাধ্য হয়ে অর্থ প্রদান, অর্থ না দিলে আবেদনে ত্রুটি ধরা, আবেদন অগ্রায়ন না করা, এবং সময়ক্ষেপণ
  - প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে এমপিওভুক্তি

- **এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ**
- একটি শিক্ষা অঞ্চলে পাইলটিং প্রকল্প চালু এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চলে এটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও অভিযোগ রয়েছে, উক্ত পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ থাকায় একটি এলাকায় কয়েকমাস কার্যক্রম পরিচালনা করে সবগুলো অঞ্চলে এটি চালু করা হয়

এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়া	কর্তৃপক্ষ
শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ (প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষক সহকারী গ্রন্থাগারিক, পিয়ন, এমএলএসএস)	এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক
বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক/প্রভাষক নিয়োগ	এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের প্রেক্ষিতে

- **এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের অভিযোগ**
- **এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়** - 'প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে, পূর্বে এসএমসি/গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অনেক টাকা দিতে হতো' ইত্যাদি বলে অর্থ আদায়
- **শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার ও অন্যান্য একাডেমিক সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া** -১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫৭৭ জন শিক্ষকের জাল সনদে নিয়োগ (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৩ ফেব্রুয়ারি-২০২০ তথ্যানুযায়ী)

সরকারি শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলি

- **সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী তিন বছর পর পর বদলির বিধান থাকলেও তা নিয়মিত হয় না**
  - সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত
  - উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এটি ১০-১২ বছরের অধিক যা ২০ বছর পর্যন্ত

- **তদ্বির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে বদলি বা পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান**
- বদলিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমান অবস্থানভেদে (বিভাগীয় ও জেলা শহর, প্রাইভেট/কোচিং এর সুবিধা, এমপিও অগ্রায়ন) কম-বেশি হয়

অনিয়ম ও দুর্নীতি

পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি

- **পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন; এতে তদবির, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ**
  - প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ ও জনসংখ্যার সনদ গ্রহণ; ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদ্বিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন
- **বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হলেও প্রতিবেদন যাচাইয়ের সুযোগ না থাকা**
  - সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০% পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে
- **সকল শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায়**
  - আবেদন পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা, নতুবা পাঠদান অনুমোদনে বিলম্ব/পরিদর্শনে না আসা
- **রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদনের ব্যবস্থা করে; যার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করে**
- **অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা, বিভাগ, বিষয় অনুমোদনে এবং শিক্ষকদের বিএড ও উচ্চতর স্কেল অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়, অর্থ না দিলে সময়ক্ষেপণ করা**

অনিয়ম ও দুর্নীতি

ক্রয়

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগ (আইসিটি বিষয়ক প্রকল্প-২)**
  - এমএমসি (মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম) উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের কথা বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের আদেশ
  - এমএমসি উপকরণ প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ
  - সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি; অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি
  - উক্ত প্রকল্পের আওতায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০ পর্যন্ত) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি; পাঁচটি অঞ্চলে শুধু মডেম সরবরাহ

- **প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাত (আইসিটি প্রকল্প-২)**
- দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা ব্যয় করা হয় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট, প্রশিক্ষণ সামগ্রীতে
- প্রকল্প পরিচালকের বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে অনুমোদন নেওয়া হয়নি
- একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও প্রকল্প পরিচালক সম্মানী নেন প্রায় ১৭ লাখ টাকা
- ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে অনুষ্ঠিত
- বেসিক টিচার ও প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রশিক্ষণের ১,১২১টি ব্যাচের ভেন্যু বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান যা সরকারি অর্থের অপচয়

অনিয়ম ও দুর্নীতি

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথির বিভিন্ন দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ে চাপ প্রয়োগ**
- নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতায় পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান
- নিরীক্ষায় অনিয়ম সত্ত্বেও অনুকূলে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে প্রভাব বিস্তার
- নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এক/দুই মাসের এমপিও'র অর্থ দাবি ও আদায় - প্রধান শিক্ষক কর্তৃক **'পরিদর্শনে অডিটর আসছে'** -বলে শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের নিকট হতে অর্থ আদায় এবং কখনো এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আত্মসাৎ
- **নিরীক্ষায় অধিক পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই দপ্তরে অবস্থান**
- টিমসহ পরিদর্শনে না পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির এবং পরিচালককে উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ
- অবকাঠামো উন্নয়নে কাজের মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়নি বলে অভিযোগ
- এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব; প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী সরকারি আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত; জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

অন্যান্য

- জরুরি প্রয়োজনে (মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজ্বে গমন ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তেতে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে সিরিয়াল ভঙ্গ করে সুবিধা প্রদান
- বিদেশ প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তদের পাঠানো হয় না - টিকিউআই-২ প্রকল্পে শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমলার সংখ্যা ছিল বেশি
- বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সভাপতি মনোনীত; এতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না
- কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ব্যক্তি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়

বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ	৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০	স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/গভর্নিং বডি/এসএমসি
এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান	৫০,০০০-২,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্ণিং বডি/এসএমসি
সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ	২,০০,০০০-৩,০০,০০০	প্রধান শিক্ষক/গভর্ণিং বডি/এসএমসি
শিক্ষক এমপিওভুক্তি	৫,০০০-১,০০,০০০	মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০)	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পাঠদান অনুমোদন	১,০০,০০০-৫,০০,০০০	মধ্যসত্ত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
স্বীকৃতি নবায়ন	৫,০০০-৩০,০০০	বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী
শিক্ষক বদলি	১,০০,০০০-২,০০,০০০	মধ্যসত্ত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

জবাবদিহিতা

- প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ততা ও জনবল স্বল্পতায় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম জোরালো নয়
  - **উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে ১৫টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় না;** মাসে দুটি-চারটি আবার ছয়টি-সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
  - **জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে ১৫টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উপ-পরিচালকদের প্রতি মাসে ২৫টি করে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও এটি খুবই সীমিত পরিসরে**
  - **এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত না হওয়া**
  - **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা হয় না;** নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন বছর-১৩ বছর পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়নি
- পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান প্রধান/কমিটির কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও রাজনৈতিক প্রভাব/হেনস্তার কারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে সতর্ক
- বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনেকক্ষেত্রে (৫০%) মাউশি অধিদপ্তরে পাঠান না বলে অভিযোগ

জবাবদিহিতা

- **আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি**
  - আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি; নয়টি শিক্ষা অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও শুধু কলেজের এমপিও নিষ্পত্তির ক্ষমতা পরিচালককে (কলেজ) প্রদান
  - সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি - বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার, সেসিপ প্রকল্পভুক্ত ও সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পদায়ন
  - এমপিও আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়ম বা ভুলের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার কাঠামোর অনুপস্থিতি
  - উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারগণ সেসিপ প্রকল্পাধীন এবং চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করে

জবাবদিহিতা

- এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের মূল্যায়নে বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই
- মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে কোনো কোনো কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলে না - দুপুর ১১/১২টার দিকে অফিসে প্রবেশ করা, সপ্তাহে দুই/তিনদিন অফিস করা, অফিস সময় শেষ হওয়ার অনেক আগে চলে যাওয়া, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকলেও সময়ের উল্লেখ না করা ইত্যাদি
- শিক্ষা কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই
- মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা নেই
- উপবৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই

কোভিড-১৯ অতিমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ

- **কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণায় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করা হলেও এটি অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়নি**
  - কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনলাইন ক্লাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত
  - মাধ্যমিকের প্রায় ১৫% শিক্ষার্থীর সংসদ টিভির মাধ্যমে ক্লাশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত; নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে বঞ্চিতদের ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও উদ্যোগ দেখা যায়নি
  - ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে
  - শিক্ষার্থীদের শিখার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি; ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ দেখা যায়নি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ বা অর্জন রয়েছে; তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান
  - ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি
  - দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি
  - জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়
  - শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি
  - মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি; এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব
  - স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার
  - শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত- অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
  - সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান

সুপারিশ

আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে

৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

আর্থিক

৪. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে

সুপারিশ

মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে
৮. বেসরকারি সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে
৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

প্রশিক্ষণ

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
১১. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১২. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে
১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে
১৪. সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে

সুপারিশ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৫. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

১৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে

১৭. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে

অনিয়ম-দুর্নীতি

১৮. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে

১৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে

২০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে

ধন্যবাদ